আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

নিউইয়র্কে ১০৯.৪ বিলিয়ন ডলারের সিটি বাজেট ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস সিটির জন্য ১০৯.৪ বিলিয়ন ডলারের বাজেট **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ ॥ সংখ্যা ১৭ ॥ সোমবার ॥ মাঘ ০৯ ॥ ১৪৩০ ॥ রজব ১০ ॥ ১৪৪৫ ॥ Vol. 28 ॥ Issue 17 ॥ January 22 ॥ 2024 ॥ USA. **FREE** in NY, Other State **$1**

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



ফিলাডেলফিয়ায় বাংলাদেশী বাড়িওয়ালা খুন : ভাড়াটিয়া গ্রেপ্তার

শেখ খুরশান: যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়া শহরে ভিনদেশী ভাড়াটিয়ার হাতুড়ির আঘাতে মারা গেছেন এক বাংলাদেশী বাড়িওয়ালা। নিহত বাড়িওয়ালার নাম মো. একরামুল হক। তার বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। একরামুল হকের দেশের বাড়ি চট্টগ্রাম শহরের হামজারবাড় এলাকায়। শনিবার (২০ জানুয়ারী) দিবাগত রাত ১টায় ফিলাডেলফিয়া শহরের ৫৫৩৩ এনগোরা ট্রেস এ নিজ বাসায় খুন হন একরাম। পেশায় তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এবং ফেলাডেলফিয়া এয়ারপোর্টে কাজ করতেন। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বছর খানেক আগে এনগোরা ট্রেস এ একটি তিন বেডরুমের বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস শুরু করেন একরাম। বাড়িতে হন্ডুরাসের বংশোদ্ভুত কার্লোস ও ডেভিড নামের অপর এক কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করতেন। গত ৩ মাস ধরে কার্লোস বাসা ভাড়া দিচ্ছিলেন না। শনিবার রাত ১টায় কাজ থেকে ফিরে একরামুল হক কার্লস এর কাছে ভাড়ার টাকা চাইলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে একটি হাতুড়ি দিয়ে একরামের মাথায় উপুর্যুপুরী আঘাত করতে থাকে। এক পর্যায়ে একরাম নিস্তেজ হয়ে বাসার মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। সারারাত ঘরের মেঝেতেই একরামের নিথর দেহ পড়ে থাকে। এদিকে, সকাল ৭টায় ৯১১ **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

নেতাকর্মীদের কারামুক্তির পথ খুঁজছে বিএনপি?

ডয়চে ভেলে: এই মুহূর্তে বিএনপির প্রধান লক্ষ্য হলো গ্রেপ্তার নেতাকর্মীদের মুক্তি। **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

আমদানি-রপ্তানি ও ইন্ডেন্ট প্রতিষ্ঠান নজরদারিতে

অর্থ পাচার করলেই নিবন্ধন বাতিল

মিজান চৌধুরী: বিদেশে অর্থ পাচার ঠেকাতে দেশের আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্ট প্রতিষ্ঠানকে কঠোর নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। ইন্ডেন্ট প্রতিষ্ঠান



হচ্ছে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের একক ডিলার বা এজেন্টশিপ। এসব প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক (আমদানি-রপ্তানি) বাণিজ্যের অন্তরালে অর্থ পাচারের **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

নিজেই ছিলেন ভুক্তভোগী

একক প্রকোষ্ঠে জিজ্ঞাসাবাদ বিরোধী বিলে ভেটো দিলেন মেয়র

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের পাশ করা 'হাউ মেনি স্টপস অ্যাক্ট' এ ভেটো দিলেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। গত ১৯ জানুয়ারী শুক্রবার এই ভেটো ঘোষণা করেন মেয়র। ফেইথ লিডার, কমিউনিটি অ্যাডভোকেট, ব্যবসায়ী সংগঠন, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, আইনপ্রয়োগকারী



সংস্থাসমূহ তথা নিউইয়র্কারদের বিরোধীতার মুখে এই ভেটো ঘোষণা করলেন মেয়র। বিলটিতে সন্দেহভাজন কাউকে আটক করে একক প্রকোষ্ঠে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ও বিরোধীতা করা হয়েছে। যা বাতিল করলেন মেয়র। তিনি জানান, এক সময় এমন ঘটনার ভুক্তভোগী **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

গাজায় মৃত্যু ২৫ হাজার ছাড়াল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ১০৭ দিন ধরে নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। মাত্র সাড়ে তিন মাসেই অবরুদ্ধ এ উপত্যকায় ২৫ হাজারের বেশি নিরীহ ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছেন। তাঁদের বড় অংশই নারী ও শিশু। এরই মধ্যে পুরো উপত্যকাকে এক নরকপুরীতে পরিণত করেছে তারা। এত মৃত্যু, এত রক্তক্ষয় ও ধ্বংসযজ্ঞতারপরও ক্ষান্ত হচ্ছে না ইসরায়েলি বাহিনী। রোববারও (২১ জানুয়ারী) **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ট্রাম্পকে সমর্থন ঘোষণা

ডি স্যান্টিসের প্রার্থীতা প্রত্যাহার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীতার লড়াই থেকে এবার সড়ে দাঁড়ালেন হেভিওয়েট প্রার্থী রন ডি স্যান্টিস। ফ্লোরিডার এই গভর্নরকে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে দেখা যাবে এমন ধারণা অনেকেরই ছিলো। কিন্তু সেসব **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

Tax & Consulting Services

for Individual and Businesses

Southeast USA Group Inc.

OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services



(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday / January 22 // 2024

অস্ত্র দেখিয়ে ৩ ডলারের গ্যাস ডাকাতি!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিএমডব্লিউ চালিয়ে তিনি ঢুকেছিলেন লং আয়ল্যান্ডের একটি গ্যাস স্টেশনে। সেখানে গ্যাস নিতে গিয়ে দেখলেন তার ডেবিট কার্ড ডিকলায়েন করছে। তখন অস্ত্র দেখিয়ে ৩ ডলারের গ্যাস নিয়ে যান। তবে শেষ রক্ষা হয় নি। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটে গত ২১ ডিসেম্বর ভোর ৬ টা ৩৭ মিনিটে। পুলিশ তদন্তে জানা যায় ৩২৮ আইএস নম্বরের কালো রঙের বিএমডব্লিউ নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি লুকোইল গ্যাস স্টেশনে ঢোকেন। গ্যাসের দাম পরিশোধে তিনি ডেবিট কার্ড চার্জ করলে তা বাতিল হয়ে যায়। রয় ব্রেইথওয়েট, ৩৪, নামের ব্যক্তিটি প্রথমে চিৎকার শুরু করেন গ্যাস স্টেশনের ১৮ বছর বয়সী কর্মীটির ওপর। প্রথমে একটি চেয়ার ছুড়ে মারেন এবং পরেই একটি হ্যান্ডগান বের করে স্টেশন কর্মীকে ভয় দেখিয়ে ৩ ডলার মূল্যের গ্যাস নিয়ে চলে যায়। অস্ত্র দেখালেও এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। পরে পুলিশে জানালে, এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয় এবং গত সোমবার পুলিশ ব্রেইথওয়েটকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে ডাকাতি ও জোরজবরদস্তির অভিযোগ আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন

ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারই বড় চ্যালেঞ্জ

*মোকাবিলা করতে হবে আরও তিন চাপ: উচ্চ মূল্যস্ফীতি * মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণ * নিম্নমুখী বৈদেশিক মুদ্রার রিজাভ*

টাকা ডেস্ক: চলতি অর্থবছরে দেশের সার্বিক অর্থনীতিকে চার ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এগুলো হচ্ছে-উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে চাপ, মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণ ও নিম্নমুখী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। এর মধ্যে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারকেই বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে মনে করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ার কারণে এ খাতে চাপ বাড়তে পারে। এ চাপে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণ ও জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সতর্কভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

একই সঙ্গে প্রতিবেদনে বেশ কিছু আশাবাদের তথ্যও দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চলতি অর্থবছরে অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ কমে আসবে। সরকারের বেশ কিছু মেগা প্রকল্প চালু হওয়ায় এর সুফল আসবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ কমবে। গত ১৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব চ্যালেঞ্জ ও আশাবাদের কথা বলা হয়েছে। এতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও চলতি অর্থবছরের আগাম পূর্বাভাস তুলে ধরা হয়েছে। প্রতি অর্থবছর শেষ হওয়ার পর প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এবার অর্থবছর শেষ হওয়ার সাড়ে ৬ মাস পর প্রতিবেদনটি প্রকাশ করল।

চলতি বছরে বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতিতে চলমান মূল্যস্ফীতির চাপ কমে আসবে বলে প্রতিবেদনে আশাবাদ ব্যক্ত করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত অর্থবছরে এ চাপ প্রকট ছিল। বৈশ্বিকভাবে এ হার কমায় ও পণ্যের দাম হ্রাস পাওয়ায় আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ কমবে।

একই সঙ্গে দেশে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নেওয়া নানামুখী পদক্ষেপের ফলে মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করেছে। এর প্রভাবে বছর শেষে মূল্যস্ফীতির চাপ আরও কমে যাবে। সরকারের একাধিক মেগা প্রকল্প ইতোমধ্যে চালু হওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

এতে সরকারের ঋণ গ্রহণের চাপ কমেছে। ফলে চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ কমেছে। যা মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে সহায়তা করছে। তবে এসব খাতে সাফল্য অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়েছে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার। এটা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে গুরুতর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্থনীতির সূচকগুলোতে অর্জন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একই সঙ্গে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বাড়ানোর দিকে নজর দিতে বলেছে। পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের দিকেও নজর দিতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত অর্থবছরে ব্যাংক খাতে আমানত তুলে নেওয়ার চাপ ছিল। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে তা কমতে শুরু করেছে। একই সঙ্গে সুদের হার বাড়ানোর ফলে আমানত বাড়তে শুরু করেছে। এতে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আশা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আশা করছে চলতি অর্থবছরে ওইসব চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হলে অর্থনীতি সামনের দিকে আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এতে পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইতোমধ্যে বেশ কিছু মেগা প্রকল্প চালু হয়েছে। এতে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ কারণে সরকারের ঋণের চাহিদা কমেছে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেও সরকারের ঋণ কমেছে। এতে মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ কমবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো করোনার আগের অবস্থায় যেতে পারেনি। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস, অস্থির বিনিময় হার, ব্যক্তিগত ও সরকারি বিনিয়োগ কম হওয়ার কারণে এ খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার জোরদার করতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চলতি অর্থবছরেও সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণের মাধ্যমেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মসংস্থান খাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য উৎপাদনশীল খাতে ঋণের জোগান বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরেও এর প্রভাব অর্থনীতিতে আসতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিনিময় হারে চাপ কমানো ও রিজার্ভ ধরে রাখতে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এতে আমদানি কমে রিজার্ভ সাশ্রয় হয়েছে। একই সঙ্গে বিনিময় হারে চাপ কিছুটা কমেছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় আমদানিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলে অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সেদিকেও দৃষ্টি রাখার কথাও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এদিকে আমদানি সীমিত করার ফলে গত অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি কমেছে। একই সঙ্গে চলতি হিসাবেও ঘাটতি কমেছে। তবে আর্থিক হিসাবে ঘাটতি বেড়েছে। এ কারণে রিজার্ভ নিম্নমুখী হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ খাতে ঘাটতি কমে যাবে বলে প্রতিবেদনে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এসব খাতে ঘাটতি রোধে সম্ভাব্য সব উপায় অন্বেষণ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।







JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক

কার্যকরী পরিষদ ২০২২-২০২৪


মোঃ শাহীন কামালী
সভাপতি


মঈনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক


নুরুল মিয়া রনেল
সহসভাপতি (সিলেট)


মোহাম্মদ মনির উদ্দিন
সহসভাপতি (সুনামগনজ)


শেখ জামাল হোসাইন
সহ সভাপতি (হবিগঞ্জ)


বসির খাঁন
সহসভাপতি (মৌলভীবাজার)


আতাউল গণি (আসাদ)
সহসাধারণ সম্পাদক


মইনুজ্জামান চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ


ইফজাল আহমদ চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক


সাহিদুল হক রাসেল
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক


আব্দুল এম চৌধুরী (উমেল)
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক


দেওয়ান এম. এ মোতাহির (মনজু)
আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক


আল-মোস্তাজাব
ক্রীড়া সম্পাদক


সুচিপা চৌধুরী
মহিলা সম্পাদিকা


জয়নাল উদ্দিন (লায়েক)
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক


হেলিম উদ্দিন
সাধারণ সদস্য (সিলেট)


জামাল আহমদ
সাধারণ সদস্য (সুনামগঞ্জ)


মিজানুর রহমান চৌধুরী (শেফাজ)
সাধারণ সদস্য (হবিগঞ্জ)


মিজানুর রহমান
সাধারণ সদস্য (মৌলভীবাজার)

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি ও লালফিতা ব্যবসাবাণিজ্যে প্রধান বাধা

বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম বিকাশশীল অর্থনীতি। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে পেছনে পড়া দেশ থেকে ৩৫তম অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। এটি মুদ্রার একপিঠ। আলোকিত সেই পিঠের অপর পাশ অন্ধকারে ভরা। বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা দুর্নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা। বলা যায়, দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক লালফিতার দৌরাত্ম্য বহু ক্ষেত্রেই অভিন্ন। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির জরিপে উঠে এসেছে একই তথ্য।

গত বছরের এপ্রিল থেকে জুলাই সময়ে ঢাকা, সাভার, গাজীপুরে ৭১ জন ব্যবসায়ীর মতামত নেওয়া হয়েছে জরিপে। এর মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশ ব্যবসায়ী দুর্নীতিকে প্রধান সমস্যা, প্রায় ৫৫ শতাংশ ব্যবসায়ী অদক্ষ আমলাতন্ত্র ও ৪৬ শতাংশের বেশি ব্যবসায়ী বৈদেশিক মুদ্রার অস্থিতিশীলতার সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। ৬৬ শতাংশের বেশি ব্যবসায়ী মনে করেন আগামী দুই বছর দেশে জ্বালানি সংকট প্রকট হবে। ৩৮ শতাংশ ব্যবসায়ী মনে করেন, জ্বালানির ভর্তুকি তুলে নিলে ব্যবসার খরচ বাড়বে। ৫৮ শতাংশ মনে করেন, ব্যাংক খাতে নজরদারি ও তদারকির অভাব রয়েছে। দেশের কর কাঠামো পরিবেশবান্ধব নয় দাবি করে ৬০ শতাংশ ব্যবসায়ী বলেছেন, এখনো ২৩ শতাংশ কর ফাঁকি হচ্ছে। ৪২ শতাংশ ব্যবসায়ী বড় কোনো পরিবর্তন দেখছেন না। পরিবর্তন দেখেছেন মাত্র ৬ শতাংশ ব্যবসায়ী।

বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সোনালি সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক লালফিতার দৌরাত্ম্যে তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অথচ ভিয়েতনাম ব্যবসায় প্রতিযোগিতায় সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। বাংলাদেশ বিশ্বের দুই অর্থনৈতিক শক্তি ভারত ও চীনের প্রতিবেশী দেশ। দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী দেশ হওয়ায় যে হারে বিদেশি বিনিয়োগ আসার কথা ছিল তা আসছে না ঘুষ, দুর্নীতি ও লালফিতার ভয়ে। এ আপদদের ঠেকাতে হবে।

বিরুদ্ধ পরিবেশে বাইডেন প্রশাসনের অভূতপূর্ব অর্জন

॥ জোসেফ ই স্টিগলিৎজ ॥

প্রতিযোগিতা বাজারকে সচল রাখে। কিন্তু প্রতিযোগিতার কারণে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সংকুচিত হয়। তাই অনেক ব্যবসায়ীই প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে। তাঁরা চান লাভ। বিনিয়োগ করা মূলধনের ওপর অস্বাভাবিক লাভ তুলে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। প্রায় ২৫০ বছর আগে অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন, একই পণ্যের ব্যবসায়ীরা আমোদ-ফুর্তির জন্য খুব কমই এক জায়গায় বসেন। তবে তাঁদের আড্ডা শেষ হয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে কোনো একটি ষড়যন্ত্র করে, নয়তো কীভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো যায়, সেই ফন্দি করে।

আমেরিকান সরকার প্রায় ১৩০ বছর ধরে বাজারব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা নিশ্চিতের চেষ্টা করে আসছে। আসলে এই লড়াই বিরতিহীন। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতা এড়াতে কোনো না কোনো উপায় খুঁজে বের করে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ক্রমশ গুটিকয় ব্যবসায়ীর হাতে চলে যাওয়ার অজস্র উদাহরণ আছে।

বাজারে যখন অল্প কিছু প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য তৈরি হয়েছে, তখন আমরা করপোরেট খাতের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি, ফুলেফেঁপে ওঠা, প্রতিটি খাতে কিছু প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য বিস্তার এবং নতুন ব্যবসায়ীদের বাজারে ভিড়তে না পারার মতো ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কিন্তু আমেরিকানরা বলার চেষ্টা করে থাকে যে তাদের অর্থনীতি বিশ্বে সবচেয়ে গতিশীল। নতুন উদ্ভাবনার যে যুগ, তারা এর অগ্রভাগে আছে। কিন্তু পরিসংখ্যান তা বলছে না।

উদ্ভাবনের আদর্শ পরিমাপক হলো টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি। এর অর্থ হলো বাড়তি মূলধন বা শ্রমের কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া। কোভিড-১৯ অতিমারির ১৫ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে টিএফপির প্রবৃদ্ধি ছিল তার আগের ১৫ বছরের প্রবৃদ্ধির মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেছে, যখন বাজারে হাতে গোনা কিছু প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া প্রভাব তৈরি হয়েছে। এতে বৈষম্য বেড়ে যায়।

সৌভাগ্যক্রমে অনিঃশেষ খারাপ খবরের ভিড়ে এ খাতে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতির খবরও আছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন প্রতিযোগিতাকে টিকিয়ে রাখা এবং তা আরও বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়েছে।

স্মিথ ঠিক বলেছিলেন, একচেটিয়া বাজারব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তা অনন্তকাল চলতে থাকবে। কিন্তু বাইডেন প্রশাসন এমন কিছু অর্জন করল, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে যায়। ভীষণ প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশে এ এক অভূতপূর্ব অর্জন।

উদাহরণস্বরূপ, বাজারে প্রতিযোগিতা জারি রাখতে যে ফেডারেল অ্যান্টিট্রাস্ট অথরিটি আছে, তাদের চাপে ফিগমা ২০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে এডোবিকে আত্তীকৃত করার উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে আসে। বায়োটেক করপোরেশন ইলিউমিনা ও গ্রেইলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে সম্মত হয়। কারণ, ইউএন ফেডারেল ট্রেড কমিশন অভিযোগ করেছিল, এই দুই প্রতিষ্ঠান যদি একজোট হয়, তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার নির্ণয় উদ্ভাবনের যে কাজ চলছে, তা বড়সড় ধাক্কা খাবে।

এতে ক্যানসার পরীক্ষার খরচ বাড়বে, ভুক্তভোগীদের হাতে পরীক্ষানিরীক্ষার একাধিক বিকল্প থাকবে না এবং মানসম্পন্ন পরীক্ষাও নিশ্চিত করা যাবে না। এ বক্তব্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে মার্কিন ফিফথ সার্কিট কোর্ট অব অ্যাপিলস। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এফটিসি এবং আইন ও বিচার বিভাগ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের একীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা জারি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতে বেশ কিছু আইন আছে। এসব আইনের ওপর ভিত্তি করেই এফটিসি এবং আইন ও বিচার বিভাগ ওই নির্দেশনাগুলো চূড়ান্ত করেছে। নতুন নির্দেশনায় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে প্রতিরোধব্যবস্থায়। কারণ, কর্তৃপক্ষ মনে করছে, একটি প্রতিষ্ঠানের অন্যটিকে কিনে নেওয়া বা আত্তীকরণের ফলে একক কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে বাজার চলে যেতে পারে। সমগোত্রীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তো বটেই, ভিন্নতা আছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোও যখন একীভূত হতে চাইছে, তখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বিচারবিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

আমরা সবাই জানি, সীমাবদ্ধ প্রতিযোগিতা (পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন খাতে এই বাস্তবতা রয়েছে) আছে যেসব খাতে, সেখানে একটি প্রতিষ্ঠানের অন্যটির সঙ্গে একীভূত হওয়ার নেতিবাচক প্রভাব বাজারে পড়ে। 'শিকাগো ইকোনমিস্ট'রা বলতে চান, বাজার সাধারণভাবেই প্রতিযোগিতাপ্রবণ। তাই অ্যান্টিট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেন একীভূত না হয়, সেদিকে নজর দেওয়া।

ভিন্নধর্মীগুলোর ক্ষেত্রে মনোযোগী না হলেও চলে। তবে ইলিউমিনা ও গ্রেইলের ব্যাপারে বিচারকেরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে তাঁরা এখন ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলোর একীভূত হওয়ার নেতিবাচক প্রভাব নিয়েও ভাবছেন।

আমরা সবাই একচেটিয়া বাজারব্যবস্থায় ক্ষতির শিকার হই। কারণ, এ আধিপত্য বাজারকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেয় না। ফলে মোটের ওপর উৎপাদন হ্রাস পায় এবং জীবনযাপনের মান নিচে নেমে যায়। স্মিথ ঠিক বলেছিলেন, একচেটিয়া বাজারব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তা অনন্তকাল চলতে থাকবে। কিন্তু বাইডেন প্রশাসন এমন কিছু অর্জন করল, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে যায়। ভীষণ প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশে এ এক অভূতপূর্ব অর্জন।

আমরা সবাই জানি, সীমাবদ্ধ প্রতিযোগিতা (পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন খাতে এই বাস্তবতা রয়েছে) আছে যেসব খাতে, সেখানে একটি প্রতিষ্ঠানের অন্যটির সঙ্গে একীভূত হওয়ার নেতিবাচক প্রভাব বাজারে পড়ে। 'শিকাগো ইকোনমিস্ট'রা বলতে চান, বাজার সাধারণভাবেই প্রতিযোগিতাপ্রবণ। তাই অ্যান্টিট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেন একীভূত না হয়, সেদিকে নজর দেওয়া।

জোসেফ ই স্টিগলিৎজ নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
ফজর	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫১
সূর্যোদয়	৭.১৩	৭.১২	৭.১২	৭.১১	৭.১০	৭.১০	৭.০৯
জোহর	১২.০৭	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৯
আসর	৩.২০	৩.২১	৩.২২	৩.২৪	৩.২৫	৩.২৬	৩.২৭
মাগরিব	৫.০১	৫.০২	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৬	৫.০৭	৫.০৮
এশা	৬.২০	৬.২১	৬.২২	৬.২৩	৬.২৬	৬.২৬	৬.২৭

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ রোহিঙ্গা ইস্যু

॥ চপল বাশার ॥

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী আওয়ামী লীগ নতুন সরকার গঠন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩৭ সদস্যের মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ নিয়েছেন ১১ জানুয়ারী। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টনও হয়ে গেছে এবং তারা কাজ শুরু করেছেন। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে এসেছে নতুন মুখ। তাদের অন্যতম হলেন নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা হাছান মাহমুদ আগের মন্ত্রিসভায় পাঁচ বছর তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ড. একে আব্দুল মোমেন। সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হলেও তাকে নতুন মন্ত্রিসভায় রাখা হয়নি।

তথ্যমন্ত্রী হিসাবে হাছান মাহমুদের দায়িত্ব পালন কতটা সফল ছিল, সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। তিনি মোটামুটি নির্বিঘ্নেই পাঁচ বছর পার করেছেন। কিন্তু সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন তার দায়িত্ব পালনে সফল ছিলেন বলা যাবে না। তিনি পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার কিছু বক্তব্য ও মন্তব্যের কারণে বিতর্কিত হয়েছেন বারবার। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে তিনি কিছুই করতে পারেননি। এটাই তার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপর অনেক বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও আরও কয়েকটি পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, এখনো যার রেশ আছে। এটা স্বাভাবিক রাখতে হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'।

বঙ্গবন্ধু এ নীতি ঘোষণা করেছিলেন ১৯৭২ সালেই এবং সেই নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে, বৈরী আচরণ করে, সেক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বজায় রেখে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি সর্বক্ষেত্রে কার্যকর না-ও হতে পারে।

রোহিঙ্গা সমস্যা

বাংলাদেশের ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে ১২ লাখ রোহিঙ্গা। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে প্রতিবেশী মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে নির্যাতিত রোহিঙ্গারা দলে দলে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। তারা দক্ষিণ কক্সবাজারের উখিয়া, টেকনাফসহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত লাখে। এর আগে থেকেই আরও প্রায় তিন লাখ রোহিঙ্গা কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছিল। তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য কথাবার্তাও হয়েছিল মিয়ানমারের সঙ্গে; কিন্তু তাদের ফেরত না নিয়ে আরও সাত লাখকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয় মিয়ানমার।

সে সময় এদেশে আগত রোহিঙ্গার সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ১০ লাখ। গত সাত বছরে তারা এখানে অন্তত দুই লাখ শিশুর জন্ম দিয়েছে। ফলে বাংলাদেশে অবৈধভাবে অবস্থানরত রোহিঙ্গার সংখ্যা এখন ১২ লাখের বেশি। যে হারে রোহিঙ্গারা তাদের জনসংখ্যা বাড়াচ্ছে, তাতে অচিরেই বাংলাদেশে রোহিঙ্গার সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫ লাখে। জনবহুল বাংলাদেশে মিয়ানমার থেকে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গারা আমাদের জনসংখ্যার ওপর একটা বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে।

মানবিক কারণে এবং বিশ্ব মোড়লদের অনুরোধে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছিল সাময়িক সময়ের জন্য। তাদের জন্য ৩৪টি আশ্রয় শিবির তৈরি করে দেওয়া হয়। খাবার-দাবার ও চিকিৎসাও তারা পাচ্ছে। আরামে থেকে তারা শুধু জনসংখ্যাই বাড়াচ্ছে না, দক্ষিণ কক্সবাজারের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ধ্বংস করেছে ব্যাপকভাবে। ওই অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি তারা ঘটিয়েই চলেছে অবিরাম। আশ্রয় শিবিরগুলো হয়ে গেছে মিয়ানমার থেকে পাচার হয়ে আসা মাদকের গুদাম। সেখান থেকে মাদকদ্রব্য সরবরাহ হচ্ছে দেশের সর্বত্র। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এসব দেখে ও জানে, কিন্তু কিছু করে না বা করতে পারছে না। স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি রোহিঙ্গাদের মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

রোহিঙ্গাদের কারণেই দেশের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজার আজ ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে। রোহিঙ্গারা সরকারি আশ্রয় শিবিরের বাইরে জেলার দক্ষিণাঞ্চলে পাহাড়ি এলাকা ও বনাঞ্চলে ঘরবাড়ি তুলছে। এজন্য তারা বিনাবাধায় গাছ কাটছে, পাহাড় কাটছে। গণমাধ্যমের তথ্যে দেখা যায়, রোহিঙ্গারা ঘরবাড়ি তৈরি ও জ্বালানি সংগ্রহের জন্য যে পরিমাণ গাছ কেটেছে, তাতে প্রায় নয় হাজার একর জমির বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে গেছে। তদুপরি পাহাড়-টিলা কেটে ভূমি সমতল করায় দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল এলাকায় ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তন হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। ওই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

মানবিক কারণে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, তাদের লালন-পালন করেছে, এখনো করছে। শুরুতে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশ বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেছে এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা কথা দেয় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সব ধরনের সহযোগিতা করবে; কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। রোহিঙ্গাদের জন্য বিদেশি সাহায্য আসা কমে গেছে। প্রত্যাবাসনের কথাও তারা আর বলে না। প্রথমদিকে বলা হতো, বাংলাদেশও বলেছে, রোহিঙ্গা সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। আন্তর্জাতিক উদ্যোগে এ সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু বিদেশি মুরব্বিরা এখন আর এটিকে আন্তর্জাতিক সমস্যা বলেন না। তারা বলেন, এটি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দ্বিপক্ষীয় সমস্যা।

আশ্রয় শিবিরে হানাহানি

আশ্রয় শিবিরগুলোতে রোহিঙ্গাদের মধ্যে হানাহানি চলছে শুরু থেকেই। প্রথম দিকে হানাহানি ব্যাপক ছিল না। যতই দিন যাচ্ছে, ততই এটা বাড়ছে, প্রাণহানিও হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বই এসব হানাহানির কারণ। আরাকান স্যালভেশন আর্মি (আরসা) ও রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনসহ (আরএসও) ছয়টি সন্ত্রাসী সংগঠন সক্রিয় রয়েছে। আরসা রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিপক্ষে।

কোনো রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফেরত যেতে চাইলে আরসার এজেন্টরা তাদের হত্যা করে। আরসার সঙ্গে আরএসও'র দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই আছে। গত সাত বছরে কয়েকশ' লোক হানাহানিতে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর মধ্যে মিয়ানমার মিলিটারি জান্তার এজেন্ট রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। এজেন্টদের কাজ হচ্ছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত ও ব্যাহত করা।

পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি

রোহিঙ্গাদের হাতে পাসপোর্ট

বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশের পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংগ্রহ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত খবরও প্রকাশিত হয়েছে। 'আরসাপ্রধান' আতাউল্লাহর ভাই শাহ আলিকে উখিয়ার একটি ক্যাম্প থেকে বাংলাদেশের এনআইডিসহ গ্রেফতার করা হয় ২০২২ সালের জানুয়ারীতে। এরপর তদন্ত করতে গিয়ে জানা যায়, বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা অবৈধ উপায়ে এনআইডি সংগ্রহ করেছে এবং এসব ঘটনার সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কিছু অসাধু কর্মচারী জড়িত রয়েছে। রোহিঙ্গারা অবৈধভাবে বাংলাদেশের পাসপোর্টও সংগ্রহ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সে সময় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছিলেন, বিষয়টি 'খতিয়ে' দেখা হচ্ছে। খতিয়ে দেখে তারা কী পেয়েছিলেন তা আজও জনগণ জানে না। তবে রোহিঙ্গাদের হাতে বাংলাদেশের পাসপোর্ট যাওয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য কত বড় হুমকি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কেউ কথা রাখেনি

মানবিক কারণে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, তাদের লালন-পালন করেছে, এখনো করছে। শুরুতে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশ বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেছে এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা কথা দেয় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সব ধরনের সহযোগিতা করবে; কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। রোহিঙ্গাদের জন্য বিদেশি সাহায্য আসা কমে গেছে। প্রত্যাবাসনের কথাও তারা আর বলে না। প্রথমদিকে বলা হতো, বাংলাদেশও বলেছে, রোহিঙ্গা সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। আন্তর্জাতিক উদ্যোগে এ সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু বিদেশি মুরব্বিরা এখন আর এটিকে আন্তর্জাতিক সমস্যা বলেন না। তারা বলেন, এটি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দ্বিপক্ষীয় সমস্যা। সেভাবেই সমাধান করতে হবে। মিয়ানমার এখন এটাকে দ্বিপক্ষীয় বিষয়ও বলতে রাজি নয়; তাদের দাবি-রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের লোক, বাংলাদেশেই থাকবে, এটি বাংলাদেশের সমস্যা। অথচ ২০১৭ সালের আগে বাংলাদেশে আশ্রিত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রোহিঙ্গাকে মিয়ানমার ফেরত নিয়ে রাখাইনে নিজ নিজ বাসস্থানে পুনর্বাসিত করেছিল। এখন তারা সে কথা ভুলে গেছে, কারণ, মিয়ানমারের ওপর রোহিঙ্গা প্রশ্নে আন্তর্জাতিক চাপ এখন আগের মতো নেই।

বিশেষজ্ঞদের অনেকেই আশঙ্কা করেন, বিদেশি মুরব্বিরা কোনোদিন হয়তো বাংলাদেশকে বলে বসবে, 'শরণার্থী রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশেই রেখে দিন। দেশের জনসংখ্যার সঙ্গে রোহিঙ্গাদের যোগ করে নিন। না হলে ওরা যাবে কোথায়?' যদিও এটা একটি আশঙ্কা মাত্র; কিন্তু যদি কখনো সত্য হয়, আমাদের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে। কক্সবাজারের দক্ষিণাঞ্চলের একটি অংশই রোহিঙ্গারা হয়তো দাবি করে বসতে পারে। অতএব, যে কোনো পরিস্থিতির জন্য সাবধান ও সচেতন থাকতে হবে।

সমাধান কোন পথে?

রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান একটাই-মিয়ানমারের এই নাগরিকদের যেভাবেই হোক এদেশ থেকে বিদায় করা। প্রয়োজনে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মানবিকতা দেখানোর সুযোগ আর নেই। বাংলাদেশ ওদের জন্য যথেষ্ট করেছে, অনেক ক্ষতি স্বীকার করেছে। আর নয়। এবার ঘাড়ের বোঝা, যেভাবেই হোক নামাতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে জোরদার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার বিকল্প নেই।

এখন প্রয়োজন বিশ্ব নেতৃত্বকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রভাবিত করার কূটনীতি-যাতে চীন, ভারত ও রাশিয়া রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য মিয়ানমারের ওপর পর্যাপ্ত চাপ প্রয়োগ করে। এ তিন দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে। এ তিন দেশ আবার মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের ক্ষমতাও রাখে।

মিয়ানমারের ওপর চীনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। চীন সক্রিয় ও কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারকে রাজি করাতে পারে, এজন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যতটা সম্ভব জোরদার করতে হবে। নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য এটা কঠিন পরীক্ষা; এ পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, লেখক



চলতি পরিস্থিতিতে অর্থনীতি ভালো করার সুযোগ আছে কি?

॥ আবু আহমেদ ॥

আমাদের অর্থনীতির অনেকটাই নির্ভরশীল ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কেটের ওপর। ভারত ও চীনে আমাদের মালপত্র খুব একটা যায় না। রাশিয়াতেও খুব সামান্য পণ্য রপ্তানি হয়। বরং চায়না এবং ভারত থেকে পণ্য রপ্তানির চেয়ে আমদানি করতে হয় বেশি। ভারতে আমাদের পণ্য রপ্তানি হয় মাত্র ২ বিলিয়ন ডলার। অথচ ভারত আমাদের দেশে পণ্য বিক্রি করে ১৪ বিলিয়ন ডলার। ভারতের মতো চীনেও আমাদের পণ্য রপ্তানিতে বৈষম্য রয়েছে। চীন আমাদের থেকে পণ্য নেওয়ার চেয়ে রপ্তানি করে অনেক বেশি। এ বৈষম্য কোনোভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না বাংলাদেশ। ফলে আমাদের রিজার্ভের ওপর একটা টান পড়ছে।

এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের অর্থনীতির ওপর একটা বিপর্যয় নেমে আসার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাজার ধরতে হবে। অবশ্য ইদানীং কিছু পণ্য জাপানেও যাচ্ছে। তবে জাপানের বাজার আমরা কতটা ধরে রাখতে পারব, সেটা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কেননা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে জাপানও অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মেলাবে এবং এটাই স্বাভাবিক।

আরেকটি বিষয় নিয়েও আমাদের যথেষ্ট দুশ্চিন্তা রয়েছে, সেটা হচ্ছে খাদ্য মূল্যস্ফীতি। গত এক বছর থেকে অন্যান্য পণ্যের মূল্যস্ফীতির চেয়ে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। মানে ফুড আইটেমবেইজড পণ্যগুলোর দাম খুব দ্রুত বাড়ছে। যার ফলে নিম্মধ্যবিত্ত এবং গরিব লোকদের খাদ্যপণ্য ক্রয়সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। নিুবিত্ত ও গরিব লোকদের খাদ্য তালিকা থেকে অনেক কিছুই বাদ পড়ে যাচ্ছে।

যেটি দেশের জন্য কখনোই সুখকর হতে পারে না। দেশের ইনফ্লেশন বা মূল্যস্ফীতি, যেটা সাড়ে ৯ থেকে ১০ শতাংশে রয়েছে, সেটাকে যদি সাড়ে ৭ বা ৮ শতাংশেও আনতে পারে, তাহলে সেটা হবে দেশের জন্য একটা বিরাট অর্জন। অবশ্য সেটা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক চেষ্টা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কন্ট্রাকশনারি মানি উইথড্র করে মূল্যস্ফীতি কমানোর চেষ্টা করছে। এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের রেট বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কিছু কিনতে হলে বেশি দরে কিনতে হবে, যাতে করে টাকার প্রবাহ না বাড়ে।

টাকার প্রবাহ যদি কমে যায়, তাহলে বিনিয়োগও কমবে। সেই সঙ্গে ভোগও কমবে। তাহলে দেশের ইকোনমি মোটামুটি একটা স্পে-ডাউনের দিকে চলে যাবে। মন্দাক্রান্ত যদি না-ও হয়, সাড়ে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার, যেটা দুই বছর আগে হয়েছিল, সেখান থেকে সেটা সাড়ে ৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের এ চেষ্টাও সফল হবে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। কারণ, এটা নির্ভর করছে দেশের এফডিআই (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) এবং বিদেশি নিষেধাজ্ঞার ওপর।

সেটা এ নির্বাচনে অনুপস্থিত ছিল। বিশ্বের অন্যতম দুই শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য এ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে মন্তব্য করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও তাদের এক বিবৃতিতে জাতীয় নির্বাচনে প্রধান সব রাজনৈতিক দল অংশ না নেওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধী দলের হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেফতার এবং নির্বাচনের দিন অনিয়মের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ফলে তারা বলছেন, এ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। সুতরাং, এ নির্বাচনকে নিয়ম রক্ষার নির্বাচনই বলা যায়।

আরেকটি বিষয় না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে অর্থ পাচার। বিদেশে অর্থ পাচারের কারণে আমাদের ডলারের রেমিট্যান্স প্রবাহ কম হয়েছে এবং বিনিময় হারও বিপক্ষে চলে গেছে। আমাদের অর্থনীতির চাঙা ভাবকে ম্লান করে দেওয়ার বড় একটা কারণ হলো অর্থ পাচার। এটি বন্ধ না করতে পারলে আমরা বেশি দূর এগোতে পারব না। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এটি বন্ধ হবে না। ব্যাংক লুট, দুর্নীতি বা সহজ ব্যবসা থেকে সরকারের সঙ্গে আঁতাত করে বিপুল পরিমাণ অর্থ কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

এসব লোকই তাদের হাতে থাকা কেন্দ্রীভূত এসব অর্থ বিদেশে পাচার করছে। অর্থাৎ অবৈধ পথে অর্জিত এসব অর্থ তাদের হাতে বা অ্যাকাউন্টে যখন যায়, তখন তারা সে অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর করে ইনফরমাল মার্কেট বা হুন্ডি মার্কেটের মাধ্যমে দেশের বাইরে পাচার করে দেয়। এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করে পাচারকারী হুন্ডি প্রতিনিধিরা, যে কারণে আমাদের রেমিট্যান্স গ্রোথ যেখানে আরও ওপরে থাকার কথা, সেটি সেখানে না থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে; যার ফলে দেশের রিজার্ভ থমকে আছে, এগোতে পারছে না।

তবে এ সবকিছুতেই আশার আলো দেখা যেত, যদি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতো; কিন্তু সেটি হয়নি। কারণ, অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের যে সংজ্ঞা, সে সংজ্ঞার আওতায় এ নির্বাচন হয়নি। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলা যায় না। একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলের পাশাপাশি অন্যান্য দলের অংশগ্রহণ জরুরি। যেটি এ নির্বাচনে হয়নি। একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন মানে হলো বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

সেটা এ নির্বাচনে অনুপস্থিত ছিল। বিশ্বের অন্যতম দুই শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য এ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে মন্তব্য করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও তাদের এক বিবৃতিতে জাতীয় নির্বাচনে প্রধান সব রাজনৈতিক দল অংশ না নেওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধী দলের হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেফতার এবং নির্বাচনের দিন অনিয়মের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ফলে তারা বলছেন, এ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। সুতরাং, এ নির্বাচনকে নিয়ম রক্ষার নির্বাচনই বলা যায়।

দেশে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন হলে বিদেশিদের পাঠানো এফডিআই (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) বাড়ত। ফলে দেশের অর্থনীতিতে একটা চাঙা ভাব আশা করা যেত। দেশে রাজনৈতিক বিভেদ ও অস্থিরতা অনেকটাই কমে আসত। ফলে দেশে সামাজিক অস্থিরতার চিত্রও অনেকটা পালটে যেত। সামাজিক বিশৃঙ্খলা থাকত না, যার ফলে আমাদের মানবাধিকার পরিস্থিতিরও অনেকটা উন্নতি হতো।

একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দ্বারা যদি একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকত, তাহলে সরকারের ক্ষমতার বিভিন্ন ছত্রছায়ায় থেকে সুযোগ-সুবিধা নেওয়া লোকেরা, যারা আড়ালে থাকছে, জবাবদিহি হচ্ছে না, তাদের জবাবদিহি হয়ে যেত। এখন তো তাদের জবাবদিহি হবে না। কারণ তারা নিজেরাই তাদের অবৈধ গোপন আয়ের বিশাল অংশ নির্বাচনে ব্যয় করেছে, যা আইনত করা যায় না। শুধু তাই নয়, তাদের অনেকেই নির্বাচনের মাধ্যমে এমপিও বনে গেছেন। অনেকে আরও বড় দায়িত্বও পেয়ে গেছেন। (অনুলিখন : জাকির হোসেন সরকার)

লেখক: অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
ন্যূনতম ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
যদি কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের ভিসা নিতে পারেন এবং ৪ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

এমন নির্বাচন কি কাঙ্খিত ছিল?

॥ এমএ আজিজ ॥

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল। আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থ মেয়াদের জন্য সরকার গঠন করল। কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেল-'সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক (ওয়েস্টমিনস্টার) সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থায়' বাংলাদেশ কি বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে থাকল? এ সংসদ নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত ভোটে থেকেছে ২৮টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল। আদালতের আদেশে প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার পর দলীয় প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৫৩৪ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৩৬ জন। নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো এ নির্বাচন বর্জন করে। ফলে এ নির্বাচনটি কার্যত একটি একপক্ষীয় নির্বাচনে পরিণত হয়।

আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে তার ২৬৬টি আসনের মধ্য থেকে জাতীয় পার্টিকে ২৬টি এবং ১৪ দলের শরিকদের ছয়টি আসন থেকে জাসদকে তিনটি, ওয়ার্কার্স পার্টিকে দুটি ও জেপিকে (মঞ্জু) একটি আসন ছেড়ে দেয়। আওয়ামী লীগ চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে দেয়, এ ৩২টি আসনে তাদের নৌকার প্রার্থী থাকবে না। এর বাইরে আওয়ামী লীগ তার প্রার্থীদের প্রত্যাহার না করে 'কিংস পার্টি'খ্যাত তৃণমূল বিএনপি, বিএনএম ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির কয়েকজন নেতা, যেমন বিএনএমের শাহ মোহাম্মদ আবু জাফরকে ফরিদপুর, তৃণমূল বিএনপির শমসের মবিন চৌধুরীকে সিলেট ও তৈমূর আলম খন্দকারকে নারায়ণগঞ্জ এবং সেই সঙ্গে কল্যাণ পার্টির মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমকে কক্সবাজার থেকে ভোটে জেতানোর জন্য সরকার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল বলে শোনা যায়।

এভাবে নির্বাচনের আগেই সরকারি দলের নেতা তার দলই পরবর্তী সরকার গঠন করবে, তা নিশ্চিত করে ৩০০ সংসদীয় আসন থেকে তার প্রতি অনুগত অনুল্লেখিত ভোটের অধিকারী ছোট কয়েকটি দলের মধ্যে ৩২টি আসন ভাগাভাগি করেন এবং নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দেখাতে নিজের দল থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দেন।

জাসদের হাসানুল হক ইনু, জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগ বাদে বাকি ২৭টি নিবন্ধিত আর কোনো দলের কোনো প্রার্থীই জিততে পারেননি। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, সরকারি দল ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্য কোনো দলই দেশের মোট ভোটের এক শতাংশ ভোটও পায়নি। উল্লেখ্য, ৭২ জন সংসদ-সদস্য প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

যা হোক, জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ থেকে ২৬টি সংসদীয় আসন ছাড় পেলেও দলটি ১৫টি আসনে আওয়ামী লীগের সদস্য স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১১ আসনে জয় পায়। আওয়ামী লীগের শরিক দল ওয়ার্কার্স পার্টির শুধু রাশেদ খান মেনন ও জাসদের একেএম রেজাউল করিম তানসেন জয়ী হওয়ার সুযোগ পায় এবং কল্যাণ পার্টির মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমকে কক্সবাজার থেকে জিতিয়ে আনা হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। অপরদিকে, তিনজন প্রকৃত স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ আওয়ামী লীগ মনোনয়নবঞ্চিত ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়।

জাসদের হাসানুল হক ইনু, জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগ বাদে বাকি ২৭টি নিবন্ধিত আর কোনো দলের কোনো প্রার্থীই জিততে পারেননি। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, সরকারি দল ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্য কোনো দলই দেশের মোট ভোটের এক শতাংশ ভোটও পায়নি। উল্লেখ্য, ৭২ জন সংসদ-সদস্য প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশি ২৬৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন দেয় ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬৫ জন প্রার্থী মনোনয়ন দেয় জাতীয় পার্টি (জাপা), বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির ১৬ জন, জাতীয় পার্টি (জেপি) ১৩ জন, বিকল্পধারা বাংলাদেশ ১০ জন এবং 'কিংস পার্টি'খ্যাত তৃণমূল বিএনপি মনোনয়ন দেয় ১৩৫ জন প্রার্থী, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির ৭৯ জন ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) ৫৬ জন। আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র, জাপা (অধিকাংশ প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়), বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির একজন, জেপির একজন, বিকল্পধারার একজন, তৃণমূল বিএনপির দুজন এবং বিএনএমের একজন প্রার্থীকে তৎপর দেখা গেছে।

অন্যান্য দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রার্থী ছিল ১২২ জন, বাংলাদেশ কংগ্রেসের ৯৬ জন, জাসদের ৬৬ জন, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের ৬৩ জন, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টের (বিএনএফ) ৪৫ জন, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের ৩৮ জন, ইসলামী ঐক্য জোটের ৪২ জন, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের ৩৯ জন, বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্টের ৩৭ জন, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের ৩০ জন, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির ২৬ জন, জাকের পার্টির ২১ জন, গণফ্রন্টের ২১ জন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ১১ জন, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির পাঁচজন, গণতন্ত্রী পার্টির ১০ জন, গণফোরামের নয়জন, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দলের চারজন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) পাঁচজন ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগের (বিএমএল) চারজন। অবশ্য, কয়েকটি দল নির্বাচন থেকে সরে যায়।

এ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর অতীত ও বর্তমান সংসদ নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, আওয়ামী লীগসহ ২৮টি দলই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি সামনের দিনগুলোতে রাজনীতিতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন, আওয়ামী লীগ তার অধীনে পরপর তিনটি জাতীয় নির্বাচন প্রশ্নাতীতভাবে করতে পারেনি। দ্বাদশ নির্বাচনে সরকারি দল থেকে ডামি, স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার অনুমোদন দেওয়ায় যে গৃহদাহ শুরু হয়েছে তা দলকে কুরে কুরে খেতে পারে। পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন গৃহদাহ বা গৃহবিবাদ দলটিকে দুর্বল করতে পারে।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলগুলোসহ এ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বাকি সব রাজনৈতিক দলই রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। কারণ, বর্তমানে ১৪ দলের ১৩টির উল্লেখযোগ্য ভোটার নেই। তাই সব দলের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পথে। এর প্রধান কারণ, দলগুলোর নেতারা নিজেদের দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করার পরিবর্তে সহজে তাৎক্ষণিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য জোটের বড় দল আওয়ামী লীগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তারা এখন বন্ধুহীন বা একা হয়ে পড়তে পারে। অপরদিকে, বিরোধী দল বিএনপির সঙ্গে আন্দোলনরত ডান-বাম ও অনেক ছোট-বড় ভোটব্যাংকের অধিকারী ইসলামি দল কতটা রাজনীতি করতে পারবে, সেটাও এক বড় প্রশ্ন।

যদি সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের লড়াইয়ে বিএনপি ও ডান-বাম দলগুলোর রাজনীতি করার সুযোগ সংকুচিত হয়ে যায়, তাহলে রাজনীতিতে ক্রমান্বয়ে নতুন শক্তির উত্থান ঘটবে; যা 'ওয়েস্টমিনস্টার সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থায়' বিশ্বাসী বাংলাদেশের অবশিষ্ট গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চেহারাটাও বদলে দিতে পারে!

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও কলামিস্ট



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জানুয়ারী ২০২৪ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টে ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জানুয়ারী ২০২৪ সালের ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে ২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসের পারিবারিক ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে বুঝায়, যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস দাখিলকৃত আবেদনের বিষয়ে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে। আবেদনকারীর অগ্রাধিকার তারিখ এই তারিখের পূর্বেই হবে। ২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসের সার্বিক ভিসা পর্যালোচনায় দেখা যায় পারিবারিক ভিত্তিক ক্যাটাগরির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরকৃত অগ্রাধিকারঃ

প্রথম (এফ-১)ঃ আমেরিকান নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ ১ জানুয়ারী ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েরাঃ

এ. (এফ২এ)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের ছেলে ও মেয়েরাঃ নভেম্বর ০১, ২০১৯।

বি. (এফ ২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েরা (২১ বছর বা তদুর্ধবয়সী ছেলে ও মেয়েরাঃ অক্টোবর ০১, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩)ঃ আমেরিকান নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ ২২ এপ্রিল ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) ঃ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান নাগরিকদের ভাই-বোনঃ ২২ মে ২০০৭।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে এবং চাকরিভিত্তিক অগ্রাধিকার জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।



নিউইয়র্ক থেকে হোসেন আলীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে বেশ কয়েক বছর যাবত এদেশে বাস করছি। আমি বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করেছি। তারর আমি এদেশে এসে তার জন্য আবেদন করেছিলাম। এর পরে আমি বাংলাদেশ থেকে একটি ফোন পাইন এবং তখন আমি জানতে পারি যে আমার স্ত্রী বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে সে বাড়ি থেকে চলে গেছে। তারপর থেকে আমি তার আর কোন খোঁজ খবর জানিনা।

এরপরের ঘটনা হচ্ছে আমি এখানে একটি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রীর এখানে ভিসা আছে। এখানে বিয়ে করা আমার স্ত্রীর গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করলে ইমিগ্রেশন আমাকে আমার আগের স্ত্রীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছে। এদিকে আমি ডাকুযোগে ডিভোর্স লেটার্স পাই। তখন ইমিগ্রেশন থেকে আমাকে বলা হয়েছে যে নিউইয়র্কে যখন আমি বিয়ে করেছি তারপরে নাকি আমার ডিভোর্স পেপারে সই হয়েছে।

আমার দ্বিতীয় বিয়ের আগে আমি বাংলাদেশ থেকে ফোনে জেনেছি যে এখানে আমার নিয়ের তারিখের আগে সে আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে। কিন্তু ডিভোর্স পোারে সই এর তারিখ আমার দ্বিতীয় বিয়ের পরে ছিলো। এখন এই বিষয়ে আমার করণীয় কী? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি। আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

হোসেন আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

বাংলাদেশ থেকে আপনাকে আবার ডিভোর্স পেপারের কপি আনাতে হবে। এতে সই এর তারিখ যাচাই করে দেখা হবে। আপনার ডিভোর্সের আগে যদি আপনার দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে থাকে তবে আপনার দ্বিতীয় বিয়ে বৈধ হিসেবে গৃহিত হবে না।

এর কারণে হচ্ছে নিউইয়র্কে প্রথম বিয়ের ডিভোর্স না হলে দ্বিতীয় বিয়ে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। ডিভোর্স যদি বিয়ের পরে হয়ে থাকে তবে প্রথম বিকয়ের ডিভোর্স সম্পন্ন হয়ে গেলে তারপর আপনাকে আবার বিয়ে করতে হবে।

এ ব্যাপারে হয়তো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে একজন ব্যক্তির বিয়ের ডিভোর্সের কয়দিন পর দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে। হ্যাঁ এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় বা নিয়ম নাই।

আপনি যদি আপনার প্রথম স্ত্রীর জন্যে আবেদনের পরে আবার দ্বিতীয় স্ত্রীর জন্য আবেদন করে থাকেন তবে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার প্রথম বিয়ের ডিভোর্সের পরে আবার দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছে। অর্থাৎ আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার এই বিয়ে বৈধ এবং আস্থাপূর্ণ। এ জন্যে আপনাকের এ্যাফিডেভিট এবং অন্যান্য তথ্যপত্র সরবরাহ করে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার উদ্দেশ্য সৎ এবং সুন্দর। আপনার প্রথম স্ত্রী ইমিগ্রেশন থেকে কোন কাগজপত্র পান নাই- সুতরাং তার এ ব্যাপারে কোন সমস্যা হবার কথা নয়। আপনার প্রথম স্ত্রী যদি আপনার মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পান এবং আপনি যদি আবার বিয়ে করেন এবং তার গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করেন তবে আপনার প্রথম স্ত্রীর জন্য করা গ্রিনকার্ডের আবেদন উইথড্র করতে হবে। আর যদি এটার কাজ সম্পন্ন না হয়ে থাকে তবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কাগজপত্রসহ আলোচনা করতে পারেন। যদি আপনার সাথে সাক্ষাতে কথা বলে এবং তথ্যপত্র পর্যালোচনা করে। আপনার করণীয় সম্পর্কে সুপরামর্শ দিতে পারবেন। প্রয়োজনবোধে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

গাজায় যেভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মৃত্যু ঘটছে

॥ মোহাম্মাদ এলবারাদি ॥

শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ বাদ দিয়ে সামরিক সংঘাতই এখন দেশের সঙ্গে দেশের (যেমন: রাশিয়া ও ইউক্রেন) এবং দেশের ভেতরের বিবদমান পক্ষগুলোর (যেমন: ইয়েমেন ও সুদান) মতবিরোধ নিষ্পত্তির মোক্ষম পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নেতৃত্বাধীন বহুপক্ষীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা একেবারে অপ্রাসঙ্গিকতার দিকে চলে যাচ্ছে।

২০২০ সালে কোভিড-১৯ আঘাত হানার পর যে বিশৃঙ্খলা ও দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা দেখে মনে আশা জেগেছিল। মনে হয়েছিল, এই বৈশ্বিক ট্র্যাজেডি থেকে এবার হয়তো কোনো আশাবহ কিছু বেরিয়ে আসবে। অল্প সময়ের জন্য হলেও এটিকে সম্ভব বলে মনে হয়েছিল। করোনার সময় আমাদের সবার ওপর যে নাজুক অবস্থা নেমে এসেছিল এবং আমরা যেভাবে পারস্পরিক সহমর্মিতা দেখিয়েছিলাম, তা আমাদের ভৌগোলিক সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক সংহতি প্রকাশের একটি সুযোগ করে দিয়েছিল। ওই সময় আমাদের সাধারণ সংহতিকে মনে করিয়ে দেওয়ার স্মারক হিসেবে মহামারিটি ভূমিকা রেখেছিল।

এখন আমি ভাবি, ওই সময় আমার আশা করাটাও ভুল ছিল কি না। কারণ, যেই মাত্র মহামারি চলে গেল, অমনি আমরা আবার আগের চেহারায় ফিরে গেলাম। আমাদের সংহতি-সহমর্মিতার পাঠ আবার উবে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার সবগুলো না হলেও অনেকগুলোই ভেঙে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে।

শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ বাদ দিয়ে সামরিক সংঘাতই এখন দেশের সঙ্গে দেশের (যেমন: রাশিয়া ও ইউক্রেন) এবং দেশের ভেতরের বিবদমান পক্ষগুলোর (যেমন: ইয়েমেন ও সুদান) মতবিরোধ নিষ্পত্তির মোক্ষম পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নেতৃত্বাধীন বহুপক্ষীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা একেবারে অপ্রাসঙ্গিকতার দিকে চলে যাচ্ছে।

এখন বৈশ্বিক উত্তর এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের বৈষম্যের ব্যবধান আরও চওড়া হয়েছে। বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর বেশির ভাগই ঋণের বোঝায় দিন দিন নুয়ে পড়ছে। এর ফলে দারিদ্র্য বেড়েছে। অভিবাসন বেড়েছে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের বীজ রোপিত হয়েছে।

জনতুষ্টিবাদ ও কর্তৃত্ববাদের বাড়বাড়ন্তর সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর আক্রমণ তীব্র হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্রুত যেন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমা এবং আরব ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। গাজার নারকীয় অবস্থা দেখে পশ্চিমা ও আরব জনগণ তাদের নেতাদের প্রতিও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। তাদের দেশের শহরের রাস্তায় রাস্তায় নেতাদের প্রতি ক্রোধে ভরা বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে।

সবকিছু যেন বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে আগের চেয়ে নাজুক করে ফেলছে। তবে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধ বিশ্বব্যবস্থার জন্য চরম আঘাত হয়ে নেমে এসেছে।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের চরম লঙ্ঘন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাদানের বিশ্বাসের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। এটি আমরা প্রথমে ইসরায়েলে (৭ অক্টোবর হামাসের হামলায়) দেখেছি। এখন গাজায় দেখছি। দুটি জায়গাতেই আমরা মানবতার চরম অপমান দেখতে পেয়েছি।

এই ঘৃণ্য কাজগুলোকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কৌঁসুলির অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে থাকা উচিত। এই জঘন্য কর্মকাণ্ডকে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ায় আমলে নেওয়া উচিত। আমরা যে অন্ধকার গহ্বরের অতলে পতিত হচ্ছি, সেই পতনকে এখনই থামাতে হবে।

আত্মরক্ষার অধিকার সংকুচিত করা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরাপত্তা পরিষদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর মতো আন্তর্জাতিক নীতিবিরোধী কাজ সভ্য দুনিয়ায় অকল্পনীয়। কিন্তু সেটিই ঘটেছে। গাজার মাটিতে দাঁড়িয়ে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন মানবিক কর্মকর্তারা হতাশা প্রকাশ করতে 'দুনিয়ার নরক' এবং 'মানবতা বিদায় নিয়েছে'র মতো বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। তাঁদের সেই হাহাকার ধ্বনি খুব লোকই শুনেছে বলে মনে হচ্ছে।

পশ্চিমা এবং আরব ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। গাজার নারকীয় অবস্থা দেখে পশ্চিমা ও আরব জনগণ তাদের নেতাদের প্রতিও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। তাদের দেশের শহরের রাস্তায় রাস্তায় নেতাদের প্রতি ক্রোধে ভরা বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে এবং বিশ্বের ছোট ছোট শহরে সেসব বিক্ষুব্ধ ভাষণ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এসব দেখে মনে হচ্ছে, কয়েক দশক ধরে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার সেতু নির্মাণের যে প্রচেষ্টা জারি ছিল, তা একেবারে ভেস্তে গেছে।

এ ছাড়া আরব ও মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমা মূল্যবোধ ও নীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। আন্তর্জাতিক আইন ও প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ–এসবে মুসলিম বিশ্ব এখন আর আস্থা রাখতে পারছে না।

আরব ও মুসলিম বিশ্ব মনে করছে, পশ্চিমারা নিজেই দেখাচ্ছে যে পৈশাচিক পাশবিকতায় তারা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। তাঁরা মনে করছেন, যেন গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও উদার মূল্যবোধ একসময় আরব বসন্তকে উদ্দীপ্ত করেছিল, সেসব আসলে পশ্চিমা আধিপত্যের হাতিয়ার।

এই অনাস্থা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

● মোহাম্মাদ এলবারাদি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) ইমেরিটাস মহাপরিচালক। তিনি আইএইএর সঙ্গে যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত, স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট



বিএনপি এখন কী করবে

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

গত প্রায় মাস ছয়েক ধরে আরো অনেক মানুষের মতো আমিও ভাবছি যে, শেষ পর্যন্ত বিএনপির কী হবে। আওয়ামী লীগ একটি নির্বাচন করে ফেলবে এবং সেটি কেউ ঠেকাতে পারবে না এটি বিএনপি যেমন জানত তদ্রুপ আওয়ামী লীগ করেন না এমন লোকজনও জানতেন। কেবল আওয়ামী লীগের বুদ্ধিমান লোকগুলো এবং ইউরোপ-আমেরিকার রাষ্ট্রদূতরা ভাবতেন যে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হবে না। কেউ কেউ আরো একটু এগিয়ে বলার চেষ্টা করতেন যে, যদিও বা নির্বাচন হয় সে ক্ষেত্রে সরকার বড়জোর মাসখানেক টিকবে।

নির্বাচন নিয়ে আমি বা বিএনপির লোকজন যা ভেবেছিল বাস্তবে তার চেয়েও খারাপ কিছু ঘটেছে। আমার আশঙ্কা ছিল, এবারের নির্বাচন ২০১৪ বা ২০১৮ সালের মতো হবে না। ডামি প্রার্থী-ডামি ভোটার-ডামি ফলাফল নিয়ে আমি গত ছয় মাস ধরে যেমন আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলাম বাস্তবে এসে তা এতটা লেজেগোবরে হয়ে পড়বে এবং সারা দুনিয়ায় ডামির দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে তা আমার চিন্তার মধ্যে ছিল না। আমি মনে মনে উগান্ডার কথা ভাবতাম। সেখানে ১৯৮৬ সাল থেকে একজন স্বৈরশাসক বারবার ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে আজ অবধি ক্ষমতায় টিকে আছেন। প্রায় একই অবস্থা কঙ্গো এবং তানজানিয়ায় ঘটে চলেছে। আফ্রিকার যে দেশগুলোতে দীর্ঘমেয়াদে স্বৈরশাসন চলছে সেখানে আমেরিকা-ইউরোপ শত চেষ্টা করেও স্বৈরশাসকদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। উল্টো ওসব দেশের সরকার দ্বারা পশ্চিমারা নানাভাবে নাজেহাল ও নিগৃহীত হয়ে আসছে যুগের পর যুগ ধরে।

উল্লিখিত বিষয় নিয়ে যে চিন্তাভাবনা করছিলাম তা আমি অথবা আমার আশপাশের লোকজন টের না পেলেও সামাজিক মাধ্যমগুলোর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি ঠিকই টের পেয়ে যায়। ফলে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ঢুঁ মারতে গেলেই আফ্রিকার তামাম স্বৈরশাসকের ভিডিও এবং তাদের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি আমার কাছে চলে আসে। ওগুলো দেখতে দেখতে আমি যেমন স্বৈরশাসক বিশেষজ্ঞ হয়ে যাচ্ছি তদ্রুপ স্বৈরশাসনের কবলে পড়লে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কী অবস্থা হয় তা তথ্যপ্রমাণসহ বিলক্ষণ বুঝতে পারছি, আর সেই বোধ-বুদ্ধি থেকেই বিএনপির করণীয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনার সুযোগ পাচ্ছি। আজকের শিরোনাম নিয়ে যখন লিখছি তখন বাংলাদেশে বেলা ২টা বেজে গেছে। ২০২৪ সালের ১৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার বাংলাদেশে বসে বিএনপির করণীয় নিয়ে কোনো কিছু লিখা সত্যিকার অর্থেই কঠিন ও দুরূহ বিষয়। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে ৯৯ শতাংশ মানুষ গোলআলু বা পটোল মার্কা চিন্তা করে থাকে, ইংরেজিতে বলা হয় ভেজিটেবল থিংকিং। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে দর্শন রয়েছে সেখানে ভেজিটেবল পিউপিল বা সবজি মার্কা লোকজন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওরা জন্ম নেয় কেবল মরে যাওয়ার জন্য। বেঁচে থাকে খাওয়ার জন্য এবং মরে যাওয়ার পর দুনিয়া থেকে এতটা রিক্ত নিঃস্ব ও কৃপণ অবস্থায় কবরে চলে যায় যে, নিজেদের নামটি পর্যন্ত দাফন হয়ে যায়। ফলে কবর চাপা খাওয়ার পর ওই নামে যে পৃথিবীতে কোনো মানুষ ছিল তা নিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের কোনো আগ্রহই থাকে না।

আলু-পটোল মার্কা লোকজনের বাইরে ১ শতাংশ লোক আছেন যারা নিজেদের বাইরে গিয়ে অন্যের কথা চিন্তা করেন এবং নিজেরা না খেয়ে অন্যদের খাওয়ানোর চেষ্টা করেন আর এই লোকগুলোকেই বলা হয় নেতা। সারা বাংলাদেশের ৩৫ শতাংশ মানুষ বিএনপির সমর্থক হলেও প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে খুবই অল্প। বিরূপ পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে মহব্বত বাড়ে, সম্প্রীতি সৃষ্টি হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে গিয়ে আলু-পটোল মার্কা লোকের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ সৃষ্টি হয়ে যায় যা ক্ষেত্রবিশেষে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক পর্যন্ত হয়ে থাকে। গত সেই ২০০৭ সাল থেকে আজ অবধি বিএনপির ওপর যে জুলুম নির্যাতন চলছে তাতে করে বিএনপির আলু-পটোলের ৪৯ শতাংশ মানুষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করেছে। অন্য দিকে তাদের প্রতিপক্ষের অবস্থা সমানুপাতে বেহাল হয়ে পড়েছে। লোভ-লালসা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, অলসতা ও মেদভুঁড়ির কবলে পড়ে অনেক নেতা আলু-পটোলে পরিণত হয়েছেন।



গত ৭ জানুয়ারীতে যে ডামি মামী-স্বামীর ত্রিমাত্রিক সার্কাস হয়ে গেল সেখানে বিএনপি নেতাকর্মীরা যেভাবে সাধারণ মানুষকে সার্কাস থেকে দূরে রাখতে পেরেছে তা রীতিমতো নজিরবিহীন।

আজকের শিরোনাম নিয়ে যখন লিখছি তখন বাংলাদেশে বেলা ২টা বেজে গেছে। ২০২৪ সালের ১৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার বাংলাদেশে বসে বিএনপির করণীয় নিয়ে কোনো কিছু লিখা সত্যিকার অর্থেই কঠিন ও দুরূহ বিষয়। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে ৯৯ শতাংশ মানুষ গোলআলু বা পটোল মার্কা চিন্তা করে থাকে, ইংরেজিতে বলা হয় ভেজিটেবল থিংকিং। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে দর্শন রয়েছে সেখানে ভেজিটেবল পিউপিল বা সবজি মার্কা লোকজন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওরা জন্ম নেয় কেবল মরে যাওয়ার জন্য।

সাধারণত দীর্ঘদিন কোনো দেশে স্বৈরশাসন চললে জনগণের মধ্যে দুই ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। স্বৈরশাসন যদি খুবই স্মার্টভাবে চলে তবে জনগণের মধ্যে প্যাথলজিক্যাল বিবর্তন ঘটে যায়। অর্থাৎ জনগণের রক্ত-মাংস থেকে গণতন্ত্রের কিছু উপাদান তিরোহিত হয়ে যায় এবং তারা স্বৈরশাসক ও স্বৈরশাসনের অনুরক্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার কথা বলা যেতে পারে। ওসব দেশে পশ্চিমা ফর্মুলার গণতন্ত্র নেই বটে কিন্তু জবাবদিহিতা-সুশাসন-ন্যায়বিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা পশ্চিমাদেরও ছাড়িয়ে গেছে। ভোগবাদী সমাজ-বন্ধনহীন পরিবার, আনন্দ-স্ফূর্তির অবাধ আয়োজন এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে যোগ্যতা অনুযায়ী আয়-রোজগার এবং খরচ করার অবাধ স্বাধীনতা থাকার কারণে নির্বাচন রাজনীতি নিয়ে মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের বেশির ভাগ লোক মাথা ঘামায় না।

দ্বিতীয়ত, যেসব স্বৈরশাসক মোটা মাথার অধিকারী এবং কলহপ্রিয় হিংসুটে প্রকৃতির হয় সেখানে গেরিলা যুদ্ধ-সামরিক অভ্যুত্থান এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশী আক্রমণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফিলিপাইনের মার্কোস, রুমানিয়ার চসেস্কু, ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো থেকে শুরু করে মিসরের হোসনী মোবারকের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ তারা দীর্ঘদিন শাসন করার পরও মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর তুরস্ক কিংবা স্পেন ভেনিজুয়েলা, কিউবা, চিলির মতো দেশের জনগণের রক্ত-মাংসের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। ফলে সময়ের বিবর্তনে তাদের নির্মম পতন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

যেসব দেশের স্বৈরশাসন জনগণের রক্ত-মাংসে পরিবর্তন আনতে পারে না সেসব দেশের প্রধান উপসর্গ হলো রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সবাই হররোজ দিনরাত উঠতে বসতে মিথ্যা কথা বলে। তারা অহঙ্কারি এবং ভণ্ড। তারা দুইভাবে দুর্নীতি করে এবং ১০ হাতে দুর্নীতির অর্থ অপচয় করে। ছলচাতুরী জুলুম অত্যাচার গুম খুনের কোনো নীতিমালা থাকে না। যখন তখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই স্বৈরশাসকরা তাদের অত্যাচার আপন পর, দল বিদল সবার উপর সমানতালে চালাতে থাকে। ফলে তাদের চরিত্র সবার কাছে বিষধর সাপের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় একান্ত নিজস্ব লোকের মধ্যে তাদের শত্রু তৈরি হয়ে যায় এবং নির্মম পতন অনিবার্য করে তোলে।

আফ্রিকার কয়েকটি দেশের উল্লিখিত প্রকৃতির স্বৈরশাসন চলছে যেখানে গেরিলা যুদ্ধ সামরিক অভ্যুত্থান, পার্শ্ববর্তী দেশের আক্রমণ ইত্যাদির কারণে ঘনঘন স্বৈরশাসকের পতন ঘটছে এবং নতুন স্বৈরশাসকের উত্থান হচ্ছে। অন্য দিকে তানজানিয়া, জিম্বাবুয়ে, উগান্ডা প্রভৃতি দেশে স্বৈরশাসন চললেও একটি প্যান আফ্রিকান জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে এবং স্বৈরশাসক সাধারণ জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। উগান্ডার মুসোভেনি, তানজানিয়ার সামিয়া সুলুহু হাসান, রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামের মতো নেতারা সকাল বিকাল ইউরোপ আমেরিকাকে টেক্কা দিয়ে নিজ দেশে সম্মান ও মর্যাদার সাথে টিকে রয়েছেন। কারণ তারা মোটা মাথার স্বৈরশাসকদের মতো আচরণ করেননি।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষাপট এবং ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের মানুষ তাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গাগুলোতে বিএনপিকে যেভাবে স্থান দিয়েছে অমনটি অতীতকালে কোনো রাজনৈতিক দলকে দেয়নি। দ্বিতীয়ত, বিএনপির প্রতিদ্বন্দ্বীরা শত চেষ্টা করেও জনগণের প্যাথলজিক্যাল বিবর্তন ঘটাতে পারেনি। অধিকন্তু কোটি কোটি মানুষের দীর্ঘশ্বাস বদদোয়া এবং ঘৃণার ফলে টাউট বাটপাড়ির রাজনীতি হালে পানি পাচ্ছে না। ফলে রাজনীতির অঙ্গনে স্বৈরাচার ক্রমে অবস হচ্ছে এবং গণতন্ত্রের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। যা অনাগত দিনে বিএনপির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে চলেছে।

আমরা আজকের আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এবার শিরোনাম প্রসঙ্গে কিছু বলি। চলমান পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে বিএনপির কী করা উচিত এমন প্রশ্নের জবাবে বলব, বিএনপির উচিত বিএনপির মতো কাজ করে যাওয়া। কোনোমতেই আওয়ামী ফাঁদে পা না দেয়া, আওয়ামী লীগকে অনুসরণ না করা এবং নরম মনের অনভিজ্ঞ শুভার্থীদের পরামর্শ পরিহার করা। আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডের দিকে যত কম নজর দেয়া যায় ততই বিএনপির জন্য কল্যাণকর এমন মতবাদ দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রচার করা। দলের নীতি-আদর্শ লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকা এবং মারাত্মক কিছু না হলে- সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করা। বিএনপির স্লোগান হওয়া উচিত দেশকে ভালোবাস-বিএনপি করো। নইলে আওয়ামী লীগ করো। অতীত ভুলভ্রান্তি খুঁজে বের করা এবং দল যখন ক্ষমতায় ছিল তখন সেসব ভুলভ্রান্তি অপরাধ দুর্নাম বদনাম মানুষকে আহত করেছিল সেসব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করে জনগণকে আশ্বস্ত করা যে, অনাগত দিনে রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে অতীতের ভুলগুলো সংশোধন করা হবে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিএনপিকে অবশ্যই লোক হাসানো কর্মকাণ্ড পরিহার করতে হবে। দলীয় নেতৃত্বে শিক্ষিত সজ্জন এবং সাহসী লোকদেরকে স্থান করে দিতে হবে। মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত পদে মনোনয়ন না দিলে সাধারণ নেতাকর্মীদেরকে অনুপ্রাণিত করে দলের পক্ষে ধরে রাখা যাবে না। অর্থনীতি কূটনীতি এবং মাঠের রাজনীতি আলাদা করতে হবে। প্রশাসন পেশাজীবী এবং ধর্মীয় নেতাদের সাথে দলের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত লোকদের নিয়োগ না দিলে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসবে না। সর্বোপরি বিএনপির রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যেসব ভালো কাজ করছে সেগুলোর তুলনায় অধিকতর ভালো কাজ করার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদেরকে দায়িত্ব দিতে হবে। প্রবল গতিতে জনসংযোগ এবং প্রচার প্রপাগান্ডায় ঝড়ের গতি আনতে হবে। গুজব, মিথ্যা স্বপ্ন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষের উপর নির্ভরতা পরিহার করে কাঙ্ক্ষিত সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

তাইওয়ানের গণতান্ত্রিক নির্বাচন

মো: বজলুর রশীদ

দক্ষিণ চীন সাগরকে প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক প্রবেশপথে অবস্থিত তাইওয়ান একটি পাওয়ার হাউজ। এটি সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের আবাসস্থল যা মূল্যবান মাইক্রোচিপ তৈরি করে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রাণশক্তি স্মার্টফোন এবং গাড়ি থেকে শুরু করে ক্ষেপণাস্ত্র পর্যন্ত অনেক উচ্চ প্রযুক্তির ডিভাইসে এই চিপ শক্তি জোগায়। তাইওয়ান বিশ্ব অর্থনীতি ও ভূরাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাইওয়ান ও চীন ১৮০ কিলোমিটার বা ১১০ মাইল প্রশস্ত প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। প্রণালীটি ভূকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গত ১৩ জানুয়ারী তাইওয়ানে রাষ্ট্রপতি এবং আইনসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ইউয়ানে ৭৩ আসন, আদিবাসী এলাকায় ছয় আসন, দলীয় ৩৪ আসন নিয়ে আইনসভার ১১৩টি আসন।

প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন ডিপিপি, ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টির প্রার্থী উইলিয়াম লাই। তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করছেন এবং ব্যাপক রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি নিজেকে 'তাইওয়ানের স্বাধীনতার কর্মী' বলে অভিহিত করেন। তিনি দেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি, তার মতে- তাইওয়ান ইতোমধ্যে এক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অপ্রয়োজনীয়। তার দল ডিপিপি চীনের 'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' মডেল প্রত্যাখ্যান করেছে। বেশির ভাগ জনগণ চীনের সাথে সামরিক সংঘর্ষ এড়িয়ে প্রকৃত স্বাধীনতার রাজনৈতিক স্থিতি বজায় রাখা পছন্দ করেন। যারা তাইওয়ানকে চীনের অংশ হিসেবে দেখেন এবং নামমাত্র একত্রীকরণ সমর্থন করেন তারা প্রার্থীদের জানিয়েছেন, চীন আক্রমণ করবে না এমন কথা তাদের দিতে হবে। চীনাপন্থী ও চীনবিরোধী উভয় শিবিরকে তাদের কড়া বার্তা দেয়া হয়েছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং অর্থনীতির কোনো ক্ষতি না হয় তারা সেটি নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বাইরের কোনো শক্তি তাইওয়ান প্রণালীতে ঘাঁটি করে কোনো ইউক্রেন, সিরিয়া বা লেবাননে পরিণত না করুক জনগণ তাও প্রত্যাশা করেন।

তাইওয়ানের রাজনীতি ও নির্বাচনে পার্টি এফিলিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাইওয়ান একটি কর্তৃত্ববাদী একদলীয় রাষ্ট্র থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিকশিত হয়েছে। ভোটের আগে চেংচি বিশ্ববিদ্যালয় এক জরিপ চালিয়ে দেখেছিল, ডিপিপি প্রায় ৩০ শতাংশ, কেএমটি প্রায় ২০ শতাংশ এবং টিপিপি ১২ শতাংশ ভোটার সমর্থক রয়েছেন। ৪০ শতাংশ ভোটার কোনো পক্ষেই মত দিতে অস্বীকার করেন। এরকম দু'টি জরিপে অর্ধ শতাংশ নিরপেক্ষ দেখানো হয়েছে। ডিপিপি ও কেএমটি স্বতন্ত্র ভোটারদের কাছে আবেদন না করে পার্টি লাইন ব্যবহার করেছেন এবং জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমর্থক ছিল না। নির্বাচনী ভোট গণনায় জরিপের অনেক দিক প্রতিফলিত হয়েছে। ডিপিপির লাই ৫.৫ মিলিয়ন বা ৪০.০৫ শতাংশ, কেএমটির হাউ ৪.৬ মিলিয়ন বা ৩৩. ৪৯ শতাংশ, টিপিপির কো ৩.৬ মিলিয়ন বা ২৬.৪৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। ২০২০ সালে ডিপিপি ৮.১৭ মিলিয়ন ভোট পেয়েছিল, যা ৫৭.১৩ শতাংশ। কেএমটি ৩৮.১৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সে তুলনায় এবারের ভোট অনেক কম। নির্বাচনে পরাজয় স্বীকার করে কেএমটির হাই এবং টিপিপির কো ওয়েন উইলিয়াম লাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।



ডিপিপির জন্য যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আইন সভায় সংখ্যগরিষ্ঠতা হারানো। তাইওয়ানের এক সাংবাদিক বলেছেন, 'ডিপিপির উইলিয়াম লাই যখন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিচ্ছেন তখন তার পিঠের পেছনে একটি হাত বাঁধা থাকছে।' জনাব লাই তার ভাষণে সবাইকে দেশের জন্য আইনসভায় এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

কেএমটি এবং টিপিপি উভয়ের যৌথ ভোট ৮.২ শতাংশ, যা ডিপিপি অর্জনের চেয়ে ২.৭ শতাংশ বেশি। তাই ডিপিপির আইনসভায় টিকে থাকা কঠিন হবে যদি উভয় দল মিলে যায়। উভয় দলের রাজনৈতিক মতাদর্শে অনেক মিল রয়েছে। প্রধান বিরোধী দল কেএমটি তো তাইওয়ানের স্বাধীনতারই বিরোধী। এটি চীনের জন্য একটি বড় বিজয়। তবে চীন মনে করেছিল কেএমটি এবার ডিপিপিকে পরাজিত করবে তা না হওয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে তাইওয়ানকে চীনের সাথে সংযুক্তকরণ প্রক্রিয়া অনেক কঠিন হয়ে গেল।

অনেকেই বিশ্লেষণ করেছেন, সামগ্রিকভাবে তাইওয়ানের সামনে কয়েকটি বড় সমস্যা রয়েছে যেমন- চীনের সাথে রাজনৈতিক ও সামরিক ইস্যুগুলো মোকাবেলা, প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা, অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, ২৩ মিলিয়ন জনসংখ্যার স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, কর কমানো। ডিপিপির কর্মদক্ষতা কতটুকু এসব সমস্যা দূরীভূত করতে সক্ষম হবে সে বিষয়ে জনগণের বিরাট অংশ এখন সন্দিহান। ডিপিপির সাই ইং ওয়েনের ১০ বছরের আমলেই এ বিষয়গুলো কঠিন থেকে জটিল হয়ে ওঠে।

পিপলস পার্টি পুরোপুরি চীনপন্থী। তাদের মতে, চীনের ছায়া তাইওয়ানের জন্য মঙ্গল আর কেএমটি বা কুওমিনটাংয়ের নীতি 'ভারসাম্যে' নিজের স্বাধীনতা অটুট রেখে চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখায় বিশ্বাসী।

মঙ্গলবার, ৯ জানুয়ারি ২০২৩, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং নির্বাচন লক্ষ্য করে এক ভাষণে বলেন, 'পুনরেকত্রীকরণ অনিবার্য'। তিনি বলেন, 'মাতৃভূমি চীন ও তাইওয়ান অবশ্যই একীভূত হবে।' ইংরেজি বর্ষের শুরুতেও প্রেসিডেন্ট শি অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছিলেন। চীন নিশ্চিত যে, আলোচনায় 'শান্তির সাথে' অথবা 'যুদ্ধের মাধ্যমে' তাইওয়ানকে যুক্ত করতে হবে। এর মধ্যে যদি কখনো তাইওয়ান স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় তবে সাথে সাথেই প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হবে। চীনের সামরিক দফতর বলেছে, এমন কোনো যুদ্ধে আধা ঘণ্টার মধ্যে তাইওয়ান দখল হবে এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলার মুখোমুখি হবে দেশটি, যা চীন চায় না।

তাইওয়ানের স্বায়ত্তশাসনের স্টেটাসকে পুঁজি করে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে সমরযান, সমরাস্ত্রের জোগান দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আসলে এটি চীনকে এক দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে ফেলে আর্থিক ও সামরিকভাবে দুর্বল করার প্রচেষ্টা। যেমনটি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে ব্যবহার। চীনকে দুর্বল করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ান ও ভারতকে ব্যবহার করতে চায়। নির্বাচনের পরপরই বাইডেন, ১৪ জানুয়ারি বলেছেন, 'তাইওয়ানের স্বাধীনতা যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে না।' তথাপি বাইডেন ইতোমধ্যে ৮০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কেনার একটি গ্র্যান্ট স্বাক্ষর করেছেন। চীন বলেছে, আমেরিকা স্বাধীন তাইওয়ান ধারণায় বিশ্বাসী নয় এবং এক চীননীতির সমর্থক অথচ সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করছে। তাইওয়ান এরই মধ্যে ১৪ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের আদেশ দিয়েছে। গত ৪০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র এই কাজ করে চলেছে। আমেরিকার করদাতাদের অর্থ দিয়ে ফরেন মিলিটারি ফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় অর্থ দিয়ে বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করছে। যার মধ্যে ইসরাইল ও মিসর রয়েছে।

তাইওয়ানের প্রধান সামরিক অংশীদার বেইজিং এবং ওয়াশিংটন উভয়ই নির্বাচনটি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল, কারণ দু'টি পরাশক্তি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে প্রভাবের জন্য লড়াই করছে। এখন তাইওয়ান ইস্যুতে বেইজিং চাপ বাড়াবে এবং আন্তঃরাষ্ট্র উত্তেজনা বাড়তে থাকবে। তেমন পরিস্থিতিতে লাই হয়তো ১৯৯২ সালের ঐকমত্য বা বিকল্প কিছু নিয়ে আন্তঃরাষ্ট্র সংলাপ স্থগিত করবেন, ফলে তাইওয়ান প্রণালীতে উত্তেজনা বাড়বে। তা ছাড়া মি. লাই প্রতিরক্ষা ব্যয় এবং অস্ত্র ক্রয় বাড়ানোর জন্য ডিপিপির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ভয়ানক চাপের সম্মুখীন হবেন, অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবেন। তাইওয়ানের রিজার্ভ বাহিনী পুনর্গঠিত করার প্রচেষ্টাও বিরোধিতার মুখে পড়বে।

প্রেসিডেন্ট লাই দ্বীপটিকে চীনের 'ভীতি প্রদর্শন' থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নির্বাচনের আগে বেইজিং উইলিয়াম লাইকে 'গুরুতর বিপদ' বলে অভিহিত করেছিল। তিনি বিজয় বক্তৃতায় বলেছিলেন, তিনি তাইওয়ান প্রণালীতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখবেন এবং চীনা যুদ্ধের হাত থেকে দ্বীপকে রক্ষা করবেন। তিনি বলেন, 'আমরা তাইওয়ানকে চীনের ক্রমাগত হুমকি ও ভীতি থেকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

চীন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাইওয়ানের ওপর সামরিক চাপ বাড়িয়েছে। চীনা যুদ্ধবিমান এবং নৌজাহাজগুলো তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা কাঠামো প্রায় প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করে। চীনের সামরিক বাহিনী নির্বাচনের আগের রাতেই বলেছিল যে তারা 'তাইওয়ানের স্বাধীনতার সব প্রচেষ্টা দৃঢ়ভাবে চূর্ণ করার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা প্রস্তুত করে রেখেছে।'

জনাব লাই নির্বাচনের পর বলেন, 'নির্বাচন প্রভাবিত করার বহিরাগত শক্তির প্রচেষ্টা সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে।' ফলাফল প্রকাশের পরপরই তাইওয়ানে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ সহ্য করা হবে না মর্মে বেইজিং শনিবার রাতে (১৩ জানুয়ারি) এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে। বেইজিং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তাইওয়ান ডেস্কের কর্মকর্তা চেন বিনহুয়া বলেন, 'আমরা ১৯৯২ সালের ঐকমত্য মেনে চলব যা এক চীন নীতিকে মূর্ত করে এবং 'তাইওয়ানের স্বাধীনতা' এবং বিদেশী হস্তক্ষেপসহ সব বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের দৃঢ় বিরোধিতা করব।' তিনি আরো বলেন, 'এই নির্বাচন আন্তঃপ্রণালী সম্পর্কের মৌলিক ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তন করবে না।' বিবৃতিতে আরো বলা হয়, নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে যে, ডিপিপি মূলধারার জনমতের প্রতিনিধিত্ব করছে না।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার









কামালী-মইনুলের নেতৃত্বে পূর্নাঙ্গ কমিটি

(শেষের পাতার পর)

সম্পাদক মইনুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে এসোসিয়েশনের পাল্টা পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোণা দেয়া হয়েছে। এতে মোহাম্মদ শাহীন কামালী-কে সভাপতি ও মইনুল ইসলাম-কে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। গত ১৫ জানুয়ারী সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় জালালাবাদ ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বলেন, আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন ২০২২ সালের নির্বাচনে আমাদের একমাত্র এজেন্ডা ছিল জালালাবাদবাসীর হৃদয়ের গহীনে লালিত দীর্ঘ ৩৮ বছরের 'স্বপ্ন' একটি নিজস্ব ভবন ক্রয় করা। আজ আমরা যেখানে বসে আছি এটাই জালালাবাদবাসীর স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন এবং দৃশ্যমান জালালাবাদ ভবন। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের স্বপ্নের জালালাবাদ ভবন ক্রয়কে কেন্দ্র করে সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ দ্বিধাবিভক্ত। এটা আপনাদের কারো অজানা নয়। কিন্তু এসব কাটিয়ে উঠে সংগঠনকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান কার্যকরী কমিটি এবং জালালাবাদবাসীর সহযোগিতায় আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমান কমিটির কিছু সংখ্যক সদস্যের অসহযোগিতা, সংগঠনের প্রতি অনীহা ও পরপর তিনের অধিক সভায় অনুপস্থিতির কারণে সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের আগামী দিনের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে আমরা শূন্য পদসমূহ পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা মনে করছি।

মইনুল ইসলাম আরো বলেন, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় বহিষ্কৃত সভাপতি বদরুল খান বিগত ২০২৩ সালের ১০ ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলনের নামে জালালাবাদ ভবন নিয়ে যে মিথ্যাচার করেছেন এতে সাধারণ জালালাবাদবাসীকে হেয় প্রতিপন্ন এবং আমাদের প্রিয় সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমরা এই ষড়যন্ত্রমূলক, ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। এ ভবন জালালাবাদবাসীর দীর্ঘ ৩৮ বছরের স্বপ্নের প্রতীক্ষার ফসল। জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অনেকেই ভবন ক্রয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তাদের মেধা,শ্রম ও অর্থ দিয়ে পরলোকে চলে গেছেন। আমি তাদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। মহান আল্লাহর কাছে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। তিনি আরো বলেন, আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আপনাদের জানাতে চাই প্রিয় জালালাবাদবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এবং আমার সহকর্মীদের সহযোগিতায় স্বপ্নের জালালাবাদ ভবনকে অক্ষত ও মর্টগেজমুক্ত করবো ইনশাল্লাহ। আমি আরো দৃঢ়তার সঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই জালালাবাদ ভবন নিয়ে বহিষ্কৃত সভাপতি বদরুল খান কখনো ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে পারবে না। প্রিয় জালালাবাদবাসী আপনাদের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মইনুল ইসলাম বলেন, জালালাবাদবাসীর স্বপ্ন 'জালালাবাদ ভবন' হয়েছে, আছে এবং থাকবে। কতিপয় ব্যক্তি অহেতুক ও হিংসার বশবর্তী হয়ে জালালাবাদ ভবনের নামে ফোরক্লোজারের অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। তাদের অপপ্রচারে কোন লাভ হবে না। তিনি বলেন, জালালাবাদ ভবনের আয় থেকেই মর্টগেজ পরিশোধ করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে সকল কাগজপত্র তাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।

সংবাদ সম্মেলনের পর জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র 'শাহীন কামালী-মইনুল ইসলাম' নেতৃত্বাধীন অংশের পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়। তাদের দাবী তাদেও কমিটির শূন্য স্থান পূরণ করে নতুন কমিটি করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের সঞ্চালনায় শূন্য পদের নতুন কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন সংগঠনের সাবেক কর্মকর্তা সৈয়দ জুবায়ের আলী। এসময় সৈয়দ জুবায়ের আলী বলেন, এখন থেকে শাহীন কামালী জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র সভাপতি। পরে সভাপতি হিসেবে শাহীন কামালী নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। পূর্ণাঙ্গ কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- শাহীন কামালী, সহ সভাপতি- দুরুদ মিয়া রনেল (সিলেট), সহ সভাপতি- মোহাম্মদ মনির উদ্দিন (সুনামগঞ্জ), সহ সভাপতি- শেখ জামাল হোসাইন (হবিগঞ্জ), সহ সভাপতি- বসির খান (মৌলভীবাজার), সাধারণ সম্পাদক- মইনুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক- আতাউল গনি আসাদ, কোষাধ্যক্ষ- মইনুজ্জামান চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক- ইফজাল আহমদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক- সাহিদুল হক রাসেল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আব্দুল এম চৌধুরী উমেল, আইন বিষয়ক সম্পাদক- তেওয়ান এম এ মোতাচ্ছির, ক্রীড়া সম্পাদক- আল মোস্তাজাব, মহিলা সম্পাদিকা- সুতিপা চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জয়নাল উদ্দিন, কার্যকরী সদস্য- হেলিম উদ্দিন (সিলেট), জামাল আহমেদ (সুনামগঞ্জ), মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ (হবিগঞ্জ) ও মিজানুর রহমান (মৌলভীবাজার)।

সংবাদ সম্মেলনে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনের সাবেক কর্মকর্তাদের মধ্যে সংগঠনের সাবেক সভাপতি এম এ কাইয়্যূম, সৈয়দ শওকত আলী ও আজিমুর রহমান সাবু, কাতার জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী সদস্য শাহ মিজানুর রহমান, গোলাপগঞ্জ সোসাইটির সভাপতি এবাদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক কর্মকর্তা হেলিম উদ্দিন, মহি উদ্দিন, এনায়েত হোসেন জালাল, এমএ করিম, বিলাল চৌধুরী, রুবেন মিয়া, আতিকুল ইসলাম জাকির, আব্দুল হান্নান দুখু, আবু তালহা, হুমায়ুন চৌধুরী, মেহরাজ ফাহিম, মখন মিয়া, বদরুল উদ্দিন, আব্দুর রহিম, নজরুল ইসলাম, আবুল খায়ের, মনজু মিয়া, সৈয়দ লোকমান, শাহ নেওয়াজ কোরেশী, মনসুর চৌধুরী, ফছেৎ এ চৌধুরী, খলকুর রহমান, ফয়েজুর রহমান, বসির খান, হাসনাত তালুকদার, মামুন আহমেদ, শাহীনুর ইসলাম, আজহার আহমেদ, আব্দুস সালাম, মোদাব্বির হোসাইন, ইমাম আশরাফ আহমেদ, মহসীন আহমেদ, লেইস আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



আরও ৫ বিলিয়ন ডলার শিক্ষাঋণ মওকুফ

(শেষের পাতার পর)

এই নিয়ে বাইডেন প্রশাসন মো ১৩৬.৬ বিলিয়ন ডলারের শিক্ষাঋণ মওকুফ করলেন। যাতে উপকৃত হলো ৩.৭ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতা।

শিক্ষামন্ত্রী মিগুয়েল কারডোনা সবশেষ ঘোষণার পর বলেন, 'বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসন দেশের ভেঙ্গে পড়া শিক্ষাঋণ খাতকে ফের শক্ত করে গড়ে তুলতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা মনে করেন শিক্ষাঋণ মওকুফ করার মধ্য দিয়েই প্রক্রিয়াটি নতুন করে কার্যকর করে তোলা সম্ভব।

শিক্ষাঋণ নিয়ে পড়ালেখা শেষ করে এখন শিক্ষকতা, সামাজিক সেবামূলক কাজ ও অন্যান্য সরকারি কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, মওকুফের একটি বড় অংশ তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এছাড়াও যারা আয়ের ভিত্তিতে এই মওকুফ পাওয়ার জন্য এলিজিবল তারাও এবারের মওকুফের আংশিক সুবিধা পাবেন।

অর্থ পাচার করলেই নিবন্ধন বাতিল

(প্রথম পাতার পর)

ঘটনা পাওয়া গেলে নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া পণ্য ও সেবা আমদানি-রপ্তানির নামে আন্ডার বা ওভার ইনভয়েসিং করলেও প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল হবে। এছাড়া এখন থেকে নিবন্ধন ছাড়া দেশের ভেতর কোনো আমদানি ও রপ্তানিকারক এবং ইন্ডেন্টের প্রতিষ্ঠান পণ্য ও সেবা আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে না। সম্প্রতি এসব কঠোর বিধান রেখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। যা ইতোমধ্যেই কার্যকর হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে পাওয়া গেছে এসব তথ্য।

প্রসঙ্গত, আমদানি-রপ্তানির অন্তরালে বিদেশে টাকা পাচার প্রসঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রথম মুখ খুলেছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। ২০২২ সালের ১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআই-ডিএস) বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছিলেন, আমদানি-রপ্তানির আড়ালে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। তিনি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করেন যে, ১ লাখ ডলারের মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি মাত্র ২০ হাজার ডলারে আমদানি ঋণপত্র খোলা হয়েছে। আবার আমদানি করা বিভিন্ন পণ্যে ২০ থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ওভার ইনভয়েস হয়েছে' বিষয়টি গোচরীভূত হওয়ার পর এ ধরনের ১০০টি ঋণপত্র পরে বন্ধ করে দেওয়া হয় বলেও তিনি জানান।

ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থা গোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) রিপোর্টে (২০২০ সাল) বলা হয়, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার পাচার হয়। টাকার অঙ্কে তা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। সর্বশেষ শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর জানিয়েছে, আমদানি রপ্তানির অন্তরালে দেশ থেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। সব মিলিয়ে পাচার করা অর্থের পরিমাণ ৮২১ কোটি টাকার বেশি। ২০১৭ থেকে ২০২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত এভাবে বিদেশে অর্থ পাচার করা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জারি করা নির্দেশনায় বলা হয়, নিবন্ধন গ্রহণ ছাড়া কোনো আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা ইন্ডেন্টর বাংলাদেশে পণ্য বা সেবা আমদানি বা দেশ থেকে পণ্য বা সেবা রপ্তানি করতে পারবে না। ক্ষেত্রবিশেষ ইন্ডেন্ট করতে পারবে না। সেখানে আরও বলা হয়, নিবন্ধন নেওয়ার পর আমদানি, রপ্তানি বা বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কিত যে কোনো বিধানসহ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন লঙ্ঘন হলে এই আদেশের আওতায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল করা হবে। এছাড়া আমদানি বা রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবার মূল্যে আন্ডার ইনভয়েসিং বা ওভার ইনভয়েসিং করা হলে সেক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হবে। এছাড়া প্রতারণামূলকভাবে নিবন্ধন সনদ অর্জন বা অর্জনের চেষ্টা এবং আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবার সরবরাহ, মজুত, গুণগত মান অথবা মূল্য সম্পর্কিত কোনো আইন অমান্য করলে, ইন্ডেন্ট সম্পর্কিত কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলেও নিবন্ধন বাতিল করা হবে।

নজরদারির আওতায় আনতে আদেশে আরও বলা হয়, কোনো প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন নেওয়ার এবং প্রতিষ্ঠান ঘোষণার সময় যে ঠিকানা ব্যবহার করতে হবে। তবে ওই ঠিকানায় যদি আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা ইন্ডেন্টর প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে একই (নিবন্ধন বাতিল) আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি, রপ্তানি এবং ইন্ডেন্ট সংক্রান্ত কোনো ধরনের মিথ্যা তথ্য দেওয়া যাবে না। মিথ্যা তথ্য দেওয়া হলে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল করা হবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক, অর্থনীতিবিদ ড. মইনুল ইসলাম জানান, আদেশটি কার্যকর করা কঠিন। তবে অসম্ভব নয়, যদি গেজেটটি সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করা হয়। আর সেটি করা হলে আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসিং কমে আসবে। তিনি আরও বলেন, এই আদেশ বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (বিএফইইউ) একটি শক্তিশালী ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং তদন্ত টিম গঠন করতে হবে। ওই টিম তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দেখবে আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাচার হচ্ছে কিনা।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যে আদেশ জারি করেছে সেটির নাম দেওয়া হয়েছে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং ইন্ডেন্টের (নিবন্ধন) আদেশ-২০২৩। এটি ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট (কন্ট্রোল) অ্যাক্ট-১৯৫০ এর সেকশন তিনের সাব-সেকশন একের ক্ষমতাবলে করা হয়।

নিবন্ধন নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিধান আরোপ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়, কোনো ব্যক্তির দেশের মধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে বা দুই বা তার বেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা একই পরিবারের সদস্য হলে সেক্ষেত্রে কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নিতে হবে। এছাড়া অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দুই বা এর বেশি প্রতিষ্ঠানের অংশীদাররা একই পরিবারের সদস্য বা মালিক একজনই হলে সেক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নিতে হবে।

এ আদেশ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে বিকেএমই'র নির্বাহী সভাপতি মো. হাতেম জানান, সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অবশ্য থাকতে হবে। এখন পণ্য আমদানি করতে হলে ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকতে হয়। এখন নতুন করে এই আদেশের আওতায় আনা হচ্ছে। আমি মনে করি এটি যৌক্তিক। কারণ সরকারের কোনো না কোনো জায়গায় প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন থাকতে হবে। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যে যা খুশি আমদানি বা রপ্তানির নামে টাকা পাচার করবে এটি হতে পারে না।

জন্মদিনে শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছায় সিক্ত গিয়াস আহমেদ







বিশেষ প্রতিনিধি: বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর সভাপতি গিয়াস আহমেদের জন্মদিনে শুভানুধ্যায়ীদের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়েছেন। গত ১২ জানুয়ারী, শুক্রবার ছিলো তার জন্মদিন। রাজু মাল্টি মিডিয়ার শাহাদাত হোসেন রাজুর উদ্যোগ ও আয়োজন এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে জ্যাকসন হাইটস্থ ইমিগ্র্যান্ট এলডার হোম কেয়ার এর প্রধান কার্যালয়ে এদিন সন্ধ্যায় ঘরোয়াভাবে আনন্দঘন পরিবেশে জন্মদিন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে গিয়াস আহমেদ তার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে নিয়ে জন্মদিনের কেক কাটেন।

এদিকে জন্মদিনে গিয়াস আহমেদকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, তার আত্মীয়-স্বজন, অফিসের কর্মকর্তা, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী এবং শিল্পীবৃন্দ। আগত অতিথিগণ সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছায় গিয়াস আহমেদের দীর্ঘায়ু এবং পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন। গিয়াস আহমেদ তার সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্যে সুন্দর আয়োজনের জন্য শাহাদাত হোসেন রাজুকে ধন্যবাদ জানান এবং অল্প সময়ের আমন্ত্রণে সকলের উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।



ফিলাডেলফিয়ায় বাংলাদেশী বাড়িওয়ালা খুন

(প্রথম পাতার পর)

এ কল পেয়ে পুলিশ সে বাড়িতে গিয়ে একরামের মৃতদেহ উদ্ধার করে। এসময় বাসার অন্য কক্ষ থেকে হত্যাকারী কার্লুসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার সময় কার্লুস অতিরিক্ত মদ্যপ ছিলো।

নিহত একরামুল হক ২০০০ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শহরে একা বসবাস করে আসছিলেন। তার পরিবার বাংলাদেশে থাকেন। একরামুল হকের মরদেহ ফিলাডেলফিয়া সিটি কাস্টোডিতে রাখা হয়েছে। চট্টগ্রাম সমিতি অব পেনসিলভেনিয়া তার মরদেহ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় প্রবাসীরা।

নিউইয়র্কে ১০৯.৪ বিলিয়ন ডলারের

(প্রথম পাতার পর)

ঘোষণা করেছেন। ২০২৫ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত এই বাজেটে অভিবাসী সঙ্কট সমাধানেই বড় অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অব্যাহত ভাবে বাড়তে থাকা আশ্রয়প্রার্থী, কোভিড-১৯ স্টিমুলাস ফান্ডিং কমে আসা, ট্যাক্স রেভিনিউ হ্রাস, অমিমাংসিত শ্রম চুক্তি এসবের কারণেই ২০২৫ অর্থবছরের বাজেটকে বড় করেছে। তবে দায়িত্বশীল ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে আমরা আশ্রয়প্রার্থীদের যথার্থ সেবা নিশ্চিত করছি এবং একটি ভারসাম্যমূলক বাজেট দিতে পেরেছে। যাতে নিউইয়র্কারদের মধ্যে একটি পেনিও বাড়তি ট্যাক্সের বোঝা চানো হয়নি, বলেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। তিনি বলেন, সিটির একজন কর্মীকেও আমাদের লে-অফ করতে হবে না।

বাজেট ঘোষণার আগে মেয়র এরিক অ্যাডামস জন নিরাপত্তা, স্যানিটেশন, শিক্ষা ও যুব উন্নয়ন এবং সিটি লাইব্রেরির জন্য বাজেট কর্তনের পথ থেকে সরে আসার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, আমরা বাজেটে ভারসাম্য আনতে পেরেছি কারণ আগে থেকেই সিটি খরচ কমানোর বাজেট প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ শুরু করতে পেরেছে। প্রোগ্রাম টু এলিমিনেট গ্যাপ (পিইজি) নামের কর্মসূচি ও নতুন নিয়োগ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে সিটি এজেন্সিগুলোর খরচ কমেছে। এবং অর্থনীতির ভিত শক্ত থেকেছে।

মেয়র বলেন মাইগ্র্যান্ট ফান্ডিংই আমাদের একটা বড় চাপ। আর এ জন্য নিউইয়র্কারদের হয়ে তিনি কয়েকবার হোয়াইট হাউজে গেছেন। 'তবে আমরা অনন্তকাল বসে থাকতে পারবো না এই আশায় কখন ফেডারেল কি করবে? তারা সাড়া না দিলে আমাদেরকেই করতে হবে', বলেন তিনি। মেয়র জানান, মাইগ্র্যান্টদের এই চাপ সামলাতে সিটি ২ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি বাজেট রেখেছে।

নেতাকর্মীদের কারামুক্তির পথ খুঁজছে বিএনপি?

(প্রথম পাতার পর)

এরপর নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে চায় দলটি। কীভাবে মিলবে এই মুক্তি? সেই পথ খুঁজছে বিএনপির হাইকমান্ড। এ কারণে এখন তারা কঠোর কোনো কর্মসূচি করছেন না। অন্যদিকে সরকার 'সফলভাবে' নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারায় অনেকটাই 'নমনীয়'। ফলে শিগগিরই মুক্তি মিলতে পারে বিএনপি নেতাকর্মীদের। বিশেষ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ সপ্তাহেই মুক্তি পেতে পারেন।

বিএনপি নেতাকর্মীদের জামিনের ব্যাপারে সরকার কি এখন নমনীয়? জানতে চাইলে রাষ্ট্রের শীর্ষ আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন বলেন, 'এখানে নমনীয় বা শক্ত হওয়ার বিষয় নেই। যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, সেগুলো আইনের নিজস্ব গতিতে চলবে। জামিন দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়টি আদালতের এখতিয়ার। সেখানে রাষ্ট্রপক্ষের যে ধরনের ভূমিকা রাখা প্রয়োজন সেটা থাকবে। সিদ্ধান্ত নেবেন আদালত।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিরোধী দলের প্রতি ক্ষমতাসীন দল এখন অনেকটাই নমনীয়। কারণ সরকারী দল আওয়ামী লীগ বিএনপিকে বাইরে রেখে যেভাবে নির্বাচন করে আবার ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিল সেটা তো তাদের সফল হয়েছে। নির্বাচনের পর বিরোধী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা বা গ্রেপ্তার প্রক্রিয়া কমে এসেছে। ফলে এখন সরকার চাইলে তো তাদের জামিন হতেই পারে। রাষ্ট্রপক্ষ নমনীয় হলেই সেটা সম্ভব।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেন, 'মামলার কারণে তো আমাদের হাজার হাজার নেতাকর্মী কারাগারে আছেন। তাদের মুক্ত করাটা এখন আমাদের প্রধান কাজ। আমরা তাদের মুক্তির চেষ্টা করছি। দেশের মানুষ তো জানেন বিচারালয় এখন সরকারের কব্জায়।' এই কারণে কি বিএনপি কঠোর কোনো আন্দোলনে যাচ্ছে না? জবাবে তিনি বলেন, 'বিএনপির আন্দোলন চলমান। শিগগিরই আপনারা কর্মসূচি দেখতে পাবেন। এটার সঙ্গে জামিনের সম্পর্ক নেই। তবে আমরা চেষ্টা করছি, যত দ্রুত সম্ভব নেতাকর্মীদের মুক্ত করতে।'

বিএনপির দাবি, সারা দেশে এক লাখ ১১ হাজার মামলায় দলের প্রায় ৫০ লাখ নেতা-কর্মীকে আসামি করা হয়েছে। অনেকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছেন না, বাড়িঘরে থাকছেন না, গ্রেপ্তার আতঙ্কে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এখন নেতা-কর্মীদের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আনাই বিএনপির মূল লক্ষ্য। প্রায় ২৭ হাজার নেতা-কর্মী এখনো কারাবন্দী বলে দাবি বিএনপির। তবে এই পরিসংখ্যান মানতে রাজি নয় সরকার। সরকারের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিএনপির নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১২ হাজারের মতো হবে। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে নতুন কোনো মামলায় গ্রেপ্তার না দেখালে চলতি সপ্তাহে মুক্তি পেতে পারেন। তারা জামিন পেলে একই ধরনের মামলায় গ্রেপ্তারকৃত অন্য কারাবন্দি নেতাকর্মীরও জামিন পাওয়ার পথ খুলে যাবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির আইনজীবীরা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে 'কৌশলী অবস্থান' নিয়েছে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোও। এ মুহূর্তে আন্দোলনের বড় ধরনের নতুন কোনো কর্মসূচি না দিয়ে নেতাকর্মী কারামুক্ত করাকেই গুরুত্ব দিচ্ছে তারা।

ইতিমধ্যে বিএনপির হাইকমান্ড থেকে নেতাকর্মীদের কারামুক্তির ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আইনি সহায়তা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর আগে একই নির্দেশনা দেওয়া হলেও দলের সংশ্লিষ্ট শাখার নেতারা গ্রেপ্তার নেতাদের পাশে দাঁড়ানানি। এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে কারাবন্দি দুই জন ছাত্রনেতার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, দল থেকে যথাযথ আইনি ও আর্থিক সহায়তা না দেওয়ায় তাদের পরিবার ধারদেনা করে আইনি লড়াই চালাচ্ছে। 'আইনি সহায়তা সেল' গঠনের সিদ্ধান্ত থাকলেও এতদিনেও তা হয়নি।

বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, 'রাজনৈতিক বিবেচনায় বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো করা হয়েছিল। কারাবন্দি কেউ চুরি-ছিনতাইয়ের মামলা আসামী নন। তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা করা হয়েছে তার আইনগত ভিত্তি নেই। সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে এসব মামলায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইন তার নিজস্ব গতিতে চললে বিএনপি মহাসচিবসহ কারাবন্দি সব নেতাই এতদিন জামিন পেয়ে যেতেন। যে মামলায় জামিন পেয়ে নৌকা নিয়ে নির্বাচন করেছেন ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর, সেই একই মামলায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মির্জা আব্বাসসহ অনেক নেতা কারাগারে আছেন। ফলে বোঝাই যাচ্ছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে এই মামলা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবেই সমাধান হবে।'

নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ে গত ২৮ অক্টোবর ঢাকার নয়াপল্টনে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছিল বিএনপি। সেই সমাবেশ পন্ড হয়। এরপর থেকে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা ও পুলিশ হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে দলটির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে ১ হাজার ১৭৫ নাশকতার মামলা দায়ের করা হয়েছে। আসামি করা হয় এক লাখ ৫ হাজার ৭৫ বিএনপি নেতাকর্মীকে। গণহারে ২৭ হাজার ৪৮৫ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে দাবি করেছে বিএনপি।

বিএনপির আইন শাখা বলছে, চলতি সপ্তাহে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আরেকটি মামলায় জামিন শুনানি হবে। রাজধানীর পল্টন মডেল থানার নাশকতার আরেক মামলায় গত ১৭ জানুয়ারি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন আদালত। বয়স ও স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে পৃথক দুই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম তাহমিনা হক শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এ নিয়ে গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে ১১ মামলার মধ্যে ১০টিতে জামিন পেলেন তিনি। প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় জামিন পেলেই কারামুক্ত হতে পারবেন তিনি।

অন্যদিকে মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল হত্যাসহ পল্টন ও রমনা থানায় দুই মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে গত ১৭ জানুয়ারি জামিন দিয়েছেন আদালত। ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর হাকিম তাহমিনা হক ১০ হাজার টাকা মুচলেকায় তার জামিন মঞ্জুর করেন। এদিন রমনা ও পল্টন মডেল থানার পৃথক চার মামলায় তার ঢাকার আদালতে গ্রেপ্তার ও জামিন শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। তবে তাকে আদালতে হাজির করা হয়নি। শুনানির জন্য রবিবার দিন ধার্য রয়েছে। শুনানিতে জামিন মঞ্জুর হতে পারে বলে আশাবাদী আইনজীবীরা। তাহলেই মুক্তি মিলবে তার। শুধু এই দুই নেতা নন, অধিকাংশ নেতার একাধিক মামলায় জামিন হয়েছে। আর একটি দুটি মামলায় জামিন হলেই মুক্তি মিলবে।

জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের বাংলা সংস্করণের হয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন সমীর কুমার দে। এই প্রতিবেদনের সব ধরনের দায়ভার ডয়চে ভেলের।

তোষামোদ বনাম ভিন্নমত

॥ আসিফ নজরুল ॥

আমি প্রায়ই সরকারের সমালোচনা করি। সেটা যে অন্যায্য নয়, তা মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝতে পারি। যেমন ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের তিন দিন পর বিবিসি বাংলার একটি আলোচনায় অংশ নিলাম। অনলাইনে হাজার পাঁচেক মন্তব্য করা হলো এটি নিয়ে; এর প্রায় ৮০ শতাংশই হচ্ছে প্রশংসাসূচক।

আমি এতে অবাক হইনি। কে না জানে, বাংলাদেশের মতো সমস্যাপীড়িত দেশে সরকারের প্রতি মানুষের অসন্তুষ্টি (অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি) থাকে বেশি। সরকারের ওপর রাগ থাকলে মানুষ ভোট দিয়ে এর উত্তর দেয়। সেই ভোট দেওয়ার অধিকারই না থাকলে মানুষের ক্ষোভ প্রকাশের বাহন হয়ে ওঠে ভিন্নমতাবলম্বীরা। কাজেই আমার মতো কারও প্রতি প্রশংসা যতটা না আমার কৃতিত্ব, তার চেয়ে বেশি হচ্ছে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া।

সমালোচনা করা নিজে যে খুব উপভোগ করি তা নয়। আমারও ইচ্ছা করে সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা করতে। দুর্নীতির অভিযোগে সমালোচিত স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে সরকার সামন্ত লাল সেনের মতো একজন নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসককে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, এটি প্রশংসা করার মতো কাজ। বিভিন্ন অভিযোগ ছিল–এমন মন্ত্রীদের মধ্যে আরও দু-একজনকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বা কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে সরানো হয়েছে। এগুলো জেনেও ভালো লেগেছে।

তবে সবচেয়ে ভালো লেগেছে কিছুদিন আগে মেট্রোরেলে চড়ে। আমি ১৫ থেকে ২০টি দেশের মেট্রোরেলে চড়েছি। তারপরও নিজ দেশের মেট্রোরেলে চড়ে মুগ্ধ হয়েছি। রাজধানী শহরের যানজটের ভোগান্তি এবং অর্থনৈতিক মাশুল লাঘব করতে এটি বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। এর আগে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পদ্মা সেতু আর কর্ণফুলীর টানেলে গেছি। কমবেশি সবকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে হয়েছে।

এর পাশাপাশি গত ১৫ বছরে সরকার আরও কিছু ভালো কাজ করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অনেক সম্প্রসারণ হয়েছে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চাহিদা বহুগুণে মেটানো গেছে, বিনিয়োগবান্ধব কিছু নীতি ও বিশেষ জোন তৈরি করা হয়েছে, আইটি খাতেও উন্নতি হয়েছে। গত বছর হজ করতে গিয়ে বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনায় উন্নতি দেখে খুব ভালো লেগেছে।

এসব বলে থেমে যেতে পারলে কিছু লোক খুশি হতো, সরকার সন্তুষ্ট হতো। কিন্তু বিনা প্রশ্নে একতরফা প্রশংসা তোষামোদকারীদের কাজ। সরকারের তোষামোদকারীর অভাব নেই, বরং দিনে দিনে নানান সুবিধা পেয়ে এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এমনকি রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরও কেউ কেউ আইন ও আচরণবিধি ভেঙে সরকারের তোষামোদে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে।

১.

সরকারের তোষামোদ আর মোসাহেবির তাই প্রয়োজন নেই বলে মনে করি। সরকারের প্রয়োজন বরং সমালোচনাকারীর, নির্মোহ দৃষ্টিতে ভালোমন্দ আলোচনা করতে পারে–এমন মানুষের।

২.

সরকারের জন্য আরও বেশি প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে এই কাজ করার দায়িত্ব হচ্ছে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর (ফরমাল ইনস্টিটিউশন অব অ্যাকাউন্টেবিলিটি)। সেটা অনুযায়ী সংসদে যদি প্রকৃত বিরোধী দল থাকত, সংসদীয় কমিটিগুলো ঠিকমতো কাজ করত, বিচার বিভাগ স্বাধীন হতো, বিভিন্ন কমিশন (দুর্নীতি দমন, মানবাধিকার, তথ্য) সরকারের লোকজনের ওপর জোরালো নজর রাখত, তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে অনেক বেশি নিষ্ঠাবান থাকতে হতো।

এসব প্রতিষ্ঠানের বাইরে রয়েছে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের মতো ইনফরমাল ইনস্টিটিউশন অব অ্যাকাউন্টেবিলিটি। এখানেও রয়েছে নিপীড়নমূলক আইনের নানা নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারের পক্ষে নানা বেআইনি চাপ প্রয়োগের সুযোগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতার কারণে সমালোচনার কাজটি নাগরিকদের বেশি করে করতে হবে।

সরকারের সমালোচনা না করা হলে, ভিন্নমত সমাজে না থাকলে কোন দেশের কী পরিণতি হয়, তার উদাহরণ আমাদের আশপাশে রয়েছে। সে রকম কোনো দেশ গঠন করার জন্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত আমরা চীন, কম্বোডিয়া বা ফিলিপাইনের মতো রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ঘুণাক্ষরেও বলিনি।

আমরা তখন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি ভোটাধিকার, বহুদলীয় গণতন্ত্র, বাক্ স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলেছি। আমরা সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে বৈষম্যহীনতা, শোষণমুক্তি আর দুর্নীতির মূলোৎপাটন বুঝিয়েছি। ১৯৭২ সালের সংবিধান আর গণপরিষদ বিতর্কে এসব বলা আছে খুবই স্পষ্ট করে। এসবের ব্যত্যয় দেখলে নাগরিকদের প্রতিবাদ করার অধিকারের কথাও সেখানে স্বীকৃত হয়েছে জোরালোভাবে।

সমালোচনা করা নিজে যে খুব উপভোগ করি তা নয়। আমারও ইচ্ছা করে সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা করতে। দুর্নীতির অভিযোগে সমালোচিত স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে সরকার সামন্ত লাল সেনের মতো একজন নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসককে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, এটি প্রশংসা করার মতো কাজ। বিভিন্ন অভিযোগ ছিল–এমন মন্ত্রীদের মধ্যে আরও দু-একজনকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বা কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে সরানো হয়েছে। এগুলো জেনেও ভালো লেগেছে।

সরকারের প্রশংসা করার পাশাপাশি তাই ভিন্নমতের চর্চাও সমাজে রাখতে হবে। প্রশংসা করার কাজেও প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকতে হবে। সমাজে বহু দল, বহু মত, বহু পথ রাখতে হবে। এটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

৩.

সরকারের প্রশংসামূলক বিভিন্ন কাজে প্রশ্ন করার অবকাশ রয়েছে বলে মনে করি। যেমন মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ে, পদ্মা সেতুর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকাজগুলোর কথা বলি। আমরা পত্রিকায় বহুবার পড়েছি, এসব প্রকল্প নির্মাণে ব্যয় হয়েছে এমনকি উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি এবং এতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগগুলোর কোনো তদন্ত হয়নি। বলা বাহুল্য, এসব প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের করের টাকায়। বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি বিরল দেশ, যেখানে প্রত্যক্ষ করের (যেমন আয়কর) তুলনায় পরোক্ষ করের (যেমন মূল্য সংযোজন কর) পরিমাণ বেশি। তার মানে হচ্ছে, এসব প্রকল্পে সমাজের উচ্চবিত্তদের তুলনায় অন্যদের অবদান অনেক বেশি। কাজেই এসব প্রকল্পে দুর্নীতির মানে হচ্ছে সাধারণ মানুষের অর্থ কতিপয় ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া। পদ্মা সেতুর মতো স্থাপনা দেখে মুগ্ধ হওয়ার সময়, এতে কেন এত বেশি ব্যয় হলো, কারা এতে লাভবান হলো–এসব প্রশ্ন মনে আসা তাই স্বাভাবিক। প্রশ্নগুলো যদি কেউ তোলে, তাহলে তার প্রতি রুষ্ট না হয়ে সরকারকে সদুত্তর দিতে হবে।

আমি সামন্ত লাল সেনের মন্ত্রী হওয়ার প্রশংসা করেছি। একই সঙ্গে এ প্রশ্নও কাঁটার মতো মনে বিঁধছে, তিনি কি সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন? আমি জানি, সরকারের লোকজন বলবেন, বিএনপি নির্বাচনে না এলে কী করার আছে তাঁদের? কিন্তু আমার প্রশ্ন, ২০১৮ সালের নৈশ নির্বাচনের পর দলীয় সরকারব্যবস্থায় নির্বাচনে কারও আস্থা রাখা উচিত কি? তা ছাড়া বিএনপির নেতা-কর্মীদের গণহারে সাজাদান (এবং গ্রেপ্তার ও হয়রানি) ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আপিল চলাকালে নির্বাচন করতে পারবে না–হাইকোর্টের সাম্প্রতিক এই রায়ের পর দলটির অবাধ অংশগ্রহণের সুযোগ আর ছিল কি?

সরকার এখন ৪১ শতাংশ ভোট পড়ার কথা বলে এটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল দেখাতে চাইছে। কিন্তু এই সংখ্যা অনেকের মতে অবিশ্বাস্য এবং এর মধ্যেও রয়েছে শিশু ভোটারসহ জাল ভোটদানের বহু তথ্য। রয়েছে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগও।

উন্নয়ন আর সাফল্যের অধিকাংশ পর্বে রয়েছে এমন বহু প্রশ্ন। ভয়ভীতি দেখিয়ে এসব প্রশ্ন ধামাচাপা দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে প্রশ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। সরকারের বরং বোঝো উচিত, চারদিকে সুসময়ের মাছিদের গুনগুন শব্দের মধ্যে কিছু বাস্তবতার কণ্ঠ থাকা জরুরি।

৪.

তোষামোদ তৃপ্তিকর কিন্তু এটি ক্ষতিকর। কারণ, এতে তোষামোদকারীদের প্রতিদান ও দায়মুক্তি দিতে হয়, সরকারও বিভ্রান্ত হয়। ভিন্নমত অস্বস্তিকর কিন্তু এটি লাভজনক। কারণ, এতে সরকার কিছুটা হলেও পথের দিশা খুঁজে পায়।

তোষামোদকারীরা স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। ভিন্নমতপোষণকারী আর প্রতিবাদীরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল। এরশাদ আর এক-এগারোর সরকারের আমলে গণতন্ত্রের সংগ্রামের সময় একই ঘটনা ঘটেছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী হলে আমাদের তাই ভিন্নমতকে লালন করতে হবে।

লেখক: লেখক, গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক





সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি

নির্বাচন একপাক্ষিক ও পাতানো ছিল

*২৪১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয়নি * শেষ এক ঘণ্টায় ১৫.৪৩ শতাংশসহ মোট ৪১.৮০ শতাংশ ভোট বিতর্কের জন্ম দিয়েছে*

ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল একপাক্ষিক ও পাতানো। এতে পাতানো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি বলেছে, এবারের নির্বাচন অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। এ নির্বাচন দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভবিষ্যতের জন্য অশনিসংকেত এবং মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা-স্বপ্নের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। টিআইবির মতে, এ নির্বাচনের ফলে গণতান্ত্রিক অবনমনের অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনি কৌশল ও অভিনবত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক 'টেস্ট কেস' হিসাবে বিবেচিত হবে।

'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং' শীর্ষক টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সার্বিক পর্যবেক্ষণে এসব কথা উল্লেখ করা হয়। গতকাল বুধবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতে নির্বাচন নিয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। এ সময় টিআইবি বলেছে, ভোট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক দেখাতে নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়া হলেও বেশির ভাগ আসনে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি। এবারের নির্বাচনে ২৪১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। ক্ষমতা অব্যাহত রাখার কৌশল বাস্তবায়নে একতরফা নির্বাচন সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনের আইনগত বৈধতা নিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ হয়তো হবে না, তবে এ সাফল্য রাজনৈতিক শুদ্ধাচার, গণতান্ত্রিক ও নৈতিকতার মানদন্ডে চিরকাল প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে।

প্রতিবেদনে ভোটের দিনের অনিয়ম ও ভোটপড়ার হার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির বিষয়েও উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নির্বাচনের শেষ এক ঘণ্টায় ১৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ ভোটসহ মোট ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়া বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এতে আরও বলা হয়, ক্ষমতাসীন দল ৫০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে জোর দেয়। এর অংশ হিসাবে নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী আনসার ভিডিপির সদস্যসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের পরিবারের সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ভোটের দিনের বিষয়ে বলা হয়েছে, গবেষণা করা আসনগুলোর সবগুলোতে অনিয়ম হয়েছে।

দ্বৈবচয়ন ভিত্তিতে ৮টি বিভাগের ৪১টি জেলার ৫০টি আসনের ওপর মিশ্র পদ্ধতিতে এ গবেষণা চালায় টিআইবি। ২০২৩ সালের জুন থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে তথ্য সংগ্রহ করে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। এসব আসনের প্রধান তিনজন করে ১৪৯ জন প্রার্থীর ওপরও গবেষণা চালানো হয়। প্রতিবেদনে রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন ও প্রার্থীদের ভূমিকা উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়, একতরফা নির্বাচনের 'এজেন্ডা' বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটক ভূমিকা পালন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রসঙ্গত, গত ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদের ২৯৯ আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২৩, জাতীয় পার্টি ১১, ওয়ার্কার্স পার্টি ১, জাসদ ১, কল্যাণ পার্টি ১ এবং স্বতন্ত্র ৬২ জন নির্বাচিত হন।

লিখিত বক্তব্যে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে দুই বড় দলের বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানের কারণে অংশগ্রহণমূলক ও অবাধ নির্বাচন হয়নি। বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানকেন্দ্রিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের লড়াইয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জিম্মিদশা প্রকটতর হয়েছে। তিনি বলেন, কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইনগত সীমারেখার নামে কখনো অপারগ হয়ে, কখনো কৌশলে, একতরফা নির্বাচনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রশাসনও অনুরূপভাবে একই এজেন্ডার সহায়ক ভূমিকায় ব্যবহৃত হয়েছে বা লিপ্ত থেকেছে।



অর্থবহ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষহীন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী, একই দলের 'স্বতন্ত্র' ও অন্য দলের সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের যে 'পাতানো খেলা' সংগঠিত হয়েছে, তাতেও ব্যাপক আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ অসুস্থ ও সহিংস প্রতিযোগিতা হয়েছে। এর সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বাইরে রাজনৈতিক আদর্শ বা জনস্বার্থের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গন ও শাসনব্যবস্থার ওপর ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্ত প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জবাবদিহিহীন প্রয়োগের পথ আরও প্রসারিত হয়েছে।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, এ নির্বাচনের ফলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের নির্বাচনি অঙ্গীকার আরও বেশি অবাস্তব ও কাগুজে দলিলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সরকারের টানা চতুর্থ মেয়াদের সম্ভাব্য সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে যতটুকু আগ্রহ থাকবে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হবে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতার মানদন্ডে সরকারের প্রতি জনআস্থা এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন ও তার প্রভাব। একই সঙ্গে ক্রমাগত গভীরতর হবে দেশের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনি ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ।

নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, নির্বাচন কমিশন প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগের নির্বাচনের তুলনায় ভোটার বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হওয়া, সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস, নতুন দলের নিবন্ধন, কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি, সংলাপের সুপারিশ আমলে নিতে নির্লিপ্ততাসহ ইসি নিয়ে নানাবিধ বিতর্ক রয়েছে। নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠু করতে সংবিধানের ১২৬নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বা ম্যান্ডেট রাজনৈতিক সংকট সমাধানে ব্যবহার করেনি কমিশন। আবার নির্বাচনের বাজেট ১৪৪৫ কোটি টাকা হলেও ব্যয় বেড়ে ২২৭৬ কোটি টাকা হয়েছে, যা একাদশ নির্বাচনের তুলনায় তিনগুণ।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, অবাধ, অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ ও সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের যে পূর্বশর্ত থাকে, তা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিপালিত হয়নি। তিনি বলেন, মুষ্টিমেয় কতিপয় আসনে ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বব্যাপী পাতানো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের অন্তর্দ্বন্দ্বে নমুনা-ম্যাপিং হয়েছে, যার একমাত্র ইতিবাচক দিক হিসাবে অনিয়ম-দুর্নীতি-অবৈধতার যেসব তথ্য বরাবর প্রত্যাখ্যাত ছিল, তা নিজেদের অভিযোগ পালটা অভিযোগের মাধ্যমে যথার্থতা পেয়েছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গন ও শাসনব্যবস্থার ওপর ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্ত প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জবাবদিহিহীন প্রয়োগের পথ আরও প্রসারিত হয়েছে। সংসদে ব্যবসায়ী আধিপত্যের মাত্রাও একচেটিয়া পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে ব্যাপকতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও নীতি-দখলের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের নির্বাচনী অঙ্গীকার আরও বেশি অবাস্তব ও কাগুজে দলিলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ভোটগ্রহণ ও আচরণবিধি: টিআইবির গবেষণায় নমুনা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে শতভাগ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ মনোনীত শতভাগ প্রার্থীই ন্যূনতম একবার হলেও কোনো না কোনো নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন। স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত) প্রার্থীর ৯৭.৩ শতাংশ, অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থীর ৮৭.৫ শতাংশ, জাতীয় পার্টির প্রার্থীর ৮৪.৯ শতাংশ, অন্যান্য দলের প্রার্থীর ৮০ শতাংশ ও তৃণমূল বিএনপির প্রার্থীর ৭৫ শতাংশ নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন।

এতে আরও বলা হয়েছে, নির্বাচনে ৫০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিতে ক্ষমতাসীন দল ঘোষিত লক্ষ্য পূরণে বিভিন্নভাবে বলপ্রয়োগ করা হয়। ক্ষমতাসীন দলের সভায় না এলে, ভোটকেন্দ্রে না গেলে এবং নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট না দিলে নির্বাচনের পর সাধারণ ভোটারসহ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সরকারি সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা বন্ধের হুমকি দেওয়ার ঘটনা রয়েছে। আবার, সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্য ও পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়াসহ ক্ষমতাসীন দলের সমর্থন ও প্রচারণায় অংশগ্রহণের ঘটনা রয়েছে। আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর (আওয়ামী লীগ) মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা, কর্মী ও সমর্থকের বাড়িতে হামলা, গুলি ও আগুন দেওয়া, গাড়িবহরে হামলা, ক্যাম্পে হামলা, পোস্টার ছেঁড়া, যানবাহন ভাঙচুর ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে।

ভোটের দিনের চিত্র সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচনে সারা দেশে অধিকাংশ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া অন্য দলের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট না থাকা; প্রতিপক্ষ প্রার্থীর এজেন্টদের হুমকির মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা, ভোটার স্বল্পতা, ডামি ভোটার লাইন তৈরি, অন্য প্রার্থীর এজেন্ট বের করে দেওয়া, ভোটের আগেই ব্যালটে সিল মারা, ভোট চলাকালে প্রকাশ্য সিল মারাসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। আবার তফশিল ঘোষণার আগে থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীদের গড় প্রচারণা ব্যয় ১ কোটি ৫৬ লাখ ৮৩ হাজার ৭৭৭ টাকা, যা নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত ব্যয়সীমার ২৫ লাখ থেকে ছয়গুণ বেশি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন টিআইবির উপদেষ্টা-নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদন উপস্থাপনা করেন সংস্থাটির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মাহ্‌ফুজুল হক, রিসার্চ ফেলো নেওয়াজুল মওলা এবং ডেটা অ্যানালিস্ট সাজেদুল ইসলাম।

টিআইবির প্রতিবেদনের কঠোর সমালোচনায় মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) রিপোর্টের কঠোর সমালোচনা করেছেন সরকারের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা। এই রিপোর্টকে একপেশে, সরকারবিরোধী, অযৌক্তিক ও গোঁজামিলে ভরা বলে দাবি করে তারা বলেছেন, বিএনপি যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষায় টিআইবিও কথা বলে। বিএনপির ওকালতি করতেই এই রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। গত ১৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পৃথক সংবাদ সম্মেলনে তারা আরও বলেন, টিআইবি গবেষণা নিয়ে কাজ করলেও তাদের গবেষণায় নিরপেক্ষতা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই গবেষণা আন্তর্জাতিক মানদন্ডেও পড়ে না।

টিআইবি হচ্ছে বিএনপির দালাল : ওবায়দুল কাদের

বৃহস্পতিবার দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, টিআইবি হচ্ছে বিএনপির দালাল ও সরকারবিরোধী। তাদের প্রতিটি কথা একপেশে, বিএনপির ওকালতি করে তারা। বিএনপি যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষায় টিআইবিও কথা বলে। তিনি বলেন, টিআইবি বিএনপির সুরে কথা বলে, বিএনপির পক্ষে কথা বলে। ইতিহাস থেকে উপলব্ধি করেছি, তারা সব সময় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ছিল। গবেষণা নিয়ে কাজ করে তারা। কিন্তু তাদের গবেষণায় আমরা নিরপেক্ষতা খুঁজে পাচ্ছি না। ওবায়দুল কাদের বলেন, দুর্ঘটনা নিয়ে কথা বলে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে। ১০০ মানুষ মারা গেলে ৫০০ বানিয়ে দেয়। টিআইবিও তাদের মতো। এই টিআইবি বলেছিল, পদ্মা সেতু অসম্ভব। একই কথা সিপিডিও বলেছিল। কিন্তু বাস্তবতা কী, দেশবাসী দেখেছে।

টিআইবির বিরুদ্ধে মামলা করা হবে কিনা–সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কিছু কথা বলা হয় পাবলিক পারসেপশনের জন্য। মামলা করে সবকিছুর সমাধান হয় না। তাদের রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করা হবে। কথা বা তর্কের মাধ্যমে সবকিছু বেরিয়ে আসবে।



নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, রাজনীতিতে দ্বন্দ্ব থাকবেই। আমাদের দলেও দ্বন্দ্ব-কোন্দল আছে। এসব নিয়েই আওয়ামী লীগ এগিয়ে যাচ্ছে। যেখানে যত সমস্যাই থাকুক, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সবাই ঐক্যবদ্ধ।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত দলের কেন্দ্রীয় নেতা বিএম মোজাম্মেল হক, এস এম কামাল হোসেন, সুজিত রায় নন্দী, মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, পারভীন জামান কল্পনা, অধ্যাপক মেরিনা জাহান কবিতা প্রমুখ।

বিএনপি ও টিআইবির ভাষা মিলে গেছে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

একই দিন নিজ দপ্তরে পৃথক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বিএনপির ভাষা এবং টিআইবির ভাষা মিলে গেছে। রিজভী আহমেদ প্রতিদিন সংবাদ সম্মেলন করে যে কথাগুলো বলেন, সেগুলোকে একটু পরিশীলিতভাবে টিআইবি উপস্থাপন করেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তিনি বলেন, টিআইবি সব সময় গবেষণালব্ধ রিপোর্ট প্রকাশ করে। প্রকৃত পক্ষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টিআইবি গবেষণা না করেই হালকা কিছু বিষয়, অর্থাৎ পত্রিকার রিপোর্ট এবং তড়িঘড়ি করে কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতেই তারা প্রেস ব্রিফিং করে। গতকালেরটাও আমার সে রকম মনে হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকরা বলছেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, সুন্দর ও স্বচ্ছ নির্বাচন হয়েছে। সেটিকে ম্লান করার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই রিপোর্টটি দিয়েছে। সমালোচকসহ যারা এই নির্বাচন বর্জন করেছে ও প্রতিহত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে এবং নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এখনও চেষ্টা চালাচ্ছে–তাদের মুখে অস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে বলে অনেকে বলছেন।

টিআইবির রিপোর্ট গোঁজামিলে ভরা : তথ্য প্রতিমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক মোহাম্মদ এ আরাফাত বলেন, নির্বাচন নিয়ে টিআইবি যে গবেষণা করেছে, তা আন্তর্জাতিক মানদন্ডে পড়ে না। এ রিপোর্ট গোঁজামিলে ভরা ও বিভ্রান্তিকর। টিআইবি অযৌক্তিক কথা বলেছে। তিনি বলেন, যারা এই গবেষণা করেছেন, তাদের গবেষণার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। স্বীকৃত আন্তর্জাতিক জার্নালে তাদের কোনো গবেষণা নেই। টিআইবির গবেষণা বৈজ্ঞানিক মিসকন্ডাক্টকে (অসদাচরণ) ছাড়িয়ে গেছে। তারা অসত্য তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। অসত্য তথ্য দিয়ে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বিজ্ঞানসম্মত, আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ না করে তার ফলাফল উপস্থাপন করেছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমি টিআইবিকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই; তারা আন্তর্জাতিক মানের কোনো জার্নালে গবেষণা পাঠিয়ে দেখুক, তারা এটা পাবলিশ করবে না। যদি পাবলিশ করে, তাহলে আমি মেনে নেব তাদের এটা গবেষণা হয়েছে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর দাবি

‘সিন্ডিকেট’ শব্দটা জুনের পরে আর কেউ বলবে না

ঢাকা ডেস্ক: ‘সিন্ডিকেট’ শব্দটা জুনের পরে আর কেউ বলবে না বলে দাবি করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহ-সানুল ইসলাম টিটু। শুধু তাই নয়, আজ শুক্রবার থেকে বাজার ব্যবস্থপনায় স্বচ্ছতা আনা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। গত ১৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সি-চবালয়ে ভোজ্যতেল ও চিনির আমদানি, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত সভা শেষে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সিন্ডিকেট ভাঙতে পারবেন কি না- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি ওই শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না। আমি মনে করি, বাংলাদেশে যারা ব্যবসা করে, তারা অত্যন্ত সৎ ও উদ্যোগী। আমি পাঁচ দিন হলো দায়িত্ব নিয়েছি, আমাকে একটু সময় দিন। আমার মনে হয়, এই ‘সিন্ডিকেট’ শব্দটা জুনের পরে আর কেউ বলবে না। তাদের কাছ থেকে সে পরিমাণ সহযোগিতা পাবো এই শব্দটা আর ব্যবহার করা লাগবে না। আমি বললাম তো ১ জুলাই থেকে এ শব্দটা ব্যবহার করা লাগবে না। ব্যবসায়ীরা ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসা করেন, কেউ কারসাজিতে যুক্ত নন। আমি এটা বিশ্বাস করি ।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা কোনো বিষয়ের পরিবর্তন করছি না। সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে। আমি শুধু আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বা চলতি অর্থবছর পর্যন্ত সময় নিচ্ছি। জুলাই থেকে আমরা যে ব্যবস্থাটা করব সেটি আপনারা জানবেন। এই মুহূর্তে আমরা যেকোনো মূল্যে বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করতে চাই। এ জন্যই ব্যবসায়ীদের ডাকা হয়েছে। কেউ যেন মজুদদারি, কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে বাজার বিশেষ করে রমজান মাসে বাজার অস্থিতিশীল করার চেষ্টা না করে। এ জন্যই তাদের ডেকেছি, কোনো মূল্য নির্ধারণের জন্য ডাকা হয়নি।

দেশে উৎপাদিত পণ্যের দাম কমাতে পারবেন কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কোনো পণ্য উৎপাদন ও আমদানি করে না। পণ্যের দাম আমি কমাতে পারব না। কিন্তু দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার জন্য যে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা ও পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা- সেটি করতে পারব। আমি আশা করি, আজকে যে উদ্যোক্তারা এখানে আসছেন, তাদের সহযোগিতায় আমি এমন একটা বাজারব্যবস্থা বাংলাদেশে তৈরি করতে পারব, যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো বড় ক্রাইসিস না হলে পণ্যে কোনো সঙ্কট থাকবে না। আর কৃষিপণ্য যেমন- পেঁয়াজের যৌক্তিক মূল্য কত হওয়া উচিত- সেটি কৃষি মন্ত্রণালয় বলতে পারবে, চালের মূল্য খাদ্য



মন্ত্রণালয় বলতে পারবে।

টিসিবির জানুয়ারি মাসের পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম শুরু

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, আমরা খেটে খাওয়া মানুষকে টিসিবির পণ্যের আওতায় আনতে চেষ্টা করব। প্রধানমন্ত্রী প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে বলেছেন, ঢাকা শহর ও এর আশপাশে যেসব শ্রমিক বসতি এলাকা আছে সেখানে যেন ফোকাস করা হয়। এ ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের একটা দায়িত্ব আছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে টিসিবির পণ্যের সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরি করা হয়। জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধ করব, তারা যেন এই কার্যক্রমটা মনিটরিংয়ের মধ্যে নিয়ে আসেন, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগটা যেন সফল হয়। তা না হলে এটি সম্ভব হবে না। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরে টিসিবির জানুয়ারি মাসের পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, টিসিবির মাধ্যমে এবার রমজানে পাঁচটি পণ্য দেয়া হবে। এখন দেয়া হচ্ছে- তেল, চিনি, ডাল, চাল, এই চারটি আইটেম। সারা দেশের এক কোটি পরিবার এই চারটি আইটেম পাবে। সাত হাজার ৭শ’র বেশি ডিলারের মাধ্যমে টিসিবির কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করা হচ্ছে।

আগামী রমজান পর্যন্ত টিসিবির জন্য পণ্য মজুদের সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। রমজান পর্যন্ত টিসিবির কোনো পণ্যের সমস্যা হবে না।

তিনি বলেন, আমরা এক কোটি স্মার্ট কার্ড দেবো। ইতোমধ্যে ২০ লাখ কার্ড প্রস্তুত হয়ে গেছে। সেটি আমরা বিতরণ করব। আগামীতে আমরা সবাইকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করব। আমরা টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু করেছিলাম ট্রাকের মাধ্যমে। সেখান থেকে দোকানে এসেছি। পরবর্তী সময়ে এটি যেন ন্যায্যমূল্যের দোকানের মতো হয়। বিশেষত কর্মজীবীরা যেন বিকেলেও ন্যায্যমূল্যে পণ্য নিতে পারেন, আমরা সে ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে আসব। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা পোশাক শ্রমিকদের জন্য আলাদা কার্ডের ব্যবস্থা করব। একই সাথে ডিলারদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রতি বছর তাদের নিয়োগ ও নবায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

এমপি হয়েই কাদায় নামলেন ব্যারিস্টার সুমন

ঢাকা ডেস্ক: সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েই নিজ শহরের পরিত্যক্ত খোয়াই নদী পরিষ্কারে নেমেছেন ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। এর মধ্য দিয়ে তিনি জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজের কার্যক্রম শুরু করলেন। গত ১৯ জানুয়ারী শুক্রবার সকাল থেকেই তিনি নিজের শহর হবিগঞ্জের চুনারুঘাট পৌর এলাকায় পরিত্যক্ত খোয়াই নদীতে জমে থাকা ৫০ বছরের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ শুরু করেন। এতে সহায়তা করছেন বিডি ক্লিন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কয়েকশ কর্মী।

কার্যক্রমের শুরুতে ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন বলেন, এটি খোয়াই নদীর অংশ বিশেষ। প্রায় ৫০ বছর আগে চুনারুঘাট শহরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে এটির গতিপথ পরিবর্তন করা হয়। তখন থেকেই নদীর এ অংশটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। পুরাতন খোয়াই নদীর এ অংশটি ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়। অথচ এটি খুব সুন্দর একটি পর্যটনকেন্দ্র হতে পারত। কিন্তু ময়লার কারণে বোঝার কোনো অবকাশ নেই এটি কোনো নদী। তিনি বলেন, নদীটি পরিষ্কার করার মাধ্যমেই আমার কাজের যাত্রা শুরু করতে চাই। কারণ ময়লা পরিষ্কার না করলে হঠাৎ করেই সৌন্দর্যের বাণী দেওয়া যায় না। আমার স্বপ্ন হচ্ছে– এখানে দুপাশে ওয়াকওয়ে করব। নৌকা নামিয়ে দেব। এগুলো দিয়ে মানুষ ঘুরবে।

ব্যারিস্টার সুমন জানান, নদীটি পরিষ্কারে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিডি ক্লিন প্রায় ৬০০ কর্মী দিয়েছে। তারা নদীটি পরিষ্কার করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। তাদের তিনি ধন্যবাদ জানান।

চুনারুঘাটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, চুনারুঘাট পৌরসভার বয়স প্রায় ২০ বছর। শুরু থেকেই পৌরসভার সব ময়লা নদীর এ অংশে ফেলা হচ্ছে। যেন এটিকে ময়লার ভাগাড়ে পরিণত করা হয়েছে। ময়লা-আবর্জনার কারণে নদীর কোনো চিহ্ন নেই। নদীটি পরিষ্কার হলে চুনারুঘাট শহরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে। আমরা এ কাজের জন্য নবনির্বাচিত এমপি ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনকে ধন্যবাদ জানাই।





জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে বিএনপির প্রতিশ্রুতি

‘লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব’

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকীতে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিএনপি নেতারা। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মঈন খান বলেন, ‘আমাদের আন্দোলন চলমান আছে, নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখব। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করব। ইনশাআল্লাহ।’ একই সাথে দলটির স্থায়ী কমিটির অপর সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, ‘যতদ্রুত সম্ভব লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে, এদেশের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ ও গণমাধ্যমের সহায়তায় আমরা দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব, ইনশাআল্লাহ।’ গত ১৯ জানুয়ারী শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার মাজারে ফুলেল শ্রদ্ধা ও মোনাজাত শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তারা।

ড. মঈন খান বলেন, ‘দেশের এই ক্লান্তিলগ্নে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী পালন করছি আজ। আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল গণতন্ত্রের জন্য। এদেশের গনতন্ত্র আজ মৃত। এটা শুধু আমাদের কথা নয়, বাংলাদেশের মানুষের কথা নয়। বিশ্বের মানবাধিকার, গণতন্ত্রকামী সকল দেশ ও প্রতিষ্ঠান বলেছে, বাংলাদেশ আজ এক দলীয় শাসনে পরিণত হয়েছে। এখানে মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা নেই, মানুষের কোনো মৌলিক অধিকার নেই, ভোটের অধিকার নেই।’ অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এদেশের মানুষ উপার্জন করে ট্যাক্স দেয়। তবুও তাদের মাথার ওপরে ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণ থেকে যায়। আজকের সরকার তেভাগা আন্দোলনের নামে লুটপাট করে বাংলাদশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।’

নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের যে আদর্শ সেটি নষ্ট করা হচ্ছে, তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র আজ নেই, সেটিকে মেরে ফেলা হয়েছে, আর সেই গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার লড়াই চলছে।’

নির্বাচন নিয়ে টিআইবির প্রকাশ করা প্রতিবেদনকে সরকার বলছে যে ‘বিএনপির হয়ে কাজ করছে টিআই-বি’- এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বিএন-পির নেতা মঈন খান ও নজরুল ইসলাম খান হেসে বলেন, ‘এত বছর ধরে বিএনপি যে বিষয় নিয়ে কথা বলেছে বিশ্বের কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো দেশ, কোনো সরকার বলেনি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। সবাই বিএনপির কথা রিপিট করেছে। তারা বলছে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি। আর টিআইবি যা বলছে সেটি জনগণের জনমতের প্রতিফলন।’

পর্যটক নিয়ে লন্ডন যাচ্ছে বাংলা ট্যুর



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানায় একমাত্র গাইডেড ট্যুর প্রতিষ্ঠান ‘বাংলা ট্যুর ‘একদল ট্যুরিস্ট নিয়ে লন্ডন যাচ্ছে। আগামী ২৫ জানুয়ারী রাত ১১ টায় ভার্জিন আটলান্টিকের একটি ফ্লাইটে লন্ডন হিথরো এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে গ্রুপটি জেএফকে বিমান বন্দর ছেড়ে যাবে। খবর ইউএনএ’র।

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, লন্ডন থাকাকালে তারা রক্তাক্ত ইতিহাসের নীরব স্বাক্ষী, হাজার বছরের পুরনো দুর্গ টাওয়ার অব লন্ডন, লন্ডনের সবচেয়ে সুন্দর চার্চ হিসেবে পরিচিত, গথিক স্থাপত্য শৈলিতে নির্মিত ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবি, লন্ডনের বিখ্যাত ট্রাফালগার স্কয়ারে অবস্থিত ন্যাশনাল গ্যালারি, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন, ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম রহস্যাবৃত স্টোনহেন্জ, লন্ডনের সিগনেচার পর্যটন স্থাপনার অন্যতম, আধুনিক লন্ডনের আইকন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফেরিস হুইল বা নাগরদোলা লন্ডন আই, বৃটিশ পার্লামেন্ট হাউজ, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজপ্রাসাদগুলোর অন্যতম, বৃটিশ রাজ-পরিবারের বাসভবন বাকিংহাম প্যালেস, লন্ডনের ল্যান্ডমার্ক আইকন বিগ বেন, ইংল্যান্ডের রানীর সরকারী বাসভবন উইন্ডসর ক্যাসেল, লন্ডনের অসাধারণ ল্যান্ডমার্ক বৃটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন তথা পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর পার্ক বলে পরিচিত হাইড পার্ক সহ বিভিন্ন ঐতিহ-াসিক স্থাপনাসমূহ ঘুরে দেখবে। এছাড়াও গ্রুপটি পরিদর্শন করবে ঐতিহ্যবাহী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংরেজ কবি ও নাট্যকার কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়রের বাসভবন।

বরাবরের মতোই ট্যুর গাইডের দ্বায়িত্ব পালন করবেন বাংলা ট্যুরের সিইও হাবিব রহমান। গ্রুপটি ২৯ জানুয়ারী রাতে নিউইয়র্ক ফিরে আসবে।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের একমাত্র বাংলাদেশী গাইডেড ট্যুর প্রতিষ্ঠান বাংলা ট্যুর বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের ১০০ টি শহরে নিয়মিত গাইডেড ট্যুর অপারেট করে থাকে। ভ্রমণে আগ্রহীরা (৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

নির্বাচন পদ্ধতির ওপর জনগণের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে

ঢাকা ডেস্ক: নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে মন্তব্য করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি পদ্ধতি অন্বেষণ করা প্রয়োজন। গত ১৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে ‘দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিইসি এ কথা বলেন।

কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, আমার ভোট কী আমি দিতে পারবো? ভোট দিলে কী এটা ওখানেই পড়বে, না-কি ফিরে এসে এক জায়গায়ই পড়বে। এমন বিভিন্ন ধরনের অবান্তর.....কিন্তু আমি অবান্তর বলছি না, তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এই ধরনের অবান্তর যুক্তির অবতারণা করছে। আমি বলবো, নির্বাচন ব্যবস্থার উপরে জনগণের আস্থা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। নির্বাচন পদ্ধতিতে যদি আরও বেশি সংস্কার আনা যায়- যেখানে দৃশ্যমানভাবে আরও বেশি স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তাহলে হয়তো আগামী নির্বাচনগুলো জনগণের কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

সিইসি বলেন, কোনো নির্বাচনই কিন্তু বিতর্কের উর্ধ্বে উঠতে পারে নাই। এবারকার যে নির্বাচনটা নিয়ে খুব সন্তুষ্ট বোধ করছি, হয়তোবা আমরা। আবার বলতে হবে এই নির্বাচনটা বিতর্কের উর্ধ্বে যেতে পারেনি। বিতর্কটা আছে কমবেশি, তবে যেটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ব্যাপক অনিয়ম ইত্যাদি হবে, যেই জিনি-সটাকে উতরে নির্বাচনটাকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সফল, গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি আমাদের নির্বাচনে আমি আগেও বলেছি যে, বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা, রাষ্ট্র, বিভিন্ন সংগঠন আমাদের নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন চাপে থেকেও নির্বাচন কমিশন ভোট সুষ্ঠু করার চেষ্টা করেছে উল্লেখ করে সিইসি বলেন, তো আমরা বিভিন্ন ত্রিমুখী চাপে আমাদের নির্বাচনটাকে সুষ্ঠু করার জন্য আরও বেশি সচেষ্ট হয়েছি এবং পরিশেষে যেটা আমার প্রিয় সহকর্মীরা বলেছেন যে, সকলের সহযোগিতা নিয়ে, সরকারের সহযোগিতা ছাড়া এত বড় কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না এবং এটা সংবিধানে, আইনেও বলে দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, গণমাধ্যমের সুবাদে জেনেছি, অনেকে সুনাম করেছেন আবার অনেকে অপবাদ দিয়েছেন।



দুটোকেই আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে করি, সেটি হলো নির্বাচনটা সুসম্পন্ন হয়েছে। মহাসুসম্পন্ন বলবো না, সুসম্পন্ন হয়েছে। একটা চলমান সংকট, যেটা নিয়ে উৎকণ্ঠা ছিল, শঙ্কা ছিল, উদ্বেগ ছিল, সেখান থেকে জাতি উঠে এসেছে। কিন্তু এটা স্থায়ী সমাধান না। রাজনীতিতে যে সংকট-আমরা রাজনীতি করি না, কিন্তু পরোক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের প্রতি রাজ-নীতিবিদদের যদি আস্থা না থাকে, আস্থা যদি চরম মাত্রায় চলে যায়, তাহলে নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। কিন্তু রাজনৈতিক সংকট নিরসনের দায়িত্ব আমাদের নয়। আমরা নৈতিক অবস্থান থেকে তাদের অনুরোধ করতে পারি, আবেদন জানাতে পারি যে, সংকট নিরসন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন।

রাজনীতিবিদদের যদি নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা না থাকে, তাহলে নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না মন্তব্য করে সিইসি বলেন, নির্বাচন খুব যে অংশগ্রহণমূলক হয়েছে তা নয়। নির্বাচন মোটা দাগে সার্বিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে গ্রহণযোগ্য না হলে একটা রাজনৈতিক সংকট থেকে যায়। একটা অংশ শুধু নির্বাচন বর্জন করেনি, প্রতিরোধ করারও ঘোষণা দেয়। সেদিন থেকে সংকট শুরু। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তবে সবার সমন্বিত প্রয়াসে নির্বাচন উঠিয়ে আনা হয়েছে। সাময়িকভাবে হলেও জাতি স্বস্তিবোধ করেছে। নির্বাচন কমিশনও স্বস্তিবোধ করেছে।

তিনি বলেন, এখনো পত্রপত্রিকায় সমালোচনা হচ্ছে। তবে নির্বাচন কমিশন সোশ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। কারণ, সেখানে অবারিতভাবে বদনাম করা হচ্ছে। মূল ধারার গণমাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আলোচনা থাকে। নির্বাচন অনেকটা গ্রহণযোগ্যভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। সেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে।

সিইসি বলেন, একটি সংস্থা বলেছে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অজুহাত দিয়ে ইসি সরকারের গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে। আমি জানি না সরকারের সঙ্গে আসলে কোনো গোপন এজেন্ডা হয়েছে কিনা। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি আমার সঙ্গে হয়নি। অন্য কারও সঙ্গে হয়েছে কিনা সেটা আমি জানি না। তিনি বলেন, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা কী ছিল না? অজুহাত কীভাবে দিলাম? রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি, এজন্য চাইলে কি ৩০ বছর নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া যেত? এই সাংবিধানিক ম্যান্ডেট কি আমাদের আছে?

নির্বাচন হয়ে গেলেও রাজনৈতিক সংকট কাটেনি উল্লেখ করে সিইসি বলেন, এমন সংকটে দেশ সুস্থিরভাবে এগোতে পারে না। নির্বাচন নিয়ে প্রতি পাঁচ বছর পরপর সংকট তৈরি হলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

ইসি সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্য কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সি-চবালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

একক প্রকোষ্ঠে জিজ্ঞাসাবাদ বিরোধী বিলে

(প্রথম পাতার পর)

তিনি নিজেই হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও পুলিশের কাজের সুবিধার্থে ও পাবলিক সেফটির কথা বিবেচনা করে তিনি এই আইনের বিরোধীতা করছেন।

শুক্রবারের ব্রিফিংয়েও মেয়র বলেন, আমাদের প্রশাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, জবাবদিহি নিশ্চিত করার ওপর জোর দিচ্ছে, কিন্তু এই বিলটি তাদের ওপর চাপিয়ে দেবে একটি অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় পেপারওয়ার্কের বোঝা। যাতে এনওয়াইপিডির জন্য অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা বরাদ্দ করতে হবে। ট্যাক্সপেয়ারদের একটি বড় অংকের অর্থ চলে যাবে সে বাবদ। আর সে কারণেই আমি এই বিলের বিরোধীতা করছি। এর আগে গত ১৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিব-ারও মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, 'বিলটি আইনে পরিনত হলে পুলিশের পক্ষে কাউকে বিচারের আওতায় আনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।' মেয়র এ সময় নগরীতে একের পর এক ছুরিকা হামলার ঘটনায় পাবলিক সেফটি নিয়ে কথা বলছিলেন।

বৃহস্পতিবারের ব্রিফিংয়ে অ্যাডামস বলেছিলেন এই ধারাবাহিক ছুরিকাহামলাকারির ব্যাপারে পুলিশকে অন্তত ১০০০ নিউইয়র্কারের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। এই বিল মেনে কাজটি করতে হলে এ জন্য পেপারওয়ার্কেই চলে যেতো ৪৯ ঘণ্টা।

মেয়র অ্যাডামস বলেন, বিপজ্জনক কোনো সন্দেহভাজনকে যখন সড়কে চেজ করতে হয় তখন প্রতিটি সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই না, পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের পুলিশি কাজ রেখে দীর্ঘ সময় পেপারওয়ার্কে ব্যয় করুক।

শুক্রবারের আলোচনায় মেয়র তার ছেলেবেলা ব্যক্তিগত ঘটনা তুলে ধরে বলেন, একবার পুলিশ তাকে ও তার ভাইকে আটক করে পিসিঙ্কটের বেসবেন্টে নিয়ে পিটিয়েছিলো, তাও আমি সেই বেদনা ভুলে পুলিশের কাজেই সহযোগিতা করতে চাইছি। আমি নিজেও যখন পুলিশ অফিসার ছিলাম তখনও আমি এই পাবলিক সার্ভিসকে যতটা সম্ভব স্বচ্ছতা ও জবাবাদিহির মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছি। কমিউনিটিভিত্তিক পুলিশিংয়ে জোর দিয়েছি।

কেবল ব্রিফিংয়েই নয়, মেয়র তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিলটির বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন শুরু করেছেন। একটি ভিডিওতে দেখানো হয়েছে, পুলিশ ভেতরে একটি ডেস্কে বসে পেপারওয়ার্কে ব্যস্ত, ওদিকে বাইরে সংগঠিত হচ্ছে অপরাধ। তবে, সিটি কাউন্সিল ও সরকারি কৌসুলি যারা এই বিলটি এনেছেন তারা এরিক অ্যাডামসের বিরোধীতা করছেন।

এই 'হাউ মেনি স্টপস অ্যাক্ট' অফিসাররা কিভাবে ডকুমেন্টেশন করবে তা নিয়ে জোর দিচ্ছে না। এনওয়াইপিডি নিজেই যদি প্রক্রিয়াটিকে বোঝা মনে করে তাহলেই এটা বোঝা, তা না হলে এই ডকুমেন্টশন সহজেই করে ফেলা সম্ভব', বলেছেন সিটি কাউন্সিল মেম্বার ক্রিস্টাল হাডসন।

গত ডিসেম্বরে বিলটি পাশ করে সিটি কাউন্সিল। তাতে বলা হয়েছে, সাধারণকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুলিশ তা নথিভুক্ত করবে।

একটি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় গত এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যতগুলো 'লেভেল ৩' স্টপস হয়েছে তার মধ্যে ২৪% ই ছিলো সাংবিধানিক। আর থামানো ও জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে এমন মানুষের মধ্যে ৯৭% ই ছিলো কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা হিসপ্যানিক। এ জন্যই আইনটি আনা হয়েছে যাতে পুলিশের কর্মকান্ড নিয়ে নীতি নির্ধারক তথা সাধারণ মানুষে কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র থাকে।

তবে শেষ পর্যন্ত বিলটিতে ভেটো দিলেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। যারা সমালোচনায় বলা হচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে মেয়র নিউইয়র্কারদের নিরাপত্তাকেই ঝুঁকিতে ফেললেন।

গাজায় মৃত্যু ২৫ হাজার ছাড়াল

(প্রথম পাতার পর)

গাজাজুড়ে হামলা চালিয়েছে তারা।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রোববার জানায়, ইসরায়েলের হামলায় এদিন নিহত ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার ১০৫। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ১৭৮ ফিলিস্তিনী নিহত হন। নতুন করে আরও ২৯৩ জনসহ হামলায় এ কয় মাসে আহত হয়েছেন অন্তত ৬২ হাজার ৬৮১ জন।

ইসরায়েলের হামলায় গাজায় গড়ে প্রতিদিন ২৩৫ জন ফিলিস্তিনী প্রাণ হারিয়েছেন। আর আহত হয়েছেন অন্তত ৫৮৫ জন। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায়। এতে ১ হাজার ১৩৯ ইসরায়েলি নিহত হন। এর পর থেকে গাজায় নারকীয় হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। গাজায় হামলা বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বারবার আহ্বান জানালেও তাতে সাড়া দিচ্ছে না ইসরায়েল।

এদিকে ইসরায়েলি হামলায় গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার মধ্যে প্রায় ২০ লাখ উদ্বাস্তু হয়েছেন। খাবার ও পানির তীব্র সংকটে উপত্যকাটিতে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ এক মানবিক বিপর্যয়।

ডি স্যান্টিসের প্রার্থীতা প্রত্যাহার

(প্রথম পাতার পর)

ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে নিজেই প্রার্থীতা থেকে সড়ে দাঁড়ালেন ডি স্যান্টিস। শুধু তাই নয়, সরাসরি ঘোষণা করলেন অপর প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন। এতে সাবেক এই প্রেসিডেন্টের আবারও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল লড়াইয়ে সামিল হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেলো। আর ডি স্যান্টিসের সড়ে যাওয়া ট্রাম্পের সামনে এখন একক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থেকে গেলে সাউথ ক্যারোলিনার সাবেক গভর্নর নিকি হ্যালি। নিউ হ্যামশায়ারের প্রাইমারির মাত্র দুই দিন আগে ডি স্যান্টিসের এই সড়ে দাঁড়ানো রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্সিয়াল লড়াইয়ে নতুন সমীকরণ দাঁড় করালো।

তবে এর আগেই আইওয়ার প্রাইমারিতে ডি স্যান্টিস গত সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ৩০ পয়েন্টে হারেন। এতে তার ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠে কেনই তিনি আর এই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন? রোববার ডি স্যান্টিস সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিলেন। তিনি স্বীকার করে নেন, জয়ের স্পষ্ট পথ রচনা করতে না পারলে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

একটি ভিডিও পোস্টে তিনি বলেন, আমি আজ ক্যাম্পেইন প্রত্যাহার করে নিলাম। তিনি আরও বলেন, 'এখন জনপ্রিয়তায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকেও ছাড়িয়ে গেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ অবস্থায় রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থীর প্রতিই আমার সমর্থন থাকবে এমন একটি অঙ্গীকারনামায় সই করেছি। আমি আমার অঙ্গীকার রাখবো।'

Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popularlaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
tax refund
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.popularlivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us





সিলেট এমসি কলেজ এলামনাই'র কার্যকরী কমিটির শপথ গ্রহণ

(শেষের পাতার পর)

মোনাজাত পরিচালনা করেন মোহাম্মদ আকমল হোসেন খাঁন। খবর ইউএনএ'র।

সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুল কালাম, সহকারী কমিশনার মহিউদ্দীনকে সাথে নিয়ে প্রথমে সভাপতি সফিক উদ্দীন চৌধুরীকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এরপর নবনির্বাচিত সভাপতি সফিক উদ্দীন চৌধুরী কমিটির অন্যান্য কর্মকতা ও সদস্যদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

অভিষিক্তরা হলেন: সহ সভাপতি- শাখাওয়াত আলী, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজু, সহ সাধারণ সম্পাদক- মামুনুর রশীদ ও ইফজাল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আকমল হোসেন খান, ক্রীড়া সম্পাদক- মোহাম্মদ সামাদ মিয়া, সাস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক- মোহাম্মদ সেলিম আদমজি এবং নির্বাহী সদস্যবৃন্দ হলেন: মাহফুজুল বারী চৌধুরী, অধ্যাপক এডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কাজী অদুদ আহমেদ, হাসান আলী, দিদার শাহিন, মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ চৌধুরী ও মোহাম্মদ গোলাম কিবরীয়া চৌধুরী। উল্লেখ্য, সংগঠনের কয়েকজন কর্মকর্তা বাংলাদেশে অবস্থান করায় তারা ঐ অনুষ্ঠানে শপথ নিতে পারেন নি। তারা নিউইয়র্ক ফিরলে শপথ নেবেন বলে জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে নবনির্বাচিত সভাপতি সফিক উদ্দীন চৌধুরী মধ্যাহ্ন ভোজের পরে সংগঠনের সকলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সাংস্কৃতিক পর্বে সিলেটের আঞ্চলিক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শৌখিন শিল্পী হামিদ ইকবাল।

অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের ট্রাষ্টি যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, সুফিয়ান খাঁন ও ইয়েমিন রশীদ ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নিজাম উদ্দীন আহমদ, আলী আজমল রিয়াজী, কবীর চৌধুরী, পপ্রাক্তণ সাধারণ সম্পাদক জামাল সোয়েজ আহমেদ, মাহিয়া জাহান, জুলকার হায়দার, মোহাম্মদ নাজির উদ্দীন, সালেহ আহমেদ, মিসকাত জাহান, শহিদুল ইসলাম, হামিদ ইকবাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বলিউড তারকাদের দেহরক্ষীরা কে কত পারিশ্রমিক পান

(শেষের পাতার পর)

আমাদের প্রিয় তারকাদের অতিরিক্ত সতর্ক দেহরক্ষী দিয়ে পাহারা দিতে দেখি, যাতে নিরাপত্তার কোনো ত্রুটি না হয় বা কেউ তাদের কাছাকাছি না যায়। তারকা অভিনেতাদের বডিগার্ড অর্থাৎ দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্বরত ব্যক্তিরা প্রায়শই জনসাধারনের ভীড়ের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে।

এমন কী যেকোন অঘটন, হুমকি ও বিপদ থেকে রক্ষা করতে নিজের প্রাণ দিতেও পিছপা হন না এই দেহরক্ষীরা। ছায়ার মতো ২৪ ঘন্টা তারকাদের সঙ্গে লেগে থাকেন তারা। দায়িত্বের জন্য তারা যেমন জীবন বাজি রাখেন, তেমনি তাদের পারিশ্রমিকও আপনাদের হতবাক করে দেবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক বলিউডের জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী কিছু তারকার দেহরক্ষীদের পারিশ্রমিক। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, তাদের বার্ষিক আয় জেনে নিন।

শাহরুখ খান: বলিউডের বাদশা তিনি। যেখানেই যান হাজারও মানুষের ভীড় জমে যায়। তাই তাকে নিরাপত্তা দিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয় তাঁর দেহরক্ষীর। শাহরুখ খানের দেহরক্ষীর নাম রবি। তিনি বছরে পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন ২.৭ কোটি রুপি। শাহরুখের সব থেকে ভরসার কর্মী তিনিই। আরিয়ানকে তিনিই আগলে রাখেন সবসময়।

সালমান খান: ফিল্মি দুনিয়ায় সালমান খান যেমন তুমুল জনপ্রিয় তেমনি তাঁর দেহরক্ষীও ভীষণ জনপ্রিয়। বারবার খবরের শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছেন সালমানের রক্ষাকর্তা শেরা। পারিশ্রমিক হিসেবে বছরে তিনি নিয়ে থাকেন ২ কোটি রুপি।

আমির খান: বলিউডের পারফেকশনিষ্ট আমির খানের দেহরক্ষীর নাম যুবরাজ ঘোরপাড়ে। আমির খানের মতো তাঁরও বার্ষিক আয় কম নয়। বছরে ২ কোটি রুপি পারিশ্রমিক পান তিনি।

ক্যাটরিনা কাইফ: বলিউড ডিভা ক্যাটরিনা কাইফের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন তাঁর দেহরক্ষী দীপক সিংহ। বছরে তিনি পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন ১ কোটি রুপি।

অক্ষয় কুমার: বলিউডের খিলাড়ি অক্ষয় কুমার পর্দায় বা বাস্তব জীবনে মারমুখী হলেও তাঁকে দেখে রাখার জন্যও সর্বদা নিয়োজিত থাকে একজন দেহরক্ষী, যার নাম শ্রেয়সে। বহু বছর ধরে সুপারস্টারের সঙ্গে রয়েছেন তিনি। তাঁর বার্ষিক আয় ১.২ কোটি রুপি।

আলিয়া ভাট: ভাট পরিবারের কন্যা হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই নিরাপত্তার চাদরে থাকেন আলিয়া ভাট। আলিয়া যখন ছোট, সুনীল তালেকর তাকে রক্ষা করতেন সবসময়। এখনও তাকেই নিজের দেহরক্ষী হিসেবে রেখেছেন আলিয়া। বছরে সুনীলের আয় ১ কোটি রুপি।

অমিতাভ বচ্চন: অমিতাভের ছায়াসঙ্গীর নাম জিতেন্দর শিন্ডে। বহু বছর ধরে বিগ বিকে নিরাপত্তা দিয়ে আসছেন তিনি। অভিতাভকে সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি বছরে পান ১.৫ কোটি রুপি।

দীপিকা পাড়ুকোন: বলিউডের শীর্ষ নায়িকা তিনি। বছরে ২-৩ টি হিট চলচ্চিত্র উপহার দিয়েই যাচ্ছেন। আয়ও সব নায়িকার চেয়ে অনেক বেশি। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জালাল বছরে পারিশ্রমিক পান ২ কোটি রুপি। সারাক্ষণই দীপিকাকে ঘিরে থাকেন জালাল।

শীতে শিশুদের সুস্থ রাখতে জেনে নিন

(শেষের পাতার পর)

আধিক্য। বারবার হাত ধোয়া, নাকে-মুখে হাত না দেয়া, সর্দি-কাশি হলে রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করা, একজনের গ্লাস অন্যজন ব্যবহার না করার ব্যাপারে শিশুদের সচেতন করে তুলতে হবে। বাসার বড়দের সর্দি-কাশি থাকলে মাস্ক ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তোলা ভালো। খেয়াল রাখতে হবে, শিশু যেন ঘেমে না যায়। পর্যাপ্ত তরল খাবার নিশ্চিত করা জরুরি এ সময়।

শিশু ঘন ঘন শ্বাস নিলে কিংবা শ্বাস নেয়ার সময় বুকের খাঁচা ভেতরে দেবে গেলে, শিশু নেতিয়ে পড়লে, বুকের দুধ টেনে খেতে না পারলে, অনবরত বমি করলে, ৮ ঘণ্টার বেশি সময় প্রস্রাব না করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

মনে রাখবেন নিজে থেকে শিশুকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো যাবে না। যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তাদের চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ খাওয়াতে হবে। বাসায় কী ওষুধ রাখা প্রয়োজন, সে বিষয়ে চিকিৎসকের সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।

ভাইরাসজনিত ডায়রিয়ার প্রকোপ শীতকালে অনেক বেশি। তাই ডায়রিয়া হলে শিশু যেন পানিশূন্যতায় না ভোগে, সে দিকে নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি। নিপাহ ভাইরাসের বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পর্কে কম-বেশি সবারই কিছুটা জানা আছে। বাদুড়ের মাধ্যমে সাধারণত এ রোগ ছড়ায়। বড়দের পাশাপাশি শিশুদেরও নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণ হয়। এই রোগে মৃত্যুহার অনেক বেশি। আমাদের দেশে খেজুরের রস থেকে এই রোগ ছড়ানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই এ সময় খেজুরের রস খাওয়া এমনকি গরম করে খাওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে। শীতকালে গরম পানির ব্যবহার অনেক বেশি। গ্রামে, এমনকি শহরেও আগুন পোহানোর প্রবণতা দেখা যায়। এ ছাড়া পিকনিক করা এবং আগুন জ্বালিয়ে রাতে উৎসবের আমেজ শীতকালে বেশি হয়ে থাকে। শিশুদের আগুনে পুড়ে যাওয়ার হার শীতকালে বেশি। শীতকালে আগুনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

শীতকালে নবজাতকের যত্নের দিকে বেশি নজর দিতে হবে; বিশেষ করে যেসব শিশুর জন্মগত ওজন আড়াই কেজির নিচে। জন্মের প্রথম তিন দিন নবজাতককে গোসল করানো যাবে না। পরবর্তী পরিচর্যার জন্য চি-কিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। নাভীতে সেঁক দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সরিষার তেল নবজাতক, এমনকি শিশুদের ত্বকের জন্যও ক্ষতিকর। তাই ত্বকে, নাকে ও কানের ভেতর সরিষার তেল দেয়া যাবে না।

শীত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নবজাতককে কাপড় দিয়ে ঢাকার ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে। শিশুর নাক বা মুখে কাপড় আটকে যাতে শ্বাস বন্ধ হয়ে না যায়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। অতিরিক্ত কাপড়ে নবজাতক ঘেমে যাচ্ছে কি না, সে ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে।

ডিভোর্সের পর কত টাকা পাবেন সানিয়া?

(শেষের পাতার পর)

তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিক। ২০১০ সালে সানিয়া মির্জাকে বিয়ে করার সময় আয়েশা সিদ্দিকী নামে এক মেয়ে নিজেকে শোয়েব মালিকের স্ত্রী বলে দাবি করেন। আয়েশার বক্তব্য ছিল ২০০২ সালে শোয়েবের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। প্রমাণ হিসেবে তিনি সেই বিয়ের ভিডিও ক্লিপও প্রকাশ্যে আনেন।

সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুসারে আয়েশা শোয়েবের থেকে শুধুমাত্র ডিভোর্স নিতে চেয়েছিলেন। পরে অবশ্য জানা যায় যে, শোয়েব তাকে ১৫ কোটি টাকা খোরপোশ দিয়েছিলেন। যদিও শোয়েব মালিক এ বিয়ের কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু সানিয়ার সঙ্গে বিয়ের কয়েক দিন আগেই ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি প্রথম স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকীর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিভোর্স নিয়ে নেন। এখন যেহেতু শোয়েব মালিক ভারতীয় টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জাকে ডিভোর্স দিয়েছেন- তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ডিভোর্সের পর সানিয়া মির্জা কত টাকা পাচ্ছেন।

সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুসারে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শোয়েব মালিকের সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২৮ মিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার সম্পদের পরিমাণ ২৫ কোটি মিলিয়ন ডলার।

সিলেটে চার ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর মৃত্যু

জৈন্তাপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভাঙচুর, ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি



আবুল কাশেম রুমন, সিলেট থেকে: সিলেটের জৈন্তাপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় শুক্রবার (১৯ জানুয়ারী) ছাত্রলীগের চার নেতাকর্মী নিহত হন। এ ঘটনার পর স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য হাসপাতালে রীতিমতো তান্ডব চালিয়েছে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছে। এ সময় তারা ভাঙচুর করে এ্যাম্বুলেন্স, জরুরী বিভাগের বিভিন্ন সরঞ্জামসহ হাসপাতালের আসবাবপত্র। এছাড়া কর্তব্যরত ডাক্তারকে মারধর ও হাসপাতালের গ্যারেজে থাকা একটি নতুন জিপ গাড়িও জ্বালিয়ে দেয়।

ঘটনার ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (টিএইচও) ডা. মো. সালাহ্উদ্দিন মিয়া বলেন, গত শুক্রবার (১৯ জানুয়ারী) রাতে দুর্ঘটনার পর প্রথমে দু'জনের মৃতদেহ নিয়ে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে আসেন তারা। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক (ইএমও) হিল্লোল সাহা দুই জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর কিছুক্ষণ পর আরো দু'জনকে নিয়ে আসেন কয়েক জন। তবে এই দু'জনও আগে থেকেই মৃত ছিলেন। তাই আমাদের কিছুই করার ছিলো না।

টিএইচও সালাহ উদ্দিন মিয়া বলেন, নেতাকর্মীদের সামনেই আমরা ইসিজি করে দেখিয়ে ছিলাম যে তাদের হাসপাতালে আনার আগেই মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তারা মানতে রাজি নন। একপর্যায়ে উত্তেজিত নেতাকর্মীরা আমাদের চিকিৎসকের গায়ে হাত তুলে জরুরী বিভাগসহ হাসপাতালে ভাঙচুর শুরু করেন। এ সময় পুলিশের অবস্থান জানতে চাইলে তিনি বলেন, পুলিশের সামনেই হামলা চালানো হয়েছে। তারা অন্তত দুই থেকে তিন শত লোক ছিলেন আর অল্প কয়েক জন পুলিশ তাদের কিইবা করার আছে।

ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ জানতে চাইলে ডা. মো. সালাহ্উদ্দিন মিয়া বলেন, দুটি গাড়ি গ্যারেজে ছিলো। তারা গ্যারেজের তালা ভেঙে একটি অ্যাম্বুলেন্স ভাঙচুর করে আর অপরটি সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয়। এছাড়া হাস-পাতালের আসবাবপত্র ও জরুরী বিভাগের বিভিন্ন সরঞ্জাম ভাঙচুর করা হয়েছে। ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ করে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

হাসপাতাল ভাঙচুর ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগের বিষয়ে জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, নিহতের স্বজনরা আবেগের বশবর্তী হয়ে এমনটি করেছেন। এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ দিলে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নিবো।

একস্লিপ

(শেষের পাতার পর)

পাশাপাশি দু'একজন সাংবাদিক/ফটো সাংবাদিক-কে নিমন্ত্রণ করে পরবর্তীতে তার খবরটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকারে সকল মিডিয়ায় প্রকাশ ও প্রচারের জন্য প্রেরণ করছেন। অথচ কোন মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছেন না। অথচ প্রচারটা পুরোপুরিই চাচ্ছেন। যেখানে তারা একটি অনুষ্ঠান আয়োজনে হাজার হজার ডলার ব্যয় করতে পারছেন, কিন্তু মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেয়ার কথা তারা জেনেশুনেই ভুলে যান বা যাচ্ছেন! বিষয়টি মিডিয়া মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

নিউইয়র্কের ইস্ট ভিলেজের

(শেষের পাতার পর)

আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে তাদের ৩০ দিন ও ৬০ দিন অবস্থানের সময়সীমা পার করে কোথাও না কোথাও বিছানা পেতে থাকছে এই মানুষগুলো।

কিন্তু তারা পায়খানা প্রস্রাবের জন্য বেছে নিচ্ছে সাইডওয়াক ও স্ট্রিটগুলো। সিটির পার্ক ডিপার্টমেন্ট তাদের পার্ক বাঁচাতে হিম-শিম খাচ্ছে। স্থানগুলো এতটাই নোংরা ও পুঁতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে যে কর্মীরা পার্ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

জন ক্যাশভান নামে একজন স্ট্রিট ক্লিনার বলছিলেন, 'দেখলাম একটি কাপ পড়ে আছে। ভাবলাম কেউ বোধ হয় হটচকলেট খেতে গিয়ে ফেলে রেখেছে। কিন্তু কাছে গিয়ে বুঝতে পারি ওটা হট চকলেট নয়!'

গেলো সপ্তাহে স্থানীয়রা ও স্বেচ্ছাসেবীরা জানান, তারা সাবেক স্কুলটির প্রবেশ পথে কাপে ভরা প্রস্রাব ফেলে রাখা দেখতে পেয়েছেন। গাছের তলায়, পার্ক করা দুটি গাড়ির মাঝখানে দেখা গেছে পায়খানা করেছে কেউ। 'অনেকেই মাটিতে না করে কোনো প্লাস্টিক কাপে প্রস্রাব করছে আর সেগুলো রেখে যাচ্ছে কোনো বাড়ির দরজার সিঁড়িতে। গ্যারেট রোসো নামের একজন জানালেন, প্রস্রাব ভরা এমন অন্তত এক ডজন কাপ তিনি নিজেই দেখেছেন। পার্কের উত্তর-পূর্ব অংশটি এমন পায়খানা-প্রসাবের কাপ, খাবারের অবশিষ্টাংশ আর নানা আবর্জনায় ভরা। মাইকেল ব্র্যাটলি, ৭৩ বলছিলেন তিনি এখন আর পার্কের ওইদিকটাতে হাঁটতে যান না। কয়েক হাজার মানুষ তাদের বাথরুম সাড়ার জন্য পার্কের এই দিকটাই বেছে নিচ্ছে।

একজনতো মেয়র এরিক অ্যাডামসকে এক হাত নিলেন এই বলে যে, তিনিই হাত বাড়িয়ে এই মাইগ্র্যান্টদের এখানে ডেকে এনেছেন। আর তাদের এসব নেইবারহুডে ঠেলে দিয়েছেন কোনো পরিকল্পনা কিংবা কোনো নির্দেশনা ছাড়া। তাও একজন দুজন নয়, শত শত- এমনকি হাজার হাজার মানুষ।

পার্কে পোর্ট অ্যা পটিজ বসানো হয়েছিলো কিন্তু সেগুলোকেও এতটা নোংরা করে ফেলা হয়েছে যে পার্ক ওয়ার্কাররা সেগুলো তুলে নিয়ে গেছে। এখানে বাথরুমটাই এখন বড় বিষয়। আমরা এ বিষয়ে প্রশাসনের সহায়তা চেয়েছি, বলছিলেন কমিউনিটি বোর্ডের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার সুজান স্টেটজার।

নিউ ইয়র্কে ৩৮৬ মিলিয়ন ফেন্টানিল ডোজ জব্দ, সব মার্কিনিকে হত্যা সম্ভব!

ঢাকা ডেস্ক, ১৯ জানুয়ারি : নিউ ইয়র্ক রাজ্য থেকেই ২০২৩ সালে ৩৮৬ মিলিয়ন প্রাণঘাতী ফেন্টানিল ডোজ উদ্ধার করা হয়েছে। এটাই ফেন্টানিল ডোজ উদ্ধারের এযাবতকালের রেকর্ড। আর এই ডোজগুলো সব আমেরিকানকে হত্যার জন্য যথেষ্ট।

জব্দ করা ড্রাগের মধ্যে প্রায় ১০ ভাগ অন্য ওষুধের নামে পিল ও পাওডার হিসেবে বাজারজাত করা হচ্ছিল। বাকিগুলো ফেন্টানিল নামেই বিক্রির চেষ্টা ছিল বলে ফেডারেল অ্যাজেন্সি ডিইএর নিউ ইয়র্ক শাখা জানিয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রায় ১২ হাজার পাউন্ড ফেন্টানিল পাওডার এবং ৭৭ মিলিয়ন সম্ভাব্য পিল জব্দ করা হয়েছে। আগের বছরের তুলনায় ২০২৩ সালে জব্দের হার বেড়েছে ১১৯ ভাগ।

কোনো মানুষকে মারার জন্য মাত্র দুই মিলিগ্রাম (যা একটি পেন্সিলের ডগার সমান) ফেন্টানিলই যথেষ্ট। ডিইএ জানিয়েছে, প্রায় ৪.২ মিলিয়ন পিল এবং ১,১০০ পাউন্ড পাওডার অন্য ওষুধের ছদ্মাবরণে ছিল।



অনেক সময় প্রেসক্রিশন ওষুধের নামেও এসব ড্রাগ বিক্রি হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ডসংখ্যক হাইস্কুলে কিশোর ড্রাগে মারা গেছে। প্রধানত ফেন্টানিল বিষ মেশানো ভুয়া পিল খেয়ে তারা মারা গেছে। ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সে যেসব আমেরিকান মারা যায়, তার অন্যতম কারণ ফেন্টানিলের ওভারডোজ।

নিউ ইয়র্ক সিটির ফেন্টানিলের সবচেয়ে বড় চালানটি ধরা পড়ে অক্টোবরে। ব্রনক্সের একটি মিলে ডিইএ ৫০ পাউন্ড পাওডার ফেন্টানিল এবং দুই লাখ পিল জব্দ করা হয়। এটাই নিউ ইয়র্কে এ যাবতকালের বৃহত্তম মাদক আটকের ঘটনা।

এর এক মাস পর একটি ডে কেয়ার সেন্টারে গোপন ড্রাগ মিল আবিষ্কৃত হয়। প্লেরুমে এক বছরের একটি শিশু প্রাণঘাতী এই ড্রাগ গ্রহণ করার পর মারা যাওয়ার পর বিষয়টি জানা যায়।

২০২২ সালের জুন থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ড্রাগ বিষে এক লাখ ১২ হাজার ৩০০-এর বেশি আমেরিকান মারা গেছে। এর প্রায় ৭০ ভাগ হয়েছে ফেন্টানিলের প্রভাবে।

নিউ ইয়র্কে ২০২৩ সালে ড্রাগ পয়েজনিংয়ে মারা গেছে প্রায় ছয় হাজার ব্যক্তি। এর প্রায় অর্ধে হয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটিতে।

নিউ ইয়র্ক ডিইএ আরো দেখেছে যে মেথাফেটামিন আটক বেড়েছে ২৭০ ভাগ, মেথাফেটামিন পিল জব্দ বেড়েছে ৩০৭ ভাগ, কোকেন জব্দ বেড়েছে ৫৫ ভাগ।

এছাড়া ২০২৩ সালে ওমাহা, নেব্রাস্কা ও কানসাস সিটি, মিসৌরিতেও রেকর্ড পরিমাণ ফেন্টানিল জব্দ করা হয়েছে।

পাকিস্তান-ইরানকে সংযত থাকার আহ্বান জাতিসংঘের



ঢাকা ডেস্ক, ১৯ জানুয়ারি : ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। তবে তাদের বর্তমান সংঘাতটি অভ্যন্তরীণ। পাশাপাশি সীমান্ত উত্তেজনাও বৃদ্ধি করেছে। এই উত্তেজনা বন্ধ করে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ।

বৃহস্পতিবার ইরান ও পাকিস্তানের প্রতি সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ।

একে অপরের ভূখণ্ডে পাল্টাপাল্টি হামলা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে এ আহ্বান জানানো হয় সংস্থাটি।

জাতিসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক বলেন, সম্প্রতি ইরান ও পাকিস্তানের পাল্টাপাল্টি সামরিক হামলা এবং দুই পক্ষের প্রাণহানির ঘটনা নিয়ে মহাসচিব গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

তিনি বলেন, ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে যে কোনো নিরাপত্তা সমস্যা ও উদ্বেগ অবশ্যই শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার মাধ্যমে সার্বভৌমত্বের নীতি অনুসারে সমাধান করা উচিত।

এদিকে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কারবি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র 'অত্যন্ত নি-বিড়ভাবে' পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

কারবি বলেন, 'দুই দেশই অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ দেশ। আমরা চাই না উত্তেজনা আরও বাড়ুক।'

প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বৃহস্পতিবার ইরানে হামলা চালিয়েছে। তেহরান আগের দিন একই ধরনের হামলা চালানোর পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। দুই দেশই বলেছে– জঙ্গি আস্তানার বিরুদ্ধে এ হামলা চালানো হয়েছে।







বুবলীকে নিয়ে সন্তুষ্ট কলকাতার নির্মাতা

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম বুবলীর ক্যারিয়ারের প্রথম কলকাতার সিনেমায় তার চরিত্রের লুক প্রকাশ হয়েছে। সেই সঙ্গে সামনে এসেছে এই সিনেমায় তার দুই সহশিল্পী কৌশিক গাঙ্গুলি ও সৌরভ দাসের লুকও।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে– বুবলী, কৌশিক ও সৌরভের চরিত্রের নাম অঞ্জন, ডিকে এবং শ্বেতা। 'ফ্ল্যাশব্যাক' পরিচালনা করছেন রাশেদ রাহা। সিনেমার শুটিংয়ের কাজে গত ৭ জানুয়ারি কলকাতায় উড়াল দিয়েছেন বুবলী। এরই মধ্যে কলকাতা পর্বের শুটিং শেষ হয়েছে, পরবর্তী শুটিং হবে ডুয়ার্সে। এই মাসের মধ্যেই শুটিং শেষ করে ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে 'প্রহেলিকা' সিনেমার এ নায়িকার।

নির্মাতা রাশেদ রাহা ফ্ল্যাশব্যাককে সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার বলছেন। চিত্রনাট্য এগিয়েছে পাহাড়ের প্রেক্ষাপটের গল্পে। এতে দেখা যাবে, মঞ্চনাটকের একসময়ের স্বনামধন্য এক অভিনেতা অঞ্জন। বহুদিন হলো সব ছেড়েছুড়ে অনেকটাই অদৃশ্য তিনি। এখনো অঞ্জন অভিনয় করেন, তবে মঞ্চে কিংবা পর্দায় নয়, বাস্তবে।

বাস্তবের দৃশ্য চলতে চলতে তার অভিনয়ের চিত্রনাট্য লেখা হতে থাকে। এভাবেই হঠাৎ একদিন অঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ডিকে ও শ্বেতার। ডিকে স্বভাবে ভবঘুরে। আর শ্বেতা তরুণ ফিল্মমেকার। তিনজনের একসঙ্গে চলার কয়েকটি দিন সিনেমার চিত্রনাট্যের চেয়েও রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে।

বুবলীকে নির্বাচনের কারণ জানিয়ে নির্মাতা রাশেদ রাহা বলেন, শ্বেতা চরিত্রটির জন্য আমাদের বিবেচনায় অনেকেই ছিল। তবে আমাদের মনে হয়েছে, বুবলী ভালো করবে। সে যথেষ্ট পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল। এখন পর্যন্ত তার যতগুলো দৃশ্য সম্পন্ন হয়েছে, আমরা সন্তুষ্ট ও ভীষণ আশাবাদী।

নুসরাত চাইলেও সাড়া দিচ্ছেন না মিমি, কী হয়েছে তাদের?

বিনোদন ডেস্ক: কলকাতার জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী নুসরাত জাহান ও মিমি চক্রবর্তী। দুজনই টালিউডের 'বেস্ট ফ্রেন্ড' ছিলেন। কিন্তু তাদের সেই সম্পর্কে ফাটল ধরেছে অনেক দিন হলো। তবে কেন তাদের মধ্যে দূরত্ব তা নিয়ে শুরু থেকেই চুপ ছিলেন দুজন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মিমির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন নুসরাত।

গত ১৯ জানুয়ারী শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে নুসরাত-যশ প্রযোজিত ছবি 'মেন্টাল'। এর আগেই আনন্দবাজারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নুসরাত বললেন, 'ছবির প্রিমিয়ারে মিমিকে আমন্ত্রণ জানাবো।' তিনি বলেন, 'শুনেছি প্রযোজনা সংস্থার ইভেন্টে মিমিকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। কিন্তু নিমন্ত্রিত থাকার প্রমাণ আমরা পরে দিয়েছিলাম। এবারও নিমন্ত্রণ করব। আর চাইব বন্ধু হিসেবে সে আমাদের পাশে থাকুক'।

মিমির সঙ্গে দূরত্ব প্রসঙ্গে নুসরাত বলেন- 'ব্যক্তিগত কারণে আমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তবে এখনও মিমিকে ভালোবাসি আমি এবং নিশ্চিত মিমিও আমাকে ভালোবাসে আগের মতোই'।

'আমাদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে সেটা কথা বলে মিটিয়ে নিতে চাই। তবে সম্পর্ক ঠিক করতে হলে দুজনকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমি কয়েকবার সেটা চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে সাড়া পাইনি', যোগ করেন নুসরাত।

এর আগে মিমি জানিয়েছিলেন, 'কাছের মানুষরা আমার বিশ্বাস ভেঙেছে। তাই সহজে কাউকে বিশ্বাস করার জায়গাটা আর তৈরি হয় না'।





এবার বিধবা চরিত্রে শ্রাবন্তী

বিনোদন ডেস্ক: 'সাদা রঙের পৃথিবী' সিনেমাটি টালিউড অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ও রাজর্ষি দের পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে। সম্প্রতি এ সিনেমার পোস্টার লঞ্চ হয়েছে। সিনেমার পোস্টার প্রকাশ উপলক্ষ্যে কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন শ্রাবন্তীসহ সিনেমার সব কলাকুশলী। সিনেমাটি বিধবাদের জীবন কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। এতে শ্রাবন্তী কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন।

'সাদা রঙের পৃথিবী' সিনেমাটি মূলত ভারতে বিধবা পাচারের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে। থ্রিলার ঘরানার গল্পের মাধ্যমে এক অভিনব উপায়ে ভারতের বিধবাদের জন্য নির্বাচিত আবাস কাশীকে উদযাপন করবে এ সিনেমা।

কলকাতার নন্দনে 'সাদা রঙের পৃথিবী' সিনেমার পোস্টার প্রকাশ হয়েছে। পোস্টার উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী ইন্দ্রনীল সেন, শ্রী দেবাশীষ কুমার, শ্রীমতি সোহিনী শাস্ত্রী ও শ্রী অমিত আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে এদিন সবাই সাদা পোশাকে হাজির হয়েছিলেন।

বিধবা পাচারের ওপর ভিত্তি করে এই প্রথম ভারতে কোনো সিনেমা তৈরি হলো। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত অন্য কোনো ভাষাতেও সিনেমা তৈরি হয়নি বলে নির্মাতা দাবি করেছেন। এটি ভারতের বারাণসীর বিধবাদের বর্ণহীন জগতের কথা তুলে ধরবে। সেসব মানুষের কথা বলবে, এ সিনেমা যাদের জীবন তাদের সাদা শাড়ির মতোই বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু এই আদিম রীতির আড়ালে অপরাধী মাস্টারমাইন্ডদের ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে, ছলনা করে যারা এই হতভাগ্য নারীদের শোষণ করতে উদ্যত হয়ে আছে।

আদর্শ টেলিমিডিয়া এবং অমিত আগরওয়াল নিবেদিত, সুশান্ত সেনগুপ্ত, শ্রাবণী পাল ও রাজর্ষি দের প্রযোজনা 'সাদা রঙের পৃথিবী' সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে। এতে টালিউডের প্রথম সারির ১৯ জন তারকা অভিনয় করেছেন।

Happy New Year 2024

- আপনি কি নিউ ইয়র্ক শহরে বাড়ির মালিক হতে চান?
- এখনই বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ!
- আজই যোগাযোগ করুন
- আমরা মিনিমাম পেমেন্টে বাড়ি ক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকি।







NEXT LEVEL HOMES GROUP

NISHA

Real Estate Professional

Contact No: (718) 687-7585

221-21 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

nishanirealty@gmail.com

www.nextlevelhomesgroup.com/

www.facebook.com/NextLevelHomesGroup

সাহিত্য সাময়িকী

যদি তুমি থাকতে এখানে
নাসির আহমেদ

শরতের শাদা ফুলে ছেয়ে গেছে সবুজ উদ্যান
অথচ শেফালী, জুঁই, হাস্নাহেনা, গন্ধরাজ, টগর, মল্লিকা
কোনো ফুলে ঘ্রাণ নেই!
কেবল তুমিই জানো কেন এই বিপর্যয় আজ!

তুমি নেই বলে এই ঋতুচক্র ছন্দহীন, হরিৎ ধানের ক্ষেত
সোনারং পাবে বলে হাওয়া প্রতীক্ষায় ।
ততোধিক প্রতীক্ষায় আমার শিশিরস্নাত অস্তিত্বের ঘাস!
যেন শীতে পাতাঝরা দুঃখিত নিসর্গ আমি ধূসর মলিন ।

দুর্গাপূজা ঘিরে কত ঢাক ও কাঁসর বাজে,
আকাশের নীল ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাকে ঝাকে
দোয়েল, কোয়েল, টিয়ে, এসেছে শরৎ ।
অথচ আমিই দীর্ণ শীতের তান্ডবে ঝরা পাতা!

উৎসবের এত সুর বাজে দিকে দিকে
তবু আমি নিরানন্দ নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলি:
অপেক্ষায় থাকো স্বপ্ন, বাঁচো তুমি আরো কিছুকাল ।
জীবন যেখানে ক্ষত-বিক্ষত প্রত্যহ,
সেখানে কী আশা!

যদি তুমি একবার আসতে এখানে, তবে
ফুটতো জীবনে শরতের কাশফুল
এবং শরৎ হতো পুষ্প-গন্ধময় ।

ভূ-রাজনীতিময় চাঁদ
শেখর ভট্টাচার্য

কাঁচা হলুদের মতো জ্যোৎস্নার প্লাবন দেখে তুমি বললে
এর চেয়ে ভূত অমাবস্যা ঢের ভালো
ভূ-রাজনীতিময় চাঁদ আমাদের গিলে খাবে, সাবধান!
প্রমত্তা পদ্মার স্রোতের ভিতর রূপালি ইলিশের নৃত্য
তোমার কাছে লোভের মোহে ফেলার ষড়যন্ত্র ।

জল দাস, দল দাস, বল দাসের মনস্তত্ব শিখে নাও,
না হলে ইকারুসের ডানা পরিয়ে বলবে শূন্যে ওঠো,

সূর্যের মুখে পড়ে 'মুখপোড়া' হয়ে মিশে যাবে পঞ্চভূতে ।
প্রকৃতি, ভালোবাসা নিশ্চিহ্ন হবে,
প্যাস্টেলের ছবি ম্যাজিকের মতো উবে যাবে নিভৃতে ।

ছোট হয়ে যাচ্ছে সবকিছু
মেহেদী ইকবাল

ছোট হয়ে যাচ্ছে সবকিছু
ছোট হতে হতে হতে হতে কত না ক্ষুদ্র হায় পৃথিবী আমাদের!
আমাদের ছোট ছোট চোখ
ছোট হাত ছোট পা
দিন দিন কত না ছোট মস্তিষ্ক আমাদের!

ছোট হয়ে যাচ্ছে সবকিছু
ছোট হয়ে যাচ্ছে নদী, ছোট মাঠ, ছোট আকাশ
আমাদের ছোট চিন্তা
ছোট ছোট মন, মনন আর মনীষা ।

ছোট হয়ে যাচ্ছে সবকিছু
আমাদের ছোট ছোট মুখ
আমাদের ছোট প্রাণ অতি ছোট কাজ
তবে ছোট নয় কথা কিন্তু থেকে যাচ্ছে বড়

শুধু বড় বড় কথা!

ছোটো হওয়ার গল্প
জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

সবকিছু যেভাবে ছোটো হচ্ছে সেভাবেই ছোটো হও
এই যেমন ছোটো হচ্ছে জামার হাতা
ছোটো হচ্ছে যাতা, পরীক্ষার খাতা
বাপ-দাদার বসত ভিটা
আত্মীয়-স্বজনের বাড়ির পিঠা.... ইত্যাদি.... ইত্যাদি!

তবে কেবল এখানেই শেষ নয় পুতুল নাচের ইতিকথা
ছোটো হয়ে আসছে আমাদের হৃদয়ের বড় বড় ব্যথা
ছোটো হয়ে আসছে দিন শুরু আর শেষের সবিতা
ছোটো হয়ে গেছে আমার লেখা বড়ো দৈর্ঘ্যের কবিতা!!



মধ্যবিত্তের দোলা
মুস্তফা হাবীব

লাজ শরমের মাথা খেয়ে যারা অকুণ্ঠ
মানুষের দ্বারস্থ, কাতর কণ্ঠে হাত বাড়ায়
এরা অন্যবিত্ত, এক জনমে অভাব ফুরোয়না এদের ।

যারা সাধারণ মানুষের মহল ছেড়ে দূরে থাকে
পরাক্রমশালী, রোজ ভোগ- বিলাসে বৈচিত্র খোঁজে
কিনতে চায় সম্পদের বোবা পাহাড়, আকাশপথ ।
এদের স্বপ্ন- চাহিদার লাগাম ধরার সাধ্য নেই কারো,
নিজের ফ্ল্যাটে ফুলের বিছানায় ঘুমোবার পর
ঘুমুতে যায় সামুদ্রিক রিসোর্ট সেন্টারে- শূণ্যলোকে ।

যারা মধ্যবিত্ত, সমাজ- সংসারের সম্ভ্রম রক্ষায়
সত্যের ওপর দাঁড়ায়, স্রষ্টার আরাধনায় অনঢ় চিত্ত
মধ্যবিত্তের গৌরব নিয়ে বাঁচায় আনন্দ- হিন্দোল,
আমিও এখানেই খুঁজি এক জীবনের লেনদেন ।

খোঁপার ভাষা
দ্বীপ সরকার

খোঁপার ভাষা খুললে এই নাকে
ভেসে আসে কেমন এক আঁশটে গন্ধ
উদোম হও- আমি ঢুকে যাই আরো

যে চোখের উপচোখ নেই- অথচ
দেখে ফেলি যেনো সব
যে চুলের ঘ্রাণ শুঁকলে ঋণী
হয়ে যাই গন্ধরাজের কাছে

আপাতত আরেকটু মেলে ধরো-
আমি যেনো ধূসর করোটি হয়ে
খোঁপার আশপাশে ছড়িয়ে যাই

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



১০ বছর পর রাজনীতিতে তামিম ইকবাল?

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয় সংসদ-সদস্য হয়েছেন এ দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে সবার আগে। এরপর সেই তালিকায় নাম লেখালেন আরেক সাবেক অধিনাক মাশরাফি মুর্তজা। এবার সংসদ-সদস্য হলেন সাকিব আল হাসান। তামিম ইকবাল রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি। জানালেন, ১০ বছর পর তিনিও হয়তো রাজনীতির মাঠে নামবেন।

বিপিএল মাঠে গড়ানোর আগে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন তামিম। সেখানে রাজনীতির প্রসঙ্গও ওঠে। তামিম বলেন, 'এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কথা। আমি এখন না হয় বললাম, ১০ বছর পরে তা হয়ে গেল। আপনি আগেভাগে কিছু অনুমান করতে পারবেন না। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত কোনো আগ্রহ নেই।' ২০২০ সালেও ডয়চে ভেলেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তামিম বলেছিলেন, রাজনীতিতে আসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই তার। মাশরাফি ও সাকিব জাতীয় সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন কী? তামিমের উত্তর, 'আমার সঙ্গে এখনো দুজনের কারও সঙ্গে দেখা হয়নি।

যদি দেখা হয়, কথা তো হবেই। তখন দেখা যাবে কী হয়।'

২০১৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ফেসবুক পোস্টে সাকিব লিখেছিলেন, 'আমি রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছি না। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।' ১০ বছর পর সাকিব এখন মাগুরার সংসদ-সদস্য। তিনিও রাজনীতিতে এসেছেন। তামিম সতর্ক। এছাড়া বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হওয়ার ইচ্ছা নিয়েও মুখ খোলেন তামিম। এই বাঁ-হাতি ব্যাটার বলেন, 'আমার এসবে কোনো আগ্রহ নেই। ভবিষ্যৎ আপনাকে কোথায় নিয়ে যায়, আপনি আগে বলতে পারবেন না। কপালে এমন কিছু থাকলে এমনিতেই হবে। আমি জোর করে চেয়ে তো নিতে পারব না।'

ফরচুন বরিশালের অধিনায়ক তামিম।

মাঠে মেহেদী হাসান মিরাজকে সরব রাখতে চান এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। তাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তামিমের চেষ্টা। এছাড়া দলে রয়েছেন আরও দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ।



বিয়ে কঠিন, বিচ্ছেদও কঠিন: সানিয়া মির্জা

স্পোর্টস ডেস্ক: কিংবদন্তি টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার হাত ছেড়ে নতুন একজনের হাত ধরলেন ক্রিকেটার শোয়েব মালিক। নতুন সেই অতিথির নাম সানা জাভেদ। শনিবার (২০ জানুয়ারী) নিজের ইনস্টাগ্রামে নববধূর ছবি প্রকাশ করেছেন শোয়েব। এর আগেই গত ১৭ জানুয়ারী বুধবার সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছিলেন সানিয়া মির্জা। জীবনবাস্তবতার চরম সত্যতা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সেই পোস্টে।

সানিয়া মির্জা লিখেছেন, বিয়ে কঠিন, বিচ্ছেদও কঠিন, কঠিনকে বেছে নিন। স্থূলতা ভাল নয়, ফিট থাকাও কঠিন, কঠিনকে বেছে নিন। ঋণের মধ্যে থাকা কঠিন, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখাও কঠিন, কঠিনটা বেছে নিন। যোগাযোগ রাখা কঠিন, যোগাযোগ না রাখাও কঠিন, কঠিনকে বেছে নিন। জীবন কখনও সহজ নয়। এটা সব সময় কঠিন। কিন্তু আপনি আপনার কঠিনটা বেছে নিতে পারেন। বেছে নিন। তার দু'দিন আগে সমাজমাধ্যম থেকে শোয়েবের সব ছবি মুছে দিয়েছিলেন ভারতের টেনিস তারকা। একটি মাত্রই ছবি রয়েছে। সেখানে সানিয়া এবং শোয়েবের সঙ্গে তাদের ছেলে ইজহান রয়েছেন। ওই ছবির ক্যাপশনে শোয়েবের নাম উল্লেখ নেই।

ইজহানের জন্মদিন উপলক্ষে সেই ছবিটি পোস্ট করেছিলেন সানিয়া। সেই ছবি ছাড়া শোয়েবের সব ছবি মুছে দিয়েছেন সানিয়া। কিছু দিন আগে পর্যন্তও শোয়েবের ইনস্টাগ্রাম বায়োতে লেখা থাকতো সানিয়ার স্বামী হিসেবে। এরপর নিজেকে একজন 'সুপারউওম্যান'-এর স্বামী হিসেবেও উল্লেখ করেছিলেন শোয়েব। সেই বাক্য সরিয়ে নিয়েছেন। এমনকি তার ইনস্টাগ্রামেও সানিয়ার ছবি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ছেলে ইজহানের সঙ্গে অনেক ছবি দেখতে পাওয়া গেছে।

শোয়েব মালিকের তৃতীয় বিয়ে নিয়ে যা বলছে পরিবার

স্পোর্টস ডেস্ক: সানিয়া মির্জার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের। নতুন করে সানা জাভেদ নামে এক অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছেন শোয়েব মালিক। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও টিভি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সানিয়া মির্জার সঙ্গে বিচ্ছেদে অসন্তুষ্ট হয়েছে শোয়েব মালিকের পরিবার। তারা চেয়েছিল এই জুটির সংসার টিকে থাকুক। কিন্তু শোয়েব সে কথা কানে তোলেননি।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৪১ বছর বয়সেও অন্য নারীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি স্ত্রী সানিয়া মির্জা। শোয়েব মালিকের ওপর খুশি ছিলেন না তিনি। সানিয়া চেয়েছিলেন সংসার টিকিয়ে রাখতে। কিন্তু শোয়েব সানা জাভেদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন, এমনটা জানার পরই বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ডিভোর্স লেটার পাঠান মালিককে।

সানিয়া মির্জার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরেই সানা জাভেদকে বিয়ে করেন শোয়েব মালিক। এই ক্রিকেটারের তৃতীয় বিয়েতে তার পরিবারের কোনো সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন না। শোয়েব মালিকের বোন জামাই ইমরান জাফর বলেছেন, তাদের বিয়ের বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে জেনেছি। পরিবারের কেউ তাদের বিয়েতে অংশ নেয়নি।

২০১২ সালে পাকিস্তানের ধারাবাহিক 'শেহর-ই-জাত'-এর মাধ্যমে অভিনয় জগতে পা রাখেন সানা জাভেদ। এরপর বেশ কয়েকটি উর্দু ধারাবাহিকে অভিনয় করেন। শোয়েব মালিকের সঙ্গে বিয়ের আগে ২০২০ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের গায়ক উমায়ের জসওয়ালকে বিয়ে করেন অভিনেত্রী। গত বছর উমায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায় সানার। এরপর শোয়েব মালিকের প্রেমে পড়ে যান।





মিরাজকে অধিনায়ক দেখতে চান তামিম

স্পোর্টস ডেস্ক: ফরচুন বরিশালের চোখের মণি তামিম ইকবাল। প্রথম থেকেই বলা হচ্ছিল, তামিমই হবেন দলের অধিনায়ক। বিপিএল ঘনিয়ে এলে গুঞ্জন ওঠে, তামিম তার নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দিতে চান মেহেদী হাসান মিরাজের হাতে। শেষ পর্যন্ত তামিম নেতৃত্বে থাকলেও মিরাজকেও দেখা যেতে পারে বরিশালকে নেতৃত্ব দিতে।

জাতীয় দল ও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই মিরাজকে অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দিতে চান তামিম। তাই তিনি অধিনায়ক হলেও কিছু কিছু ম্যাচে মিরাজকে আর্মব্যান্ড তুলে দিতে পারেন, দিয়ে রাখলেন এমন ইঙ্গিত।

গত ১৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মিরপুরে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তামিম বলেন, ক্যাপ্টেন্সি আমাকে ফ্র্যাঞ্চাইজি দায়িত্ব দিয়েছে। আমি সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি– উনিও আমার মতামতের ব্যাপারে রাজি হয়েছেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে যদি মিরাজকে গড়ে তুলতে পারি তা হলে ভালো।

তামিম ছাড়াও বরিশালের হয়ে খেলবেন মুশফিকুর রহিম, দুজনই আন্তর্জাতিক টি-২০ থেকে নিয়েছেন অবসর। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের বিশ্বকাপ দলে ফেরার সম্ভাবনা থাকলেও অধিনায়কত্ব পাওয়ার আর সম্ভাবনা নেই। তামিমের ভাষ্য– আমি, রিয়াদ ভাই, মুশফিক আমাদের মধ্যে দুজন তো টি-২০ থেকে অবসরে। রিয়াদ ভাইয়েরও আর ক্যাপ্টেন হওয়ার সুযোগ কম। মিরাজের একটা ভবিষ্যৎ আছে, ক্যাপ্টেন হতে পারে। গত বছরও আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম না, কিন্তু মাঠে অ্যাকটিভ ছিলাম। আশা করি এবার মিরাজকে এই দায়িত্ব দিতে পারব।

তামিম বলেন, আমি আছি মুশফিক আছে রিয়াদ ভাই আছে। আমরা সবসময় সহায়তা করব। এই জায়গা থেকে ওর অভিজ্ঞতা হলে সামনে ওর কাজে লাগবে, একসময় ফ্র্যাঞ্চাইজিকে, বাংলাদেশ দলকে লিড দেবে।



৪ বছর পর নির্বাচনি জনসভায় নওয়াজ শরিফ

ঢাকা ডেস্ক, ১৯ জানুয়ারি : পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের তিন সপ্তাহেরও কম সময় বাকি। পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) প্রধান নওয়াজ শরিফ অবশেষে তার দলের নির্বাচনি সমাবেশে উপস্থিত হলেন এবং বক্তব্যও দিলেন।

বৃহস্পতিবার আসন্ন নির্বাচনের বিষয়ে হাফিজাবাদে তার প্রথম জনসাধারণের ভাষণ দেন।

তিনি বলেন, তার মিশন হচ্ছে পাকিস্তানকে 'আবার নিজের পায়ে দাঁড়া করানো'।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে ওকারায় মরিয়মের নেতৃত্বে বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচনি প্রচার শুরু করে পিএমএল-এন। কিন্তু নওয়াজ শরিফ অংশ না নেওয়ায় পাকিস্তান পিপলস পার্টি সমালোচনা শুরু করে।

ডনের খবর অনুসারে, চার বছর স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাটিয়ে গত বছরের অক্টোবরে পাকিস্তানে ফেরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাফিজাবাদে এক সমাবেশে মরিয়মের ভাষণের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

হেলিকপ্টারে করে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছান নওয়াজ শরিফ। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, ২০১৮ সালে যখন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, তখন পাকিস্তানের জনগণ তাদের প্রতিনিধি হারিয়েছিল। তিনি বলেন, আমাকে অপসারণ না করলে হাফিজাবাদের একজন মানুষও বেকার থাকতেন না।

ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফেরা হবে ভয়ঙ্কর: কমলা হ্যারিস

ঢাকা ডেস্ক, ১৯ জানুয়ারি : সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নভেম্বরের নির্বাচনের মাধ্যমে আবার হোয়াইট হাউসে ফিরে এলে তা হবে খুবই ভয়ঙ্কর বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।



বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি নেটওয়ার্কের দ্য ভিউ টকশোতে তিনি এ কথা বলেন। ট্রাম্পের ফিরে আসা ঠেকাতে তিনি ডেমোক্র্যাটদের পাল্টা লড়াই চালানোর আহ্বান জানান।

কমলা হ্যারিস বলেন, আমি ভয় পাচ্ছি বলেই সব দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। তবে তিনি বলেন, আমরা ভয় পাচ্ছি বলে পালিয়ে যাব না। মুখোমুখি লড়ব।

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ে আইওয়া অঙ্গরাজ্যের দলীয় ককাসে বড় জয় পেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার আইওয়া ককাসের মধ্য দিয়ে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ের প্রথম ধাপ শুরু হয়। নভেম্বরের নির্বাচনে জো বাইডেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি।

চলতি বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন। নির্বাচনে জো বাইডেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ে আইওয়া অঙ্গরাজ্যের দলীয় ককাসে বড় জয় পেয়ে এই দৌড়ে তিনি এগিয়েও গেছেন কিছুদূর। এবার এ নিয়ে মুখ খুলেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তিনি বলেন, দ্বিতীয়বার ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসা নিয়ে তিনি বেশ ভীত।

তবে এসবের মাঝেও যেন থেমে নেই ডেমোক্রেট পার্টির প্রচেষ্টা। ওবামা বেশ খোলামেলা আক্রমণ করে চলেছেন ট্রাম্পকে। সম্প্রতি এক বক্তব্যে তিনি বলেন, ট্রাম্প এমন একজন ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে ৯১টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের জন্য হুমকি।

এবার ৯০ হাজার সেনা নিয়ে বিশাল মহড়া শুরু করছে ন্যাটো

ঢাকা ডেস্ক, ১৯ জানুয়ারি : সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া শুরু করতে চলেছে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো। এ মহড়ায় ৯০ হাজার সেনা অংশ নিচ্ছেন। স্নায়ুযুদ্ধের পর এটিই বড় মহড়া হিসেবে ধরা হচ্ছে। আগামী সপ্তাহ থেকে এই বড় মহড়া শুরু হবে বলে জানা গেছে।

রাশিয়ার হামলা হলে সে ক্ষেত্রে জাতীয় ও বহুজাতিক স্থলবাহিনী মোতায়েন এবং সজাগ থাকা নিয়েই মূলত এ মহড়া চালানো হচ্ছে।

ইউরোপে, বিশেষত বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোতে এ বছর মে মাসজুড়ে চলবে স্টিডফাস্ট ডিফেন্ডার শীর্ষক এ মহড়া। ন্যাটো শীর্ষ কমান্ডার ক্রিস ক্যাভোলি বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোতেই রাশিয়ার হামলার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি বলে মনে করা হয়।

ন্যাটো জানায়, ৫০টির বেশি বিমানবাহী রণতরী থেকে ডেস্ট্রেয়ার মহড়ায় অংশ নেবে।

আরও অংশ নেবে ৮০টির বেশি জঙ্গিবিমান, হেলিকপ্টার ও ড্রোন এবং অন্তত ১১০০ যুদ্ধযান, যার মধ্যে থাকবে ১৩৩টি ট্যাংক এবং পদাতিক বাহিনীর লড়াইয়ের ৫৩৩টি যুদ্ধযান।

ন্যাটো কমান্ডার ক্যাভোলি বলেন, ন্যাটোর আঞ্চলিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মহড়া চলবে। রাশিয়ার হামলা হলে কীভাবে এর জবাব দেওয়া হবে তা নিয়ে ন্যাটো কয়েক দশক ধরে প্রথম যে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করেছে, সেটিরই মহড়া চালিয়ে দেখা হবে।

ন্যাটো তাদের মহড়ার ঘোষণায় রাশিয়ার নাম উল্লেখ করেনি। তবে তাদের শীর্ষ কৌশলগত নথিতে রাশিয়াকে ন্যাটো সদস্যদেশগুলোর নিরাপত্তায় সবচেয়ে গুরুতর এবং সরাসরি হুমকি হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

ন্যাটো বলেছে, 'স্টিডফাস্ট ডিফেন্ডার ২০২৪' ইউরোপের প্রতিরক্ষাকে জোরদার করতে উত্তর আমেরিকা এবং জোটের অন্যান্য অংশ থেকে দ্রুত সেনাবাহিনী মোতায়েনে ন্যাটোর সক্ষমতা প্রদর্শনেরই মহড়া।

ন্যাটো হিসাবমতে, একই ধরনের এমন মহড়া 'রিফরজার' সর্বশেষ চালানো হয়েছিল ১৯৮৮ সালে স্নায়ুযুদ্ধের সময়। তাতে অংশ নিয়েছিল ১ লাখ ২৫ হাজার সেনা এবং ২০১৮ সালে ট্রাইডেন্ট জাঙ্কচার মহড়ায় অংশ নিয়েছিল ৫০ হাজার সেনা।



এবারের মহড়ায় ন্যাটো সদস্যদেশগুলোর সেনাদের পাশাপাশি সুইডেন থেকেও সেনারা অংশ নেবেন। সুইডেন খুব শিগগির ন্যাটো জোটে যোগ দেওয়ার আশা করছে।

স্টিডফাস্ট ডিফেন্ডার মহড়ার দ্বিতীয় পর্বে ন্যাটো পূর্বপ্রান্তে পোল্যান্ডে ন্যাটোর কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স মোতায়েনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।



ইরানে পাল্টা হামলা পাকিস্তানের, নিহত ৯

ঢাকা ডেস্ক, ১৯ জানুয়ারি : ইরানের ড্রোন এবং জঙ্গি বিমান থেকে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে এবার পাকিস্তানও ইরানে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত নয়জন নিহত হয়েছেন। এর আগে ইরানের হামলায় তিনজন পাকিস্তানি নিহত হয়েছিলেন। এদিকে এই উত্তেজনার মধ্যেই পাকিস্তানপন্থি জঙ্গিরা ইরান সীমান্তে এক ইরানি কর্নেলকে গুলি করে হত্যা করেছে। এ নিয়ে গোটা অঞ্চলজুড়ে নতুন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য। সূত্র : রয়টার্স, বিবিসি, আলজাজিরা, ডন, ইরান ইন্টারন্যাশনাল। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, ইরানে পাল্টা বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। এতে কমপক্ষে ৯ নারীসহ শিশু নিহত হয়েছে। বেলুচিস্তান প্রদেশে ইরানের হামলার জবাবে গতকাল ভোরে এই হামলা চালিয়েছে পরমাণু শক্তিধর এই দেশটি। পাকিস্তান অবশ্য ইরানের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিদের লক্ষ্য করে হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, ইরানের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিদের লক্ষ্য করেই পাকিস্তান এ হামলা চালিয়েছে। পাকিস্তানের একটি গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, সামরিক বিমানের মাধ্যমে এই হামলা চালানো হয়। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, 'আমাদের বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরে বেলুচ জঙ্গিদের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। হামলার টার্গেটে থাকা জঙ্গিরা বিএলএফের অন্তর্ভুক্ত।'

অন্যদিকে ইরানি মিডিয়ার খবরে বলা হয়, পাকিস্তান সীমান্তবর্তী সিস্তান-বেলুচিস্তান প্রদেশের একটি গ্রামে বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। এতে চার নারী ও চার শিশু নিহত হয়েছে। নিহতরা সবাই অ-ইরানি নাগরিক। পরে পাকিস্তানি মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণভাবে সম্মান করে পাকিস্তান। তবে আজকের এই হামলার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের নিজস্ব নিরাপত্তা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা। এটি সবকিছুর ওপরে এবং এই বিষয়ে কোনো আপস করা যায় না।' উল্লেখ্য, এর আগে মঙ্গলবার গভীর রাতে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের স্থানীয় জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ আল-আদলের দুটি ঘাঁটিতে বিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। আকাশসীমা লঙ্ঘন করে ইরানের চালানো এই হামলায় পাকিস্তানে অন্তত দুই শিশুসহ ৩ জন নিহত এবং আরও তিনজন আহত হয়। আরেক খবরে বলা হয়েছে, চলমান উত্তেজনার মধ্যেই পাকিস্তান-ইরান সীমান্তে হোসেইন



আলী জাওয়ানফার নামে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) এক কর্নেলকে গুলি করে হত্যা করেছে পাকিস্তানি সেনা সমর্থকরা। বুধবার সিস্তান-বেলুচিস্তান প্রদেশের খাশ শহরের সঙ্গে ইরানের প্রাদেশিক রাজধানী জাহেদানের সংযোগ সড়কে তিনি নিহত হন। ইরানি সংবাদমাধ্যম ইরান ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, সুন্নি মুসলিমদের চরমপন্থি গ্রুপ জইশ আল-আদল এ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে। এ ছাড়া কর্নেল জাওয়ানফারের দুই দেহরক্ষীকেও হত্যা করা হয়েছে। এদিকে ইরানে হামলার পর গতকাল দুপুরে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া আরেক বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তানি হামলার জবাবে ইরান যদি ফের পাকিস্তানের ভূখণ্ডে আক্রমণ করে, তাহলে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক চরম উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছাবে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা ইরানকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আজকের হামলার জবাবে তারা যেন পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পাল্টা কোনো হামলা আর না চালায়। ইরান যদি এ অনুরোধ না রাখে, তাহলে তার ফলাফল খুব খারাপ হবে এবং দুই ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক চরম উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছাবে।' সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই যুদ্ধাবস্থার মধ্যে গতকাল তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান জর্দানে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ইরান ও পাকিস্তান এই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়াতে চায় না। আমি উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তুরস্ক সুপারিশ করেছে, পক্ষগুলো যেন আর সামনে অগ্রসর না হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শান্তি ফিরিয়ে আনা উচিত।'

এদিকে তেহরান ও ইসলামাবাদের মধ্যকার উত্তেজনা নিয়ে কথা বলেছে প্রতিবেশী আফগানিস্তানও। তালেবান সরকার পাকিস্তান ও ইরানে হামলাকে 'উদ্বেগজনক' আখ্যা দিয়ে উভয় পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে। অনুরূপভাবে চীনের পক্ষ থেকেও এক বিবৃতিতে, উভয় দেশকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতার জন্য মধ্যস্থতা করতে চীন প্রস্তুত বলেও উল্লেখ করা হয়।

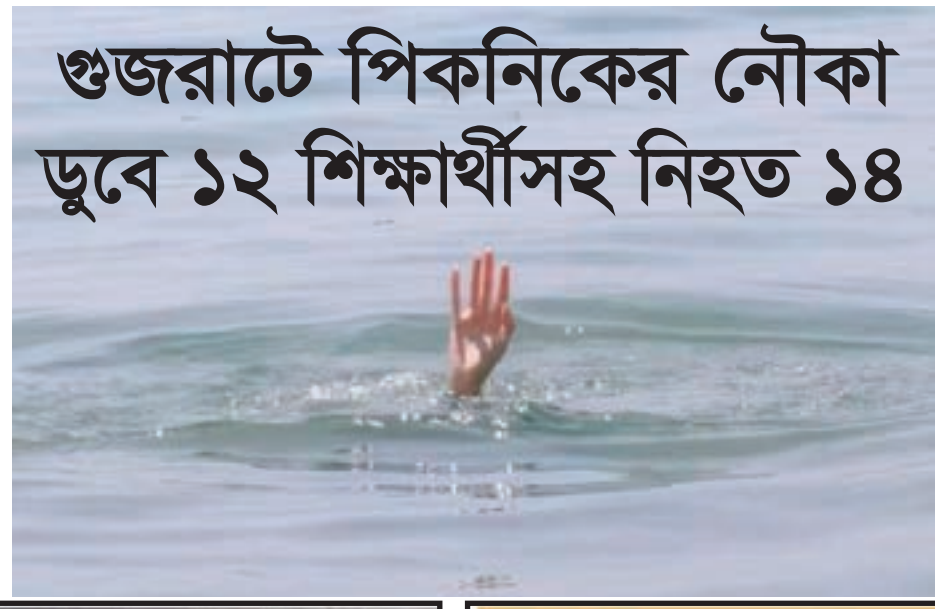
পাকিস্তানের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে তলব : ইরানের বার্তা সংস্থা তাসনিমের খবরে বলা হয়েছে, সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশের একটি সীমান্ত গ্রামে ভোরবেলায় পাকিস্তান হামলা চালায়। এই হামলার ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়ে তেহরানে পাকিস্তানের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয়েছে। এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে ইরান।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

গুজরাটে পিকনিকের নৌকা ডুবে ১২ শিক্ষার্থীসহ নিহত ১৪



ঢাকা ডেস্ক, ১৯ জানুয়ারি : ভারতের গুজরাটে স্কুলছাত্রদের নিয়ে পিকনিকে যাওয়ার সময় নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ১২ শিক্ষার্থী ও দুই শিক্ষক রয়েছেন। নৌকাটিতে ২৭ জনের মতো মানুষ ছিলেন। খবর বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের।

বৃহস্পতিবার বিকালে ভারোদা শহরের হার্নি লেকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাঘাবি এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গুজরাটের পুলিশ জানিয়েছিল নৌকাডুবির ঘটনায় ১৬ জন নিহত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নৌকাটিতে প্রায় ২৭ জন ছিল, বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার তৎপরতা চলমান আছে। এ প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় দুর্যোগ কর্মকর্তারা একযোগে কাজ করছেন।

কীভাবে নৌকাডুবির এ ঘটনাটি ঘটেছে তা পরিষ্কার হয়নি। ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত মানুষ ওঠায় নৌকাটি ডুবে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ কমিশনার অনুপম সিং গেহলত বিবিসিকে জানিয়েছেন, পানি থেকে এ পর্যন্ত সাতজনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে তিনি জানান, সবাই বারোদার এক স্কুলের শিক্ষার্থী। তাদের সবার বয়স সাত থেকে ১৩ বছরের মধ্যে। নৌকায় ওঠার পর তাদের কাউকেই লাইফ জ্যাকেট দেওয়া হয়নি।

বারোদা গুজরাটের প্রধান শহর আহমেদাবাদ থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক মাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার) এ পোস্ট করা এক বার্তায় শিক্ষার্থীদের মৃত্যুতে 'গভীর শোক' প্রকাশ করেছেন।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)



দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



SHEIKH SALIM
Attorney at Law
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্বন্ধীয় • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিসিনারি গ্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC
SERVICES
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member : naea
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/ নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

কী করবেন বিএনপি'র সাজাপ্রাপ্তরা

কাজী সুমন: জাতীয় নির্বাচন ঘিরে পুরনো মামলায় শুরু হয়েছিল বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সাজা দেয়ার হিড়িক। গত পাঁচ মাসে শতাধিক মামলায় ১ হাজার ৬৮৭ জন নেতাকর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে স্থায়ী কমিটির সদস্য থেকে রয়েছেন ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাও। অনেককে একাধিক মামলায় ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১৬ বছরের সাজা দেয়া হয়েছে। সাজাপ্রাপ্তদের অনেকেই রয়েছেন কারাগারে। কেউ কেউ রয়েছেন কারাগারের বাইরে। নির্বাচনের আগে কৌশলী অবস্থানে ছিলেন সাজাপ্রাপ্ত এসব নেতা। নির্বাচনের পর রাজনৈতিক কর্মসূচি না থাকলেও এখনো আড়ালে রয়েছেন। সাজাপ্রাপ্ত নেতাদের বিষয়ে দলের তরফে কোনো সিদ্ধান্ত না এলেও শিগগিরই আত্মসমর্পণ করছেন না তারা। আরও কিছুদিন রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন। পাশাপাশি বিরোধী নেতাকর্মীদের সঙ্গে সরকার কী আচরণ করে সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সাজাপ্রাপ্ত একাধিক নেতার সঙ্গে কথা হয় মানবজমিন-এর। তারা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে আদালতে আত্মসমর্পণ করা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ কারাগারে যেসব সাজাপ্রাপ্ত নেতা রয়েছেন তাদের জামিন দিচ্ছেন না আদালত। এখন আত্মসমর্পণ করলে দীর্ঘদিন কারাগারে থাকতে হবে। তাই এই ঝুঁকি নেবেন না তারা।

বিএনপি নেতাদের মামলার আইনজীবীরা জানান, গত ৭ জানুয়ারীর নির্বাচনের আগে হঠাৎ করেই বেড়ে যায় বিএনপি নেতাদের পুরনো রাজনৈতিক মামলার বিচারের গতি। কারও মামলার শুনানি চলে রাত পর্যন্ত। কারও মামলার শুনানি চলে টানা ১০ দিন। এসব মামলার বাদী-সাক্ষী সবাই ছিল পুলিশ। একতরফা বিচার শেষে দেয়া হয় সাজা। নির্বাচনের পরও অব্যাহত রয়েছে এসব মামলার বিচার কার্যক্রম। বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, আন্তর্জাতিক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসিরউদ্দিন আহমেদ অসীমসহ অনেকের মামলার রায়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিএনপি'র দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, গত বছরের ২৭ জুলাই থেকে সারা দেশে ২৭ হাজার ৪৯৫ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এই সময়ে বিএনপি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ১ হাজার ১৭৫টি। এসব মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ১ লাখ ৫ হাজারের বেশি। এ ছাড়া ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত সারা দেশে ১ লাখ ৪১ হাজার ৯৩৪ মামলায় বিএনপি'র ৪৯ লাখ ৪০ হাজার ৪৯২ নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়েছে। গত পাঁচ মাসে শতাধিক মামলায় ১ হাজার ৬৮৭ জন নেতাকর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়।

তিন মামলায় সাত বছরের কারাদন্ড হয়েছে যুবদলের সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করছি না। গ্রেপ্তার এড়িয়ে কৌশলী অবস্থানে থেকে আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাবো। এই সরকারের সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো।

৫টি মামলায় ১৩ বছর ৬ মাস সাজা হয়েছে যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মামুন হাসানের। তিনি বলেন, এই সরকার মামলা থাকলেও গ্রেপ্তার করছে, না থাকলেও



গ্রেপ্তার করছে। বিএনপি'র চলমান কর্মসূচিকে ঘিরে হাজার হাজার নিরীহ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাই এই অনির্বাচিত সরকারের হাতে আমি আত্মসমর্পণ করবো না। চেষ্টা করবো গ্রেপ্তার এড়িয়ে আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নিতে।

গত তিন মাসে ৫টি মামলায় ১৫ বছর তিন মাসের সাজা দেয়া হয়েছে বিএনপি'র স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সহ-সম্পাদক আব্দুল কাদির ভূইয়া জুয়েলকে। তিনি বলেন, আমার আইনজীবীদের সঙ্গে আগে পরামর্শ করবো। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবো। এ ছাড়া সাজাপ্রাপ্ত নেতাদের বিষয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনা হবে। দলীয়ভাবে কি সিদ্ধান্ত হয় সেটিও বিবেচনায় নেবো। তবে সাজাপ্রাপ্ত কারাবন্দি নেতাদের বিষয়ে সরকার কী পদক্ষেপ নেয় সেটি পর্যবেক্ষণ করবো। আদালত যদি কারাগারে থাকা সাজাপ্রাপ্তদের নেতাদের জামিন দেয় তাহলে আত্মসমর্পণ করবো। আর যদি তাদের জামিন না দেয় তাহলে কৌশলী অবস্থানে থাকবো।

৫টি মামলায় ১৬ বছর ৮ মাসের সাজা হয়েছে যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক সরকারের। তিনি মানবজমিনকে বলেন, আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দেশে যদি স্বাভাবিক সরকার থাকতো, আইন যদি আইনের গতিতে চলতো তাহলে আমরা অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতাম। কিন্তু দেশে চলছে একটি অস্বাভাবিক সরকার। অবৈধ সরকার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচারকরা ফরমায়েশি রায় দিচ্ছেন। আমাদের যেসব মামলায় সাজা দিয়েছে সেগুলোর কোনোটির আইনি ভিত্তি নেই। তারপরও দল কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটা দেখবো। তবে এই মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করছি না। কারাগারে গেলে বের হতে পারবো না। কৌশলী অবস্থানে থেকেই সরকার পতন আন্দোলন চালিয়ে যাবো।

একটি মামলায় দুই বছরের সাজা পাওয়া বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য আকরামুল হাসান বলেন, স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে হলে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করে জামিন নিতে হবে। কিন্তু হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পর সাতক্ষীরার বিএনপি নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিবকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে না। তাই সরকারের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছি। পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেবো।

বিএনপি'র আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল মানবজমিনকে বলেন, বিএনপি নেতাদের অন্যায়ভাবে সাজা দেয়া হয়েছে। মামলায় বিচারের ক্ষেত্রে লিগ্যাল প্রসিডিউর ফলো করা হয়নি। আইন যদি নিজস্ব গতিতে চলে তাহলে এসব মামলার সাজা আপিলে বাতিল হয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করছি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছি- এই সাজা বহাল থাকবে না উচ্চ আদালতে।

সাজা হয়েছে যেসব নেতার: বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত নেতাদের মধ্যে রয়েছেন- বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম, এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ শাজাহান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমান-উল্লাহ আমান, হাবিবুর রহমান হাবিব, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন নবী খান সোহেল, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, যুবদলের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম নিরব, যুবদলের সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম মজনু, যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মামুন হাসান, ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম জাহাঙ্গীর, সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক সরকার, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সহ-সম্পাদক আব্দুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েল, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান, গ্রাম সরকার বিষয়ক সহ-সম্পাদক বেলাল আহমেদ, সহ-প্রচার সম্পাদক শামীমুর রহমান শামীম, নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ রবিউল আলম, হাবিবুর রশিদ, আকরামুল হাসান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্য সচিব রবিউল ইসলাম নয়ন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র যুগ্ম আহ্বায়ক ইউনূস মৃধা, মো. মোহন, হাজী মনির, মোশাররফ হোসেন খোকন, রংপুর জেলা বিএনপি'র সদস্য সচিব আনিসুর রহমান লাকু ও মহানগর বিএনপি'র সদস্য সচিব এডভোকেট মাহফুজ উন নবী ডন, রাজশাহী জেলা বিএনপি সভাপতি আবু সাঈদ চাঁদ প্রমুখ। এ ছাড়া যুবদল, ছাত্রদল এবং অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের অনেক নেতাকর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে।

সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে আত্মসমর্পণ করা একমাত্র মো. শাহজাহান জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করা জাপার একাংশের মহাসচিব ও সাবেক এমপি আহসান হাবিব লিংকনসহ বিএনপি'র আরও ৪ জনকে জামিন দেয়নি আদালত।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ফ্রিশ্ড, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
পাম্পার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারকেল বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ফরেন পলিসিতে নিবন্ধ

বাংলাদেশের সম্ভাবনা ম্লান হয়েছে

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশে ৭ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিশ্বে কমপক্ষে দু'জন নেতা আনন্দিত। তাদের একজন, অবশ্যই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছেন। অন্যজন হলেন- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার প্রতি শেখ হাসিনা বিরল এক বন্ধুত্ব প্রদর্শন করেন। ঢাকা গণতন্ত্রের দিক দিয়ে পশ্চাৎধাবন করছে- এতে বাকি বিশ্ব নিরুৎসাহিত বা হতাশ। কিন্তু বৈশ্বিক অননুমোদন তুলনামূলকভাবে কম। ২০১৮ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ২৫৭ আসন। কিন্তু এবার সংসদ নির্বাচনে ২৯৮ আসনের মধ্যে তার দল জিতেছে ২২২ আসনে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ আরও কিছু দল নির্বাচন বর্জন করায় এতে সহায়ক হয়েছে।

বিএনপি'র বহু নেতা ও কর্মী জেলে ছিলেন নির্বাচনকালে। অনেক আসনে কথিত ডামি প্রার্থী দেয়া হয়েছিল। এসব রাজনীতিককে সামনে আনা হয়েছিল, যাতে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে এটা দেখানো যায়। তারা স্বতন্ত্র বা নামমাত্র অন্য দলের প্রতিনিধিত্ব করে নির্বাচন করেছেন।

বিশ্ববাসী যখন গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছে, তখন শেখ হাসিনা হয়তো জানতেন যে, বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে কারও কোনো আকর্ষণ থাকবে না। ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেসব মানুষ রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক সুবিধা পান তাদের স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা সতর্ক করেছেন যে, ভোট না দিলে প্রদেয় সুবিধা কেড়ে নেয়া হবে। ২০১৮ সালে বিরোধীরা নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য নেতাদের প্রার্থী করেছিল। কিন্তু নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে আওয়ামী লীগের অস্বীকৃতির কারণে, বিরোধীরা এ বছর নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। যদিও আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী বলে মনে করা হচ্ছে, নির্বাচনে ভোট পড়েছে শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ। ২০১৮ সালের নির্বাচনের তুলনায় এই হার অর্ধেক। একই সঙ্গে এবার নির্বাচনে ভোটের এই হার গত তিন দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন ভোটের অন্যতম। ভোটের এই হার নিয়ে এমনকি পর্যবেক্ষকদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। প্রতিশোধ নেয়া হতে পারে এ ভয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সূত্র বলেছেন, তিনি ৭ই জানুয়ারি ভোট চলাকালে বেশ কয়েকটি বুথ পরিদর্শন করেছেন। তিনি রিপোর্ট করেছেন যে, কিছু বুথে দুপুর ২টা পর্যন্ত হাতেগোনা কিছু ভোটার ছিলেন। কোনো কোনো স্থানে ভোট দিয়েছেন শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগের মধ্যে। স্থানীয় সময় বিকাল ৩টায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনার বলেন, ভোট দিয়েছেন শতকরা ২৭ ভাগ ভোটার। তারপর বিকাল ৪টায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়। শেষের এক ঘণ্টায় ওই হার দ্রুত বেড়ে শতকরা ৪০ ভাগে উঠে যায়।

৭ই জানুয়ারি এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন অব্যাহত রাখে শেখ হাসিনার সরকার। নির্বাচনের ঠিক আগে স্থানীয় একটি আদালত ক্ষুদ্রঋণের প্রবক্তা ও শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী একমাত্র বাংলাদেশি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করে ৬ মাসের জেল দেয়। এই মামলায় আপিল করতে পারবেন ইউনূস। এক সময় তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। শেখ হাসিনা তাকে 'গরিবের রক্তচোষক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল আইরিন খান এই রায়কে বিচারের নামে প্রতারণা হিসেবে অভিহিত করেছেন।



নির্বাচনের বেশ কয়েক মাস আগে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করেছেন বা এতে জড়িত ছিলেন বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছে, তাদের বিরুদ্ধেই এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর মধ্যে আছেন আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দলের নেতারা। নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। এখন সামনে অগ্রসর হতে উভয় সংকটের মুখে যুক্তরাষ্ট্র। তাকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, তাদের নিজস্ব কূটনীতিকরা সমালোচনা করেছেন এমন একটি নির্বাচনে নেতা নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ সরকারে। অন্যদিকে ইসলামপন্থি উগ্রবাদীদের দমনে ঢাকা যে সমর্থন দিয়েছে তার প্রশংসা করে ওয়াশিংটন।

নির্বাচনের ফল নিয়ে হয়তো সন্তুষ্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার প্রয়োজন আঞ্চলিক অংশীদার, বিশেষ করে চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে তা আরও বেশি প্রয়োজন। ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন ভারতীয় সেনাসদস্য নিহত হন। তারপর থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছে। এমন খারাপ হয়েছে যে, তারা সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। বছরের শুরুতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নরেন্দ্র মোদির একটি অবকাশ যাপনকে কেন্দ্র করে মালদ্বীপের সঙ্গে কূটনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় ভারতের। তা শেষ হয়েছে। ওই বিরোধে নরেন্দ্র মোদির সমর্থকরা মালদ্বীপের চেয়ে ভারতের সমুদ্র সৈকতের প্রশংসা করেছিল এবং মালদ্বীপকে আরও বেশি করে চীনা শিবিরের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। সর্বশেষ শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় একটি পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের সম্ভাব্য বিচ্ছেদ নিয়ে কলম্বোর সঙ্গে সম্পর্কে ছায়া ফেলেছে।

শেখ হাসিনা সব সময়ই নরেন্দ্র মোদির সমর্থন পাচ্ছেন। অনেক বছর ধরে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যারা বাংলাদেশে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাদের কর্মকান্ডকে খর্ব করায় ভারতীয় কৌশলে সহায়তা করেছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অপারেশনে সহযোগিতা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগরে বড় একটি অর্থনৈতিক উদ্যোগে নয়াদিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ঢাকা। এই উদ্যোগের নাম বিমসটেক। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জ্বালানি, পর্যটন, প্রযুক্তি, কৃষি ও মৎস্যচাষসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে একসঙ্গে আঞ্চলিকভিত্তিক কাজ করার জন্য রাষ্ট্রগুলোকে একত্রিত করাই এর উদ্দেশ্য। বিতর্কিত বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে ক্ষতি করতে পারেনি। এর মধ্যে আছে সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় ডকুমেন্ট ছাড়া বাংলাদেশিদের গুলি করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের হত্যার ঘটনা। সীমান্ত ইস্যুটি ভারতের অভ্যন্তরীণ সংকটের মূলে আঘাত করেছে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বাংলাদেশ ইসলামপন্থি উগ্রবাদীতে ভরা, যারা ভারতের জন্য হুমকি এবং কাজের সন্ধানে সীমান্ত অতিক্রম করে যাওয়া অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা অভিবাসীতে ভরা হিসেবে দেখে থাকে ভারতে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি (ভারতে বাংলাভাষী লোকজনকে, বিশেষ করে মুসলিমদেরকে মাঝে মাঝে বাংলাদেশি হিসেবে মনে করা হয়। তারা ভারতীয় মুসলিম অথবা বৈধ অভিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদের অবৈধ হিসেবে দেখে ভারত)।

বিএনপিকে কখনো কখনো তার মিত্র জামায়াতে ইসলামীর কারণে সন্দেহ পোষণ করে নয়াদিল্লি। এ কারণে শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রাখে ভারত। ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লির অংশীদারিত্ব অধিক পরিমাণ বাংলাদেশির কাছ থেকে সরে যাওয়া শুরু করেছে। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সক্রিয় সমর্থনের কথা জোর দিয়ে স্মরণ করেন, এর মধ্যে আছেন তারাও। ওই যুদ্ধের সময় এক কোটি বাস্তুচ্যুত মানুষকে শরণার্থীর সহায়তা দিয়েছিল ভারত। ভারতে পাকিস্তান হামলা চালানোর পর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সামরিক অভিযানে যোগ দেয় ভারত। এর দু'সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। সেই সদিচ্ছার অনেকটাই ভেঙে পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত দুই উপায়েই ভারত চায় এটা। ভারত চায় বিদ্রোহীদের দমনে শেখ হাসিনার সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে তার সমর্থন। কিন্তু এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অর্জনের দিক দেয়ে বাংলাদেশকে অন্ধকারে ফেলে দেয়া হয়। এর বিনিময়ে বাংলাদেশের জন্য তদবির করতে আগ্রহী ভারত এবং এখানকার মানবাধিকার রেকর্ড এড়িয়ে যেতে, যাতে চীনের প্রভাবের অধীনে আরও সরে না যায় বাংলাদেশ। এই মনোভাব এ পর্যন্ত কাজ করেছে। কিন্তু এসব নির্ভর করে শেখ হাসিনার শাসন ক্ষমতার ওপর। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বহীন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ সরকার এবং শেখ হাসিনার প্রতি অনুগত নয় এমন সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের দিক দিয়ে ক্ষীণ দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে। বাংলাদেশে ৪৫ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক শিল্পকে যেসব শ্রমিক এগিয়ে নিচ্ছেন এবং যেসব অভিবাসী শ্রমিক কঠিন পরিবেশে কাজ করে দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন, তাদের অর্থে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত উপরে উঠে যাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী অন্য দেশগুলোর তুলনায় এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে। কিছু আর্থসামাজিক সূচকে বাংলাদেশ এখন এ অঞ্চলের প্রচলিত ফ্রন্টরানার শ্রীলঙ্কাকে টপকে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ভারতকে তারা পেছনে ফেলেছে। সামাজিক সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ দিয়ে সরকারি পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু উন্নতি করার আরও অনেক জায়গা আছে। এখানে অর্থনৈতিক সফলতার কৃতিত্ব যায় এর উদ্যোক্তাদের কাছে।

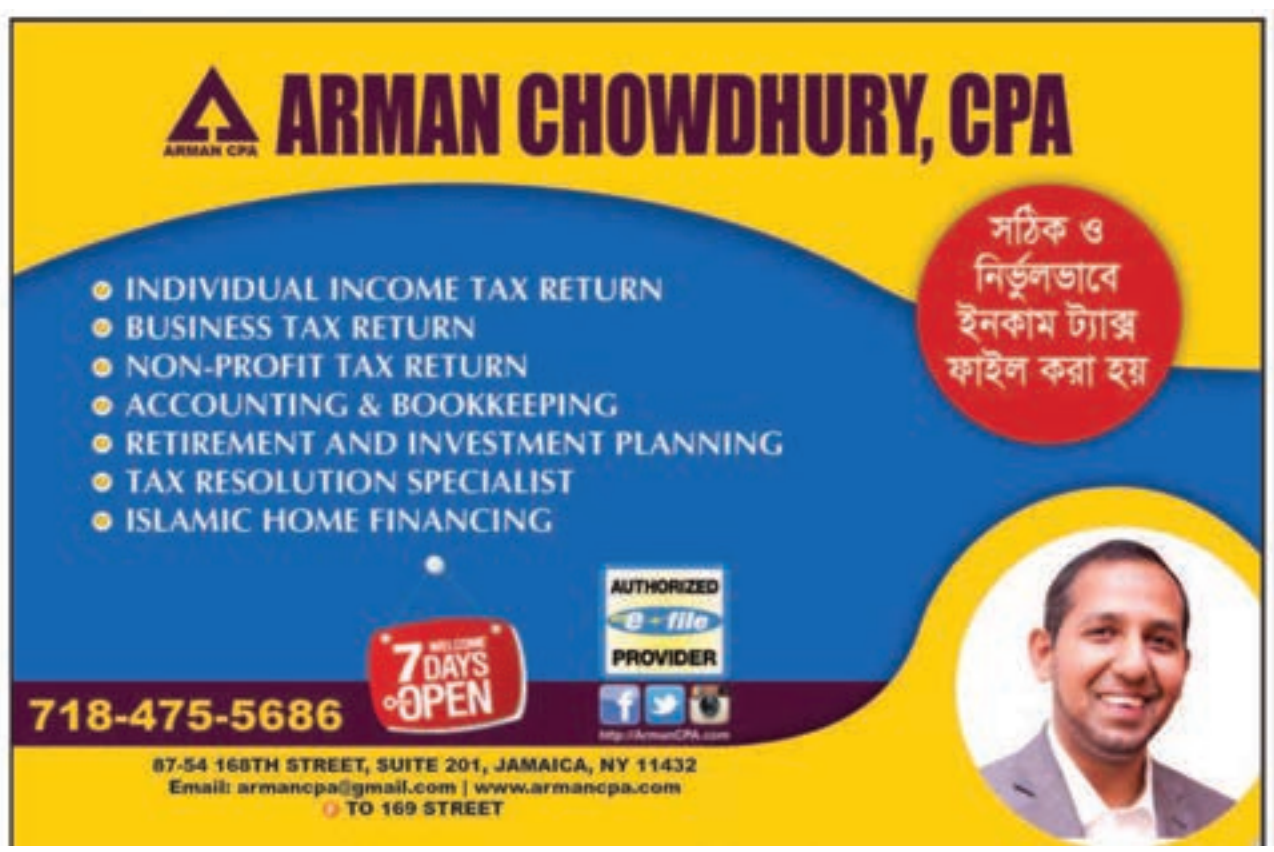
বাস্তবতা হলো রাজনৈতিক বিরোধীদের জন্য একটি অনিরাপদ স্থান হলো বাংলাদেশ। বিচারহীন আটক এবং নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ চলমান। বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড চলমান। অধিকারকর্মীদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করেছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকলে সরকার দায়মুক্তি দিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নিশ্চিত করেছিল তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর। ওই সব নির্বাচনের প্রতিটিতে হেরেছিল ক্ষমতাসীন দল। কিন্তু সেই ব্যবস্থা অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। এই ব্যবস্থা বাতিল করেছে আওয়ামী লীগ সরকার।

জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে না এমন একটি সরকারের চেয়ে বাংলাদেশ একটি উন্নত সরকার দাবিদার। ২০০০-এর দশকের মধ্যভাগে বাংলাদেশ শাসন করেছেন শেখ হাসিনা ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা জিয়া। শেষোক্ত জন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্ত্রী। তাদেরকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করে দেয়ার ধারণা কিছু জেনারেল অনুমোদন করাতে চাইছিলেন। তাতে সমর্থন দিয়েছিলেন ঢাকার কিছু বুদ্ধিজীবী এবং এর বাইরের মানুষ। কিন্তু এই সমাধান যদি টিকে থাকতে হতো, তবুও তা হতো বাংলাদেশিদের সিদ্ধান্তের বিষয়। পরের নির্বাচন আদর্শগতভাবে সব দলকে নিয়ে করতে হবে। ঢাকাকে অবশ্যই এমন একটি নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্য পথ সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হয় এবং নেতৃত্বের ন্যূনতম বৈধতা থাকে।

বিএনপি ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করেছিল। অংশগ্রহণ করেছিল ২০১৮ সালের নির্বাচনে। আবার ২০২৪ সালের নির্বাচন বর্জন করেছে। এর কোনোটাই বাংলাদেশের মঙ্গল আনেনি। দেশের ভেতরে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বেসরকারি খাত প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশি একটি এনজিও আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম চালাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ এনজিওগুলোর উন্নয়ন উদ্যোগ উৎসাহিত করছে জনস্বাস্থ্য এবং নারীর ক্ষমতায়ন, যা অসাধারণ। এসব স্বেচ্ছাসেবকদের কারণে বহু আর্থসামাজিক অর্জন হয়েছে। কিন্তু নাগরিকরা এখন নিজেদেরকে অসহায় মনে করছেন: তারা এমন একটি দেশে বাস করেন যেখানে গণতন্ত্র আছে মনে হলেও তার চেতনা নষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশে যদি অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, তাহলে আবারো তা হবে সরকারের জন্য নয়।

(অনলাইন ফরেন পলিসি থেকে অনূদিত)





আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠনে আট মানবিক গুণ

(শেষের পাতার পর)

নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।' (সুরা : কলম, আয়াত : ৪)। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ও কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে, যে তোমাদের মধ্যে অধিকতর সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। আর আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও আমার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে বাচাল ও অহংকারী।' (তিরমিজি, হাদিস : ২১০৮)

নিম্নে কয়েকটি মানবিক গুণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো-

সত্যবাদিতা : সত্যবাদিতা মুমিনের ভূষণ। সততা মানুষকে সফলতার পথ দেখায়। আর ধ্বংসের পথে পৌঁছে দেয় মিথ্যা ও কপটতা। তাই মহান আল্লাহ সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৭০)

বিপদে ধৈর্য ধারণ : বিপদাপদের মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠিন সময়ে অস্থির না হয়ে আল্লাহর কাছে পুণ্যের প্রত্যাশা করা জরুরি। আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করল এবং ধৈর্য ধারণ করল, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নিষ্ফল করেন না।' (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ৯০)

আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের সুযোগ দেবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে বেশি ব্যাপক ও কল্যাণকর কোনো কিছু কাউকে দেওয়া হয়নি।' (বুখারি, হাদিস : ১৪৬৯, মুসলিম, হাদিস : ১০৫৩)

সুন্দর কথা : সবার সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলা সদকার সমতুল্য। সুন্দর কথা মানুষের অন্তরে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'সূর্য উদিত হওয়া প্রতিটি দিবসেই মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর সদকা দেওয়া আবশ্যক হয়। দুজনের মধ্যে বিবাদ নিরসন করা সদকার সমতুল্য। কাউকে বাহনে উঠতে কিংবা কোনো সামগ্রী বাহনে তুলে দিতে সাহায্য করা সদকা। সুন্দর কথা বলা সদকা। নামাজে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ সদকা। পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা সদকা।' (মুসলিম, হাদিস : ১০০৯)

অনর্থক কাজ পরিহার : ইসলামের সৌন্দর্য হলো অনর্থক কাজকর্ম পরিহার করা। তাই একজন মুসলিমের অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো অনর্থক কাজ পরিহার করা।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩১৮)

অতিথিপরায়ণতা : অতিথির সমাদর ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য। সাধ্যানুযায়ী অতিথির আদর-আপ্যায়ন করা কর্তব্য। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'কেউ আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান আনলে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে নতুবা চুপ থাকে। কেউ আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান আনলে সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। কেউ আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান আনলে সে যেন অতিথির সমাদর করে।' (বুখারি, হাদিস : ৬০১৮)

মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা : সবার জন্য কল্যাণের প্রত্যাশা করা মুমিনের অন্যতম গুণ। তামিম বিন আউস আদদারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'দ্বিন হলো মানুষের কল্যাণ কামনা। দ্বিন হলো মানুষের কল্যাণ কামনা। দ্বিন হলো মানুষের কল্যাণ কামনা।' সাহাবারা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, কার জন্য? রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসুল (সা.)-এর জন্য, মুমিনদের ইমামদের জন্য এবং সাধারণ মুমিনদের জন্য। সর্বোপরি সাধারণ মুসলিম ও তাদের ইমামদের জন্য।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৮৬০)

ক্রোধ সংবরণ : ক্রোধ দমন করা ও প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকা মুসলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাগ দমনকারীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক উঁচু। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা রবের ক্ষমার দিকে এবং আসমান ও জমিনের সমান বিস্তৃত জান্নাতের দিকে দৌড়ে যাও, যা খোদাভীরুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৩-১৩)

ঝগড়া-বিবাদ নিরসন : ঝগড়া-বিবাদ নিরসনে এগিয়ে আসা মহাপুণ্যের কাজ। আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের রোজা, নামাজ ও সদকার চেয়ে বেশি উত্তম কাজের কথা বলব না?' সাহাবারা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, অবশ্যই বলবেন। তিনি বলেন, 'পরস্পরের মধ্যে বিবাদ নিরসন করা। কারণ পরস্পরের মধ্যে থাকা বিবাদ সব কিছু ধ্বংস করে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৫০৯)

মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

দেশে ফিরে বিয়ে করা

(শেষের পাতার পর)

যায়, নিউইয়র্ক থেকে পেনসিলভেনিয়া যাত্রী নিয়ে যান মামুন। এরপর যাত্রী নামিয়ে সেখান থেকে নিউইয়র্ক ফেরার পথে গাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়ে তিনি। একপর্যায়ে বমি করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন মামুন। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। তিন ভাই চার বোনের মধ্যে মামুন সবার বড় ছিল। ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। বৈধ কাগজপত্র পাওয়ার পর দেশে ফিরে বিয়ে করার কথা ছিল তার। তার মরদেহ দেশে নিতে বাংলাদেশ সরকার সহ সকলের সহযোগিতা চেয়েছে স্বজনেরা।





সিডিপ্যাপ রক্ষায় নিউইয়র্ক স্টেট ও সিটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের প্রতি আবু জাফর মাহমুদ

জনগণ ও মানবতার পক্ষে দাঁড়ান, ভোটাররা আপনাদের ভূমিকা দেখতে চায়









নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক ষ্টেটের মানব সেবার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ সিডিপ্যাপ সার্ভিস রক্ষার জন্য ষ্টেট ও সিটির সকল জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশী কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি নিউইয়র্ক ষ্টেটের অ্যাসেম্বলী ও সিনেট মেম্বারদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে বলেন, আপনারা রাজনীতিক। আপনারা আমাদের ভোটে নির্বাচিত। মনে রাখতে হবে, আগামী নির্বাচনেও আপনাদের ভোটের প্রয়োজন আছে। আমরা এখন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবো, কে মানুষের জন্য কাজ করছেন, কে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। আর কে জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। আমরাও তাদের এই ভূমিকা দেখেই আগামীতে সিদ্ধান্ত নিতে চাই। শিগগিরই ষ্টেট হাউজ এ বিষয়ে বিল উত্থাপন হবে। সে সময় এগিয়ে আসছে। সেখানে আমরা আপনাদের সমর্থন চাই।

ড. জাফর মাহমুদ গত ১৩ জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যামাইকার আল আকসা পার্টি হলে নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরাম ও নিউ আমেরিকান উইমেনস ফোরাম আয়োজিত বার্ষিক সুধি সমাবেশ ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে সম্মাণিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউএস কংগ্রেসওমেন গ্রেস মেং, নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক এডভোকেট জুমানি উইলিয়ামস, ষ্টেট সিনেটর লিরয় কমরি, ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু, অ্যাসেম্বলী মেম্বার জোহরান মান্দানি, অ্যাসেম্বলী মেম্বার এলিসায়া হ্যান্ডমান, অ্যাসেম্বলী মেম্বার স্টিভেন রাগা, সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণাণ, সিটি কাউন্সিলওমেন লিন্ডা লি, সিটি কাউন্সিলওমেন সান্দ্রা উং, ডিস্ট্রিক্ট লিডার প্রেস্টন ব্রেকার, ডিস্ট্রিক্ট লিডার মুফাজ্জাল হোসাইন, ডিস্ট্রিক্ট লিডার ও কমিউনিটি বোর্ড-৮ এর চেয়ারপারসন মার্থা টেইলর, ডিস্ট্রিক্ট লিডার ফামেলা বন্টুফোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট-লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড ১২ চেয়ারপারসন রেভেন ক্যারোল্যান থ্রোবস, কমিউনিটি বোর্ড ১২ ভাইস চেয়ারপারসন বেলাল কারীমসহ বিভিন্ন কমিউনিটির উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অতিথি। এশীয় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

আবু জাফর মাহমুদ তার বক্তব্যের প্রথম অংশে নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মোরশেদ আলমের সঙ্গে সংগঠনের সূচনালগ্ন থেকে সম্পৃক্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, আজ যেসব তরুণরা এই সংগঠনের



নেতৃত্বের সারিতে কাজ করছেন, তারাও আগামী দিনের মূলধারার রাজনীতির জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করছেন এবং অন্যদের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করছেন। এটি অনেক বড় কাজ। এরা আমাদের সন্তান। তাদেরকে এগিয়ে নেয়া আমাদের দায়িত্ব। তাদেরকে উজ্জীবিত করা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যই পাশে দাঁড়িয়েছি।

তিনি নিউইয়র্ক ষ্টেট এর সিডিপ্যাপ সার্ভিসের সংকট নিয়ে বলেন, সিডিপ্যাপ সার্ভিসকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। বড় বড় কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ছোট ও মাঝারি আকারের সিডিপ্যাপ সার্ভিসের ওপর খড়গ নামিয়ে আনা হয়েছে। ২১৭টি সিডিপ্যাস সার্ভিস এজেন্সিকে চিঠি দেয়া হয়েছে তাদের কার্যক্রম বন্ধের জন্য। এটি মেডিকেয়ার ও মেডিকেড বহনকারী বয়স্ক ও শারিরীকভাবে অক্ষম মানুষের জন্য এক অশনী সংকতে। এটি শুধু আমার মতো উদ্যোক্তাদের ক্ষতি, তা-ই নয়। এটি সিডিপ্যাপ ও হোম কেয়ার সেবার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষ। এই নিউইয়র্ক স্টেটে আমাদের নয়টি অফিসের মাধ্যমে হোম কেয়ার ও সিডিপ্যাস সেবা দেয়া হচ্ছে। গত পনের বছরে বহু সংখ্যক এজেন্সি তৈরি হয়েছে। তাদেরও অনেক শাখা অফিস রয়েছে, কর্মী রয়েছেন। আমরা সবাই মিলে মি-



লিয়ন মিলিয়ন ব্যক্তি ও পরিবারের সেবা, কর্মসংস্থান ও জীবনধারণের জন্য কাজ করে চলেছি। এখন যদি এই মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়, তা শুধু এই বিপুল জনগোষ্ঠির স্বাভাবিক জীবন যাপনের ওপর প্রভাব পড়বে না, এর চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়বে গোটা নিউইয়র্ক স্টেট তথা আমেরিকার ভাবমূর্তির ওপর। আবু জাফর মাহমুদ বলেন, সকল হোম কেয়ার এজেন্সির পক্ষ থেকে অ্যাটর্নি নিয়োগ করে এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ করেছি। আশার কথা হচ্ছে, নিউইয়র্ক ষ্টেট এর অ্যাসেম্বলীম্যান শেইগ ইতোমধ্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট এর উচ্চ ও নিম্নকক্ষে বিষয়টি উত্থাপনের জন্য স্পন্সর হয়েছেন। আরো অনেক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার সিনেট মেম্বার ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এ আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। এরই মধ্যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির প্রায় অর্ধশত এজেন্সি সিডিপ্যাপ রক্ষার জন্য আমার সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। তিনি বলেন, এই সময়ে আমরা আপনাদের আহবান জানাই, আসুন একসঙ্গে বসে আলোচনা করি। নিউইয়র্ক সিটি ও ষ্টেট এর মানবিক প্লাটফরম সুরক্ষায় স্ব স্ব অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখি।

অনুষ্ঠানে পুরো বছরের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন নুসরাত আলম। অনুষ্ঠানটি পর্ব আকারে উপস্থাপনা করেছেন নুসরাত আলম, পল গোপাল, অসিম সাহা এবং আহনাফ আলম। আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন আলভান চৌধুরী ও সঙ্গীত মজুমদার। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ওমেন্স ফোরামের রুবাইয়া রহমান, ইয়ুথ ফোরামের আনুভা হোসেন।

কংগ্রেসওমেন গ্রেস মেং তার বক্তব্যে বাংলাদেশী জনসমাজের এমন সংগঠিত কার্যক্রমে তার অব্যাহত সমর্থনের কথা জানান।

নিউইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, বাংলাদেশীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যতবেশী এগিয়ে যাবে, দেশের বাইরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ততবেশি এগিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক প্রবাসী সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, সাপ্তাহিক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীসহ বিভিন্ন কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতিথি অনুষ্ঠানমালায় যোগ দেন। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্র্যান্ট সোসাইটিতে অবদান রাখার জন্য বেশ কয়েকজনকে বিশেষভাবে সম্মাণিত করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

সংসদে বিরোধী দল

নেতা জি এম কাদের আনিসুল উপনেতা চিফ হুইপ চুন্নু



ঢাকা ডেস্ক: নতুন সংসদে বিরোধী দলের আসনে কে বসবেন তা নিয়ে সৃষ্ট ধোঁয়াশার মধ্যে গত ১৮ জানুয়ারী জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদ বিরোধী দলের নেতা, উপনেতা ও চিফ হুইপ নির্বাচন করা হয়েছে। সভায় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। পাশাপাশি পার্টির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বিরোধীদলীয় উপনেতা এবং মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নির্বাচিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনে বিরোধীদলীয় উপনেতার কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী জাপার ১১ জন সংসদ সদস্য অংশ নেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন একাদশ সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা জি এম কাদের।

সবার মতামতের ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্বাচন করার কথা জানিয়ে মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, দলের নেতৃত্ব স্পিকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। আমরা দলগতভাবে দায়িত্ব ঠিক করেছি। বিগত দুটি সংসদের মতো এবারও বিরোধী দল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভা থেকে। সভার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে স্পিকারকে জানানো হবে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দল জাতীয় পার্টি ১১টি আসনে জয়লাভ করে। ৬২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করে। জানা গেছে, বিরোধী দলের স্বীকৃতির বিষয়টি স্পিকারের ওপর নির্ভর করছে।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



সিলেটে ঘাতক ট্রাক কেড়ে নিলো চার ছাত্রলীগ নেতার প্রাণ

ঢাকা ডেস্ক: সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় একটি প্রাইভেট কারের যাত্রী চার ছাত্রলীগ নেতা নিহত হয়েছেন। গত ১৯ জানুয়ারী শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে সিলেট-জাফলং মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- জৈন্তাপুর উপজেলার পানিহারা হাটির আরছ মিয়ার ছেলে তমাল (২৫), একই উপজেলার নিজপাট ইউনিয়নের রনদ্বীপ পালের ছেলে নেহাল (২৬), কমলাবাড়ি এলাকার জামাল উদ্দিনের ছেলে জুবায়ের, নিজপাট ইউনিয়নের হারুন উর রশিদের ছেলে আলী হোসেন সুমন। নিহত চারজনই জৈন্তাপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জৈন্তাপুর থানা এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় একটি প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পার্শ্ববর্তী খাদে পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা প্রাইভেট কারে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ৪ জনকে মৃত ঘোষণা করেন।

জৈন্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তাজুল ইসলাম (পিপিএম) বলেন, জৈন্তাপুর উপজেলার ৪ নম্বর বাংলাবাজার ব্রিজের পাশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ জন নিহত হয়েছেন।

ইন্ডিপেনডেন্টের রিপোর্ট

অর্ধেক বাংলাদেশি অনিরাপদ পানি পান করে

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশীরা যে পানি পান করছে তার অর্ধেকেই বিপজ্জনক মাত্রার আর্সেনিক রয়েছে। নতুন এক গবেষণায় এই ভয়াবহ তথ্য পাওয়া গেছে বিজ্ঞানীদের একটি দল বাংলাদেশিদের খাওয়া পানির ৪৯ শতাংশেই কার্সিনোজেনিক দূষণ শনাক্ত করেছে। এই গবেষণা দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির জনস্বাস্থ্য সংকটকে সামনে নিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশ একটি বন্যাপ্রবণ দেশ। প্রতি বছরই দেশের বড় একটি অংশ পানির নিচে ডুবে যায়। ২০১৮ সালে সাইক্লোন আম্ফানের পর দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। প্রবল বৃষ্টির কারণে গড়ে প্রতি বছর দেশের ২১ শতাংশ এলাকা ডুবে যায়। দেশে আর্সেনিকের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধির সঙ্গে এই বন্যা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সরাসরি সংযোগ রয়েছে। গত ১৭ জানুয়ারী বুধবার 'ই-পএলওএস ওয়ান' জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় এমনটাই জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, যখন সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ভূমির মিঠাপানির সংস্পর্শে আসে, তখন আর্সেনিক উৎপন্ন হয়। গবেষকরা আর্সেনিক নিঃসরণের পেছনের গতিশীলতা বোঝার জন্য অক্সিজেনের ঘনত্ব, পিএইচ ও তাপমাত্রা পরীক্ষার জন্য সারা দেশে কূপ থেকে পানির নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) নির্ধারিত পানীয় জলের নিরাপদ সীমা প্রতি লিটারে সর্বোচ্চ ১০ মাইক্রোগ্রাম।

বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির প্রায় ৪৯ শতাংশে আর্সেনিকের ঘনত্ব ওই সীমার বেশি। কিছু নমুনায় আর্সেনিকের ঘনত্ব রেকর্ড করা হয়েছে প্রতি লিটারে প্রায় ৪৫০ মাইক্রোগ্রাম। যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্ধারিত মাত্রার ৪৫ গুণ।

এই সংকট শুধু বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গবেষণা দলের সদস্য ও নরউইচ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সেথ ফ্রিসবি বলেন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যেও আর্সেনিকের তীব্র প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তিনি দ্য ইন্ডিপেনডেন্টকে বলেন, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্সেনিক ছড়িয়ে পড়ে, তা পশ্চিমবঙ্গেও ছড়িয়ে পড়বে। ড. ফ্রিসবি বলেন, আর্সেনিক বিষের প্রভাব বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হওয়ার ১১ বছর আগেই পশ্চিমবঙ্গে উপমহাদেশের প্রথম হিসেবে শনাক্ত হয়েছিল।

এই আবিষ্কার বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্যই জরুরি বার্তা। দীর্ঘ সময় ধরে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে ক্যান্সারসহ নানা গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

এই গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে ইসলামিক রিলিফের দারিদ্র্য হ্রাস বিষয়ক সিনিয়র নীতি উপদেষ্টা জেমি উইলিয়ামস বলেন, কীটনাশক দূষণের কারণে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বিশুদ্ধ পানির সংকটে ভুগছে। দাতব্য সংস্থাটি বর্তমানে দেশে অনিরাপদ পানীয় জল নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাচ্ছে। বাংলাদেশে অনেক মানুষ ভূমিহীন এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসবাস ও চাষাবাদ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে দেশটিতে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে।

বাংলাদেশে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাবের পেছনে সব থেকে বেশি দায়ী জলবায়ু পরিবর্তন। এ কারণে ক্রমশ বাড়ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা। পাশাপাশি ২০১৯ সালের একটি সমীক্ষা অনুসারে, বাংলাদেশে প্রায়ই শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এতে বিপর্যয়কর বন্যা সৃষ্টি হয়। বর্ষা মৌসুমে প্রবল বর্ষণের কারণে বন্যার প্রকোপ আরও বেড়ে যায়।

এই কারণগুলো নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারী ১৬৫ মিলিয়ন বাংলাদেশির জন্য নিরাপদ পানিকে দুর্লভ করে তুলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গবেষকরা ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ রোধে পানি পরিশোধন প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো সহ সম্ভাব্য প্রতিকারগুলো দ্রুত নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছেন।

নদী ও বাতাস দূষিত, আমরা শঙ্কিত : হাইকোর্ট

ঢাকা ডেস্ক: 'বিক্রি হচ্ছে ইটভাটার ছাড়পত্র' গণমাধ্যমে প্রকাশিত এমন অভিযোগ তদন্ত করে দুই মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে দুর্নীতিদমন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। গত ১৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের এক সম্পূরক আবেদনের শুনানি নিয়ে এ আদেশ দেন। এ দিন শুনানিতে আদালত বলেছেন- দেশের নদীগুলো দুষিত, বাতাস দুষিত এবং ঢাকার অবস্থা আরো খারাপ। সুতরাং আমরা শঙ্কিত। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ। পরিবেশ অধিদফতরের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার মুনতাসির উদ্দিন আহমেদ।

২০১৯ সালের ২৬ নভেম্বর বায়ু দুষণ বন্ধে হাইকোর্টের ৯ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন না হওয়ায় হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস পর বাংলাদেশের সম্পূরক আবেদন করে। আবেদনে ঘুষ নিয়ে অবৈধ ইটভাটাকে লাইসেন্স দেয়া সংক্রান্ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন যুক্ত করা হয়।

আদালত 'বিক্রি হচ্ছে ইটভাটার ছাড়পত্র' শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনকে তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর দুই মাসের মধ্যে এ প্রতিবেদন দিতে হবে।

আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জানান, শুনানিতে আদালত বলেছেন- পরিবেশ অধিদফতর দুষণ বন্ধে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাদের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না পরিবেশের আইনজীবীকে এ প্রশ্ন রাখেন। আদালত আরো বলেন, দেশের নদীগুলো দুষিত, বাতাস দুষিত এবং ঢাকা অবস্থা আরো খারাপ। সুতরাং আমরা শঙ্কিত।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.
starling diagnostics

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning & Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।

Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.

যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get 25% Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের রিচমন্ডহীলে জ্যামাইকা এভিনিউ এবং ১০৪ স্ট্রীটে ২টি বড় বেড রুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও বাথরুম-এর বেসসেন্ট ভাড়া হবে। জে ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরে।
যোগাযোগ: ৪২৫-৭৭২-০৫৮১
ডি-১১/১৮

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্ক সিটির ১২০ মেকহ্যাম এভিনিউ, এলমন্টে তিন বেডরুম, বড় লিভিং রুম ও একটি বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে। লন্ড্রি সুবিধা রয়েছে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-০৭২৩

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**
৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

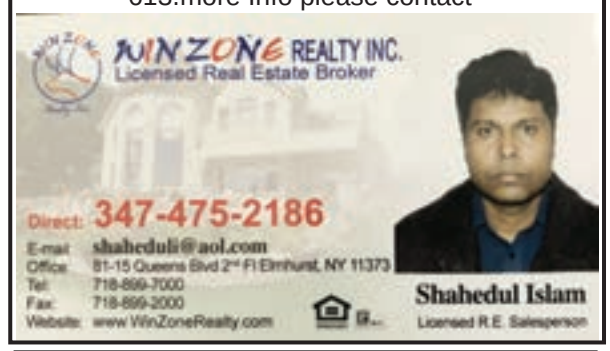
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com



লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



আতিকুর রহমান সালুর সার্বজনীন শোকসভা

(শেষের পাতার পর)

আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আতিকুর রহমান ইউসুফজাই সালুর সর্বজনীন স্মরণ সভায় বক্তারা বলেছেন, তিনি ছিলেন সত্যিকারের দেশ প্রেমিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের অবদানের জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভারত যদি বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকান্ড করে তাহলে অবশ্যই তার প্রতিবাদ এবং বিরোধীতা করতে হবে। আতিকুর রহমান সালু দেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই ফারাক্কা নিয়ে লড়াই করেছেন, পানির ন্যায্য হিস্যার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। তার সেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। বক্তরা আরও বলেন, দেশ প্রেমিক সালু যেমন দেশের মঙ্গলের জন্য দেশে আন্দোলন করেছেন, তেমনি প্রবাসে এসেও প্রবাসীদের কল্যাণেও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতির সীমাহীন ক্ষতি হয়েছে বলে বক্তারা মন্তব্য করেন।

গত ৭ জানুয়ারী রোববার আতিকুর রহমান সালু শোক পালন কমিটির উদ্যোগে সিটির উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে সর্বজনীন সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক কমিটির আহবায়ক এবং আতিকুর রহমান সালুর সহযোদ্ধা আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির মহাসচিব সৈয়দ টিপু সুলতান।

শোক পালন কমিটির সদস্য সচিব আলী ইমাম শিকদার, যুগ্ম সদস্য সচিব সাংবাদিক ইমরান আনসারী ও মোহাম্মদ আলীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীন সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক মনজুর আহমদ, আজকাল প্রকাশক শাহ নেওয়াজ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের, ভাসানী ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. এম বিল্লাহ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, ওয়াহিদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান ও সুব্রত চৌধুরী, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, ফার্মাসিস্ট নূরুল হক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ-সভাপতি কাজী আজহারুল হক মিলন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সাবেক সহ-সভাপতি মাহমুদ চৌধুরী, মূলধারার রাজনীতিবিদ মাফ মিসবাহ উদ্দিন, সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা জামান তপন, সউদ চৌধুরী ও ফারুক হোসেন মজুমদার, ফোবানার মেম্বার সেক্রেটারী কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, সন্দীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান, সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, ইকবাল হায়দার, আক্তারুজ্জামান হ্যাপি, দেলোয়ার হোসেন শিপন, আনোয়ার হোসেন লিটন, তালুকদার আবুল কালাম আজাদ, আমিন মেহেদী বাবু, জয়নাল আবেদীন, প্রফেসর সৈয়দ আজাদ, সালেহ আহমেদ মানিক, নাজমুল আলম শ্যামল, বেলাল মাহমুদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নাঈম টুটুল, বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন সবুজ, রফিকুল মাওলা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আতিকুর রহমান সালুর লেখা কবিতা পাঠ করেন মোহাম্মদ সাদেক এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ফায়েক উদ্দিন।

সভায় সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের অবদানের জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভারত যদি বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকান্ড করে তাহলে অবশ্যই তার প্রতিবাদ এবং বিরোধীতা করতে হবে। আতিকুর রহমান সালু দেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই ফারাক্কা নিয়ে লড়াই করেছেন, পানির ন্যায্য হিস্যার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর সেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আরো বলেন, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধুর সময় আমাদের ফাক্কার পানি চুক্তি হয়েছিল ভারতের সঙ্গে, পরবর্তীতেও চুক্তি হয় কিন্তু ভারত কখনো আমাদের পানির ন্যায্য হিস্যা দেয়নি। রাষ্ট্র কখনো এর প্রতিবাদ করতে পারেনি, তবে এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী বিরোধী দল। এসবের বিরোধিতা করতে হলে দেশে গণতন্ত্র থাকতে হবে এবং গণতান্ত্রিক সরকার থাকতে হবে। তিনি বলেন, আতিকু রহমান সালুর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু তিনি ছিলে এক খাঁটি দেশপ্রেমিক।

তিনি প্রবাসের রাজনীতি নিয়ে বলেন, প্রবাসে প্রায় দেড় লাখ প্রবাসী রয়েছেন তারাও দেশের ন্যায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপিতে বিভক্ত দেশের স্বার্থে আমরা এক হতে পারছি না। এ নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় এসেছে।

মঈনুদ্দীন নাসের বলেন, আতিকুর রহমান সালু সবকিছু স্বচ্ছভাবে দেখলে পারতেন। আল্লাহ তাকে সেই রাডার দিয়েছিলেন। তিনি যা বিশ্বাস করতেন এটাই করতেন এবং বলতেন। তিনি বলেন, আমি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বলতে পারি, এখন ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে এবং মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে বিতর্কিত করার ষড়যন্ত্র চলছে। আজকেও একজন বললেন মাওলানা ভাসানী উর্দু জানতেন না, এটা ঠিক নয়, তিনি কয়েকটি ভাষা জানতেন। পরে তিনি আতিকুর রহমান সালুকে নিয়ে তার বন্ধু ড. মনিরুল কাদের মির্জার লেখা অসমাপ্ত একটি কবিতা পাঠ করে শুনান।

ফখরুল আলম বলেন, আমরা শুনে আসছি মৃত্যু নাকি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ কলে কিন্তু আজকে আমার কাছে তা মনে হচ্ছে না। কারণ আমি এখানের উপস্থিতিতে বিভাজনের চিত্র দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলেন, অসুস্থ্য আতিকুর রহমান সালুকে আমরা কয়জন দেখতে গিয়েছি? আমারও যাওয়া হয়নি, তকে তার মেয়ের মৃত্যুর পর গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, আতিকুর রহমান সালু একজন সংগ্রামী মানুষ ছিলেন। সারা জীবন অন্যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতি, লুটপাটের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

শোক সভার সভাপতি সৈয়দ টিপু সুলতান অনুষ্ঠানকে সফল এবং স্বার্থক করার জন্য সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান সালু ইউসুফজাই স্মরণে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনা কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন মনজুর আহমদ, বেলাল মোহাম্মদ ও মঈনুদ্দীন নাসের।

যুক্তরাষ্ট্র সহ ২৯টি দেশের প্রবাসী আ. লীগ নেতা-কর্মীরা গণ ভবনে

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপি পরাজয়ের ভয়ে ৭ জানুয়ারীর নির্বাচনে অংশ নেয়নি এবং জনগণের কাছে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্ষমতায় আসার অন্ধকার গলি খুঁজছে। তিনি বলেন, 'তারা জানে জনগণ তাদের বর্জন করেছে। এ কারণেই তারা নির্বাচনে অংশ নিতে চায় না। তাই, তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে ক্ষমতা যাওয়ার জন্য বিভিন্ন উপায় খুঁজছে। তারা এখন নির্বাচনে আলোর পথ এড়িয়ে অন্ধকারের গলির দিকে তাকিয়ে আছে।'

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণকালে একথা বলেন। সরকার প্রধান প্রবাসীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ষড়যন্ত্র এখনো চলছে। তিনি বলেন, 'তারা (বিএনপি-জামায়াত চক্র) এখন নির্বাচন বাতিলের দাবি করছে।'

২০০৮ সালের সংসদীয় নির্বাচনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট মাত্র ৩০টি আসন পেয়েছিল। অপরদিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৩৩ আসন পেয়েছিল। শেখ হাসিনা বলেন, 'তখন থেকেই তারা কোনো নির্বাচনে আসতে চায় না। তারা বাস, লঞ্চ এবং ট্রেনে আগুন লাগিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে মারছে। তারা যত বেশি সন্ত্রাসী কর্মকা- অগ্নিসন্ত্রাস করবে, জনগণ তত বেশি তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।'

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'কাজেই তারা জানে যে, জনগণ বিএনপি-জামায়াত জোটকে বর্জন করেছে সেজন্য নির্বাচন করতে চায় না। এজন্যই নির্বাচন বানচাল করে কীভাবে অবৈধভাবে ক্ষমতায় যাওয়া যায় তারা সেই পথ খুঁজে বেড়ায়। অন্ধকার গলি খুঁজে বেড়ায়, আলো ঝলমল নির্বাচন আর জনগণের পথ হারিয়ে ফেলে।'

সরকার প্রধান বলেন, নিজেরা অফিসে তালা দেয়, আবার নিজেরাই ভাঙ্গে। এনিয়ে আবার গর্ববোধ কর, যে চাবি হারিয়েছে। চাবি গেল কোথায়? তালাতো তাদেরই দেওয়া ছিল। তাদের চাবি খোয়া যাবে, চাবি হারাবে এবং তারা পথও হারাবে। তারা পথ হারানো পথিক হয়ে গেছে।

শেখ হাসিনা বিএনপি সম্পর্কে বলেন, তাদের একটাই দক্ষতা আছে, অগ্নিসন্ত্রাস, বাসে আগুন, লঞ্চে ট্রেনে আগুন দেওয়া, রেলের লাইন খুলে দিয়ে, রেলের পাত খুলে ফেলে মানুষ হত্যা করা। মানুষ মারার ফাঁদ পাতায় তারা ওস্তাদ। তাদেরকে জনগণ শুধু নির্বাচন নয়, বারবারই তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং হারার ভয়েই নির্বাচন করেনি। কিন্তু জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ৭ জানুয়ারী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় প্রসঙ্গে বলেন, 'এ নির্বাচনে বিজয় বাংলাদেশের জনগণের বিজয়। নির্বাচনে বিজয় গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতার বিজয়।' তিনি দেশ পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা এবং দোয়া কামনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, দোয়া করবেন, এখনো চক্রান্ত শেষ হয়নি। এখনো শুনি তারা আবার লাফালাফি করে। নির্বাচন বাতিল করতে হবে, এই করতে হবে সেই করতে হবে। যাই হোক জনগণের ভোটে আমরা সরকারে এসেছি জনগণের কল্যাণেই কাজ করে যাব।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইতালীসহ ২৯টি দেশের প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা অনুষ্ঠানে তাদের দলীয় প্রধান শেখ হাসিনাকে রেকর্ড পঞ্চম এবং টানা ৪র্থ বারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠনের পর গণভবনে প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের থুতি কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ জনগণ এবার স্বতস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। আপনারাও নির্বাচনের জন্য এসেছেন এবং নিজের নিজের এলাকায় দেখেছেন জনগণ কিভাবে স্বতস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন। এই নির্বাচনে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় নারীদের অংশগ্রহণ। সেই ১৩০ বছরের বয়োবৃদ্ধ বলেছেন 'হাসিনাকে ভোট দেব'। এর থেকে বড় পাওয়া মনে হয় জীবনে আর কিছু নেই, এই যে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।

জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য উল্লেখ করে জাতির পিতার কন্যা বলেন, যেন জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারি। অন্তত এটুকু বলতে পারি গত ১৫ বছর আমরা সরকারে আছি বলেই আজকে বাংলাদেশে খাদ্যের অভাব নেই। চিকিৎসা সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি, বাংলাদেশের মানুষ এখন আরো উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে। তিনি বলেন, ৭ জানুয়ারির যে নির্বাচন, সে নির্বাচনে জনগণের ভোটের অধিকার আমরা নিশ্চিত করেছি। আমি বলবো এটা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার, যেটা আমরা নিশ্চিত করেছি।

তিনি বলেন, "আমরা তো নির্বাচন উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ নৌকা মার্কা দিয়েছি, সেই সঙ্গে বলেছি যারা নির্বাচন করতে চায় করতে পারবে। উন্মুক্ত করে দিয়েছি, কাজেই সেখানে নির্বাচন অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা ফিলিস্তিনের জনগণের পক্ষে রয়েছি। সেখানে নারী হত্যা, শিশু হত্যা হচ্ছে যা গণহত্যার শামিল। আমরা এর তীব্র নিন্দাও জানিয়েছি। কিছু সহযোগিতাও পাঠানো হয়েছে এবং আরো পাঠানো হবে। তিনি এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধের জন্য বিভিন্ন ফোরামে, যখনি বিদেশে গিয়েছেন কথা বলেছেন বলেও উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ সবসময় শান্তির পক্ষে এবং জাতির পিতার রেখে যাওয়া পররাষ্ট্র নীতি 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়' এর উল্লেখ করে তিনি বলেন, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। গত ১৫ বছরের বাংলাদেশ, বদলে যাওয়া বাংলাদেশ।

মিয়ানমারের প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আমাদের দেশে আশ্রয় দেওয়ার প্রসঙ্গের উল্লেখ করে তিনি বলেন, মিয়ানমারে যখন ঝামেলা হয়েছিল তখন আমরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি এবং এ নিয়ে আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে কোন বিবাদে জড়াইনি বরং আমরা আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

বিশ্বে চলমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের আহবান পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমি বিভিন্ন ফোরামে যেখানে কথা বলেছি সেখানেই অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে এই অস্ত্রের টাকা শিশুদের খাদ্য, শিশুদের চিকিৎসা এবং তাদের শিক্ষার জন্য এবং মানবকল্যাণে ব্যয় করার কথা বলেছি। তিনি বলেন, যেসব দেশ অস্ত্রের জন্য টাকা ব্যয় করছে সেগুলো তো সেদেশের জনগণ যে ট্যাক্স দেয় সেই ট্যাক্সেরই টাকা। কাজেই তাদের টাকা ধ্বংসের জন্য কেন ব্যয় হবে?

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স আমাদের উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এ সময় রেমিটেন্স বৈধ চ্যানেলে পাঠানোর জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা যদি অনলাইনে ব্যাংকিং এর সুযোগ নিয়ে টাকাটা পাঠায় তাহলে যেটুকু পরিবারের জন্য খরচ হবে বাকিটা তার একাউন্টে জমা থাকবে এবং নিজেরও একটা ভরসার জায়গা থাকবে। তিনি তাঁর সরকারের চালু করা সার্বজনীন পেনশন স্কিম এবং প্রবাসী পেনশন স্কিম গ্রহণ করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমরা চাই দেশের মানুষের কল্যাণ হোক, তাদের জীবন মান উন্নত হোক। সেটা মাথায় রেখেই আমাদের সমস্ত কার্যক্রম। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে জাতির পিতা স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা এনে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার থেকে একধাপ এগিয়ে আমরা দেশকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে তুলে এনেছি এবং ২০২৬ সাল থেকে তা কার্যকর হবে। জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বিভিন্ন গণআন্দোলন এবং সর্বোপরি দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় প্রবাসে বসবাসরত বাঙালীদের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন।



জানুয়ারীতেই 'ড. নুরুন নবী, আজীবন

(শেষের পাতার পর)

ড. নূরুন নবীর জীবনের ওপর ভিত্তি করে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন আরেক প্রবাসী নির্মাতা নাদিম ইকবাল।এই প্রামাণ্যচিত্রের নাম 'অ্যা ফ্রিডম ফাইটার ফরএভার।' বাংলায় অর্থ 'ড. নুরুন নবী, আজীবন মুক্তিযোদ্ধা।' চলতি মাসের শেষের দিকে প্রামাণ্যচিত্রটির প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হবে।

টাঙ্গাইলের সন্তান, বর্তমানে নিউজার্সীতে বসবাসরত ড. নূরুন নবী ১৯৭১ সালে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমের নেতৃত্বাধীন কাদেরিয়া বাহিনীতে নাম লেখান। মুক্তিযুদ্ধে তার দায়িত্ব ছিল যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ এবং ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ ও বহন করে নিয়ে আসা। তিনি যমুনা নদী দিয়ে নৌকায় অস্ত্র নিয়ে আসতেন। নদীপথের সেই অঞ্চলসহ (ভুয়াপুর ও বাহদুরাবাদ) আসামের গৌহাটি, মেঘালয়ের তুরা ট্রেনিং ক্যাম্প যেখানে ছিল, সেখানে শুটিং হয় এই ডকুমেন্টারির। এছাড়া ড. নূরুন নবীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, টাঙ্গাইলে একাত্তরের স্মৃতিবিজড়িত এলাকায় শুটিং হয়। ভারতের ২৮ জন সেনা কর্মকর্তা, যাদের সঙ্গে একাত্তরে যোগাযোগ ও বৈঠক হয় ড. নূরুন নবীর, তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া করা হয় নয়াদিল্লিসহ অন্যান্য শহরে।

ডকুমেন্টারিতে মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের ফুটেজও ব্যবহৃত হয়েছে। সেইসঙ্গে ড. নূরুন নবীর কর্মকান্ড সম্পর্কে যারা জানেন, এমন বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকার ও মন্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে। তারা হলেন, শাহরিয়ার কবির, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, কবি আসাদ চৌধুরী, প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, বেলাল বেগ, মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, সাপ্তাহিক বাঙালী'র সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও আবৃত্তিকার লুৎফুন নাহার লতা প্রমুখ।

ড. নবীর লেখা সাড়া জাগানো বই 'বুলেটস অব সেভেন্টি ওয়ান- অ্যা ফ্রিম ফাইটার্স স্টোরি' অবলম্বনে এই ডকুমেন্টারিটির দৈর্ঘ্য ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। নাদিম ইকবাল নির্মিত 'অ্যা ফ্রিডম ফাইটার ফরএভার'-এর চিত্রধারণ করেছেন তিনি

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / January 22 // 2024

জর্জিয়ায় ইঞ্জিনিয়ার সাজ্জাদের রহস্যজনক মৃত্যু!



মনজিলুর রহমান: ইঞ্জিনিয়ার সাজ্জাদ হাসান (৪২) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে জর্জিয়ার গুনেইট কাউন্টি পুলিশ। গত ১৭ জানুয়ারী ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে পুলিশ তার বাড়ি থেকে অন্তত ২৫ মাইল দূরবর্তী জনসক্রিক নামক এলাকায় তার নিজের গাড়ির মধ্যে থেকে লাশটি উদ্ধার করে। তার মৃত্যু নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মনে নানান প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এটি পরিকল্পিত হত্যা, নাকি আত্মহত্যা? এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত লাশ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। পুলিশের ময়না তদন্ত রিপোর্টেই জানা যাবে মৃত্যুর আসল ঘটনা। বাংলাদেশের ঢাকার বাসিন্দা সাজ্জাদ হাসান জর্জিয়া পাওয়ার কোম্পানির ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি পরিবার নিয়ে জর্জিয়ার টাকার শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। সাজ্জাদের মৃত্যুতে জর্জিয়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এটি যদি পরিকল্পিত হত্যা হয় তবে প্রশাসনের কাছে এর সুষ্ঠ বিচার দাবী করেছে প্রবাসীরা। আর যদি আত্মহত্যাও হয় তাও জানতে চেয়েছে তার পিছনের কারণ কী?





নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে প্রথম অক্সিলারি পুলিশ ক্যাপ্টেন সৈয়দ এনায়েত আলী

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সম্প্রতি বাংলাদেশী-আমেরিকান সৈয়দ এনায়েত আলী প্রথম অক্সিলারি পুলিশ ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি অক্সিলারি পুলিশ হিসেবে ২০০২ সালে যোগদান করেন এবং তিনি ২০০৯ সালে প্রথম অক্সিলারি পুলিশ সার্জেন্ট হিসেবে পদোন্নতি পান এবং ২০২১ সালের ৯ মার্চ তিনিই প্রথম অক্সিলারি পুলিশ লেফটেন্যান্ট হিসেবে পদোন্নতি পান।

নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ১৯৫০ সালে অক্সিলারি পুলিশ গঠন করে। এটি মূলত ভলান্টারী সার্ভিস, কমিউনিটিকে সাহায্য করার জন্যপ্রায় ১১০ জন বাংলাদেশী ভলান্টারী সার্ভিস করছেন। কোনো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয় বরং কমিউনিটিকে সাহায্যের উদ্দশ্যে এই সকল বাংলাদেশীরা কাজ করে যাচ্ছেন। তারা অত্যন্ত সুনামের সাথে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। কমিউনিটিকে এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সাহায্য করার জন্য তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে যোগদান করে এবং পুলিশ ও কমিউনিটিকে তারা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। সৈয়দ এনায়েত আলী বর্তমানে কুইন্স নর্থের ১১৪ নম্বর পুলিশ প্রিসেন্টে কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের (বাপা) করেসপন্ডিং সেক্রেটারী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশের খুলনার সন্তান সৈয়দ এনায়েত আলী জাতীয় বক্সিংয়ের প্রাক্তন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন এবং দক্ষিণ এশিয়ান গেমসের রানার্স আপ বক্সার। ১৯৮৮ সালের বডি বিল্ডিংয়ে হেভিওয়েট মিস্টার বাংলাদেশ খ্যাত এনায়েত আলী ১৯৮৯ সালে আমেরিকা চলে আসেন। বাপা'র মিডিয়া লিয়াজন জামিল সরোয়ার জানান, আরো অনেক বাংলাদেশী অক্সিলারি পুলিশ অফিসার হিসেবে যোগদান করবেন তার এই সাফল্য দেখে। সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট ডিটেকটিভ স্কোয়াড এরশাদুর সিদ্দিক, ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন একেএম আলম এবং সেক্রেটারী ডিটেকটিভ রাসেকুর মালিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, সৈয়দ এনায়েত আলীর ক্যাপ্টেন হিসেবে পদন্নতির অনুষ্ঠানে কমান্ডিং অফিসার ডেপুটি ইন্সপেক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ, বাপা'র ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর সার্জেন্ট মুরাদ আহমেদ, কো ট্রেজারার অফিসার জসীম মিয়া, বাপা'র ট্রাস্টি সার্জেন্ট লতিফ, বাপা'র সদস্য অফিসার ইরফান সহ বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন পেশাজীবী উপস্থিত ছিলেন।

বাপা'র নতুন কমিটি

এরশাদ প্রেসিডেন্ট রাসেক সেক্রেটারি

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগে (এনওয়াইপিডি) কর্মরত বাংলাদেশীদের সংগঠন 'বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন-বাপা'র নতুন কার্যকরী কমিটি (২০২৪-২০২৫) ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটিতে ডিটেকটিভ স্কোয়াডের সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক প্রেসিডেন্ট এবং ক্যাপ্টেন এ কে এম সফিউল আলম (প্রিন্স) ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ডিটেকটিভ রাসেকুর মালিক জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছেন।

গত ১৫ ডিসেম্বর বুধবার বাপা'র তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন এই নতুন কমিটি ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা হলেন- সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সৈয়দ সুমন মাহবুব, সাবেক সভাপতি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শামসুল হক এবং লেফটেন্যান্ট সুহেল খান। গত ২৭ ডিসেম্বর বুধবার নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে বাপার নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা শপথ নেন।

বাপা'র নতুন কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট- ট্রাফিক সুপারভাইজার মোহাম্মদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ- সার্জেন্ট মেহেদি মামুন, সহ কোষাধ্যক্ষ- অফিসার জসিম মিয়া, ইভেন্ট কো অর্ডিনেটর- সার্জেন্ট শেখ আহমেদ, মিডিয়া লিয়াজোঁ- ডিটেক্টিভ জামিল সারোয়ার, কমিউনিটি লিয়াজোঁ- অফিসার সরদার আল মামুন, সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস- অফিসার মাহবুবুর জুয়েল এবং করেসপন্ডিং সেক্রেটারি- অক্সিলারি লেফটেন্যান্ট সৈয়দ এনায়েত আলী।





উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন-বাপা। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন লেফটেন্যান্ট সৈয়দ সুমন মাহবুব। ব্যক্তিগত কারণে তিনি দায়িত্ব থেকে সরে গেলে প্রেসিডেন্টের চলতি দায়িত্ব পালন করেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শামসুল হক। এরপর একাধারে চার বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন লেফটেন্যান্ট সুজাত খান। এরপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী। ডিটেকটিভ স্কোয়াডের সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক বাপা'র ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সদ্য গঠিত নতুন কমিটিতে তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন। ক্যাপ্টেন এ কে এম সফিউল আলম প্রিন্স বিদায়ী জেনারেল সেক্রেটারী, যিনি নতুন কমিটির ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। ডিটেক্টিভ জামিল সারোয়ার একটানা চার বার মিডিয়া লিয়াজোঁর দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি বাপা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এর আগে একবার কার্যকরী কমিটিতে তিনি ট্রাস্টি ছিলেন।

বাপা প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে নানাভাবে সহযোগিতা করে আসছে। এছাড়া এনওয়াইপিডিতে অফিসার ও ট্রাফিক এজেন্ট পদে নিয়োগে বাংলাদেশী নতুন প্রজন্মকে উৎসাহ জোগাচ্ছেন সংগঠনটির কর্মকর্তারা। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে এখন বাংলাদেশীদের জয়-জয়কার। প্রিসিঙ্কটের কমান্ডিং অফিসারসহ নিউইয়র্ক পুলিশের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্ব পদে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত পুলিশ অফিসাররা, যারা বাপা'র গর্বিত সদস্য। বর্তমানে বাপা'র সদস্য সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। নিউইয়র্কে মূলধারায় বাপা শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব ২০-২১ এপ্রিল





নিউইয়র্ক: বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়িকা খ্যাত সুচিত্রা সেনের ১০ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে 'সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল ইউএসএ'। নিউইয়র্কের জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে গত ১৭ জানুয়ারী বুধবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী-আমেরিকানরা যোগ দেন।

সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল এর আহবায়ক, বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী গোপাল স্যানালের পরিচালনায় নিউইয়র্কের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুলতান বোখারী, আহসানুল্লা হাসান, সুলতান আহমেদ, সংগ্রাম মিন্টু, এমডি ফিরোজ, মোহাম্মদ মাসুদ, সাংবাদিক কানু দত্ত, লেখক ও কবি দর্পন কবীর, সংস্কৃতি কর্মী সেঁজুতি তালুকদার, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা শামীম শাহেদ, সংস্কৃতি কর্মী স্বাধীন মজুমদার, শিল্পী দিনার মনি, সংস্কৃতি কর্মী সাদিয়া খন্দকার, সাংবাদিক ও সংগঠক হাসানুজ্জামান সাকী, সংস্কৃতি কর্মী স্বীকৃতি বড়ুয়া, আব্দুল হামিদ, দস্তগির জাহাঙ্গীর, পিনাকী তালুকদার, দীনেষ মজুমদারসহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলার কালজয়ী অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন নিজেকে মহানায়িকার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তিনি ধ্রুবতার হয়ে কোটি মানুষের অন্তরে আছেন বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে সুচিত্রা সেনের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি প্রদীপ প্রজ্জলন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল জ্যামাইকার 'নন্দন কানন' খ্যাত জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে দু'দিনব্যাপী সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবের ঘোষণা দেয়া হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ব্রিটিশ রাজবধূ কেটের পেটে অস্ত্রোপচার

ঢাকা ডেস্ক, ১৯ জানুয়ারি : হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ব্রিটিশ যুবরাজ উইলিয়ামের স্ত্রী প্রিন্সেস অফ ওয়েলস কেট মিডলটন। তার পেটে সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে বলে দাবি চিকিৎসকদের। তবে তাকে ১০ থেকে ১৪ দিন হাসপাতালে থাকতে হবে।

গত মঙ্গলবার লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি হন ৪২ বছরের কেট। এর পর বুধবার তার পেটে অস্ত্রোপচার হয়েছে। আপাতত তিনি ভালোই আছেন। কিন্তু কী হয়েছিল তাঁর? বাকিংহাম প্যালেসের তরফে একটি বিবৃতি পেশ করে বলা হয়েছে, কেট চান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখা হোক। জানা গেছে, অন্তত ১০ দিন হাসপাতালে থাকতে হবে কেটকে। তবে প্রয়োজনে তা আরো বাড়িয়ে ১৪ দিন করা হতে পারে।

কেটের অস্ত্রোপচারের কারণ সম্পর্কে প্যালেস নীরব থাকলেও সংবাদমাধ্যম সূত্রের দাবি, ক্যানসার বা কোনো গুরুতর অসুখে ভুগছেন না প্রিন্সেস অফ ওয়েলস। যদিও আগামী কয়েকটি অনুষ্ঠান পিছিয়ে দিতে হয়েছে তার স্বাস্থ্যের কারণেই।

এদিকে কেটের তিন সন্তানকেও স্কুলে পাঠানো হয়েছে। অস্বাভাবিক কিছু যাতে মনে না হয়, তাই এই সিদ্ধান্ত।

১৯৮২ সালের ৯ জানুয়ারি জন্ম কেটের। স্কটল্যান্ডের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার সাথে আলাপ প্রিন্স উইলিয়ামের। পরে সেই সম্পর্ক গড়ায় প্রেম ও বিয়েতে। ব্রিটেনে যথেষ্ট জনপ্রিয় কেট। সদা হাস্যমুখ প্রিন্সেস অফ ওয়েলসের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন সেদেশের সাধারণ মানুষ।







TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MBA
CPA



জানুয়ারীতেই ‘ড. নুরুন নবী, আজীবন মুক্তিযোদ্ধা’র প্রিমিয়ার শো

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক, বিজ্ঞানী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

আতিকুর রহমান সালুর সার্বজনীন শোক সভা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রখ্যাত ছাত্রনেতা, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক, **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

একস্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটি সাংবাদিকতায় নতুন ট্রেন্ড চালু হয়েছে। সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই কোন কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে। অনেক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ফেসবুক প্রচারণার **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**

বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

নিউইয়র্কের ইস্ট ভিলেজের নেইবারহুড

ইমিগ্র্যান্টদের গণ টয়লেটে পরিণত!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বিশাল এক টয়লেটেই যেনো পরিণত হয়েছে নিউইয়র্ক সিটির নেইবারহুড! এখানে ওখানে পায়খানা-প্রস্রাব। পার্কে-সড়কের আড়ালে, আবডালে যত্রতত্র এখন দেখা যায় এগুলো। আর কাগজের কাপ প্রস্রাব করে তা ফেলে রেখে যাচ্ছে হয় ঘরের সিড়িতে নয়তো সীমান্ত দেয়ালের উপরে। নিউইয়র্কের ইস্ট ভিলেজের নেইবারহুডে অবস্থা এখন ঠিক এরকমই। কারা করছে এসব? নিউইয়র্ক ছেয়ে গেছে নব্য অভিবাসন প্রত্যাশি আশ্রয় প্রার্থীতে। তারাই করছে এসব। গত নভেম্বর থাকে হাজার হাজার মাইগ্র্যান্টস নিউইয়র্কের এসে ভিড় করায় তাদের একটা বড় অংশের স্থান হয়েছে ইস্ট সেভেন্থ স্ট্রিটে সাবেক সেন্ট ব্রিজিড'স স্কুল ভবনটিতে। টমকিন স্কয়ার পার্কেও রয়েছে উপচে পড়া অভিবাসন প্রত্যাশীদের ভীর। নগরীর **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**



সিলেট এমসি কলেজ এলামনাই’র কার্যকরী কমিটির শপথ গ্রহণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সিলেট এমসি কলেজ ও সিলেট সরকারি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র নতুন কমিটি (২০২৩-২০২৫) অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অভিষিক্ত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ১৪ জানুয়ারী রোববার ফ্লাশিং হায়াত হোটেল রুফটপ বলরুমে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ গোলাম কিবরীয়া চৌধুরী এবং বিশেষ **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**

দেশে ফিরে বিয়ে করা হলো না নিউইয়র্কের মামুনের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করা হলো না নিউইয়র্ক প্রবাসী মামুনের। গত ১৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত সোয়া ১১টার দিকে গাড়ি চালানোর সময় ব্রেইন স্ট্রোকে মারা যান তিনি। মৃত মামুনুর রশীদ ওরফে মামুন (৩৬) নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার আমিশাপাড়া ইউনিয়নের পদিপাড়া গ্রামের সফি উল্যাহর ছেলে। জানা **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

‘জালালাবাদ ভবন’ হয়েছে, আছে এবং থাকবে : মইনুল

কামালী-মইনুলের নেতৃত্বে পূর্নাঙ্গ কমিটি



বিশেষ প্রতিনিধি: অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবেই বিভক্ত হয়ে গেলো যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা। সংগঠনের ভবন ক্রয় সহ অভ্যন্তরীন কোন্দল সহ নানা কারনেই বিভক্ত হলো সংগঠননি। সংগঠনের নির্বাচিত সহ সভাপতি মোহাম্মদ শাহীন কামালী ও সাধারণ **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**



আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠনে আট মানবিক গুণ

মুহাম্মদ হেদায়াতুল্লাহ

মানবিক গুণাবলির মাধ্যমে সামাজিক শান্তি তৈরি হয়। তাই সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে উত্তম গুণাবলির ভূমিকা অপরিসীম। প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে উদ্দেশ করে মহান আল্লাহ বলেন, **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

খেলার খবর

ডিভোর্সের পর কত টাকা পাবেন সানিয়া?

স্পোর্টস ডেস্ক: সানিয়া মির্জা ও শোয়েব মালিকের দীর্ঘ ১৩ বছরে সম্পর্ক ভেঙে গেছে। ভারতীয় টেনিস তারকাকে ডিভোর্স দিয়ে পাকিস্তানের অভিনেত্রী সানা জাভেদকে বিয়ে করেছেন **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**

হেলথ টিপস

শীতে শিশুদের সুস্থ রাখতে জেনে নিন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শীতকালে শিশুদের নিউমোনিয়া, ঠান্ডা-কাশি, সর্দি ও জ্বরের প্রবণতা বেড়ে যায়। সেই সাথে বাড়ে হঁ-াপানির **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**

বিনোদন

বলিউড তারকাদের দেহরক্ষীরা কে কত পারিশ্রমিক পান

বিনোদন ডেস্ক: তারকাদের যেমন খ্যাতি রয়েছে, তেমনি রয়েছে দুশ্চিন্তা। সর্বক্ষণ নিরাপত্তার চাদরে থাকতে হয় তাদের। আমরা প্রায়শই **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

আরও ৫ বিলিয়ন ডলার শিক্ষাঋণ মওকুফ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের নেওয়া ঋণ মওকুফে তার যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালনে আগে থেকেই শিক্ষাঋণ বাতিল শুরু করেছেন। সবশেষ ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন ঘোষণা দিয়েছে আরও ৪.৯ বিলিয়ন ডলার শিক্ষাঋণ বাতিল করার। এর মধ্য দিয়ে ৭৪ হাজার শিক্ষার্থী তাদের ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পাবে। সবশেষ ঘোষণা গত চার বছর ধরে চলে আসা ধারাবাহিক একটি প্রক্রিয়ার অংশ। **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com